থিয়েটার দেখা

শ্রীশৈলবালা ঘোষ-জায়া

শ্রীসুধাকৃষ্ণ বাগচি কর্ত্তৃক প্রকাশিত
১৪।১বি, ভুবনমোহন সরকার লেন,
কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ

জ্যৈষ্ঠ ১৩৪১

দুই টাকা

প্রিণ্টার—শ্রীমিহিরচন্দ্র ঘোষ
নিউ সরস্বতী প্রেস
২৫।৩।এ শম্ভু চ্যাটার্জ্জির ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

থিয়েটার দেখা

২১০৪৫(১)

রাত্রি আটটা বাজিয়া গিয়াছে।

দ্বিতলের বারাণ্ডায় গালিচার উপর বসিয়া উজ্জ্বল আলোর সামনে মাথা হেঁট করিয়া 'নন্তু' মখমলের জুতায় রেশমের ফুল তুলিতেছিল। নন্তুর বয়স বছর এগারো, পাৎলা ছিপ্ছিপে গড়ন, মুখশ্রী অতি সরলতার ও কোমলতার সমাবেশে মনোরম সুন্দর, রং ফর্সা। নন্তুর ডান পাশে বড়দিদি বিমলা বসিয়া একখানা বাংলা উপন্যাস পড়িতেছিলেন। আলোর অপর পাশে বড় জামাইবাবু অর্থাৎ বিমলার স্বামী বিপিনবাবু একটা তাকিয়া হেলান দিয়া শুইয়া, গুড়্গুড়ির নল মুখে করিয়া, খবরের কাগজ

পড়িতেছিলেন। বারাণ্ডার অন্যপাশে দোলনায় শুইয়া বিমলার তিন মাসের খোকাটি অগাধে ঘুমাইতেছিল। সকলেই নীরব, শুধু গুড়গুড়ির মৃদু-গম্ভীর-অলস-আর্ত্তনাদ এক-ঘাই ধ্বনিত হইতেছিল।

কিছুক্ষণ পরে খবরের কাগজখানা শেষ করিয়া বিপিনবাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বড় দিদি বই হইতে চোখ তুলিয়া বলিলেন, "খাবার দিতে বল্‌ব ?"

বিপিনবাবু বলিলেন "আঃ, এর মধ্যে ! ন'টা বাজুকই না। হার্ম্মোনিয়ামটা নিয়ে আসি, নন্তু জুতো সেলাই রেখে সোজা হয়ে বস—"

নন্তু নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যে ক্ষিপ্র-কৌশলে সূঁচ চালাইতে চালাইতে সবিনয়ে বলিল "তা বলে জুতো সেলাই ছেড়ে আমি এখন চণ্ডীপাঠ ধর্‌তে পারব না জামাইবাবু, লক্ষিটী, এখন বল্‌বেন না।—"

টেবিলের উপর হইতে হার্ম্মোনিয়াম পাড়িয়া চাবি টিপিয়া ধরিয়া বিপিনবাবু বলিলেন "লক্ষিটী বল, আর দুষ্টুটীই বল, আমি ছাড়চি নে। গাও 'প্রলয় পয়োধি জলে'—"

থিয়েটার দেখা

ঘাড় নাড়িয়া পরিহাস-কোমল কণ্ঠে নন্তু বলিল, "ওমা! প্রলয় না হলে বুঝি 'প্রলয়-পয়োধি-জলে' গান করা হয়!—"

বিপিনবাবু বলিলেন "দেখ্‌বে, প্রলয় হওয়ার? ঐ সুঁচ সুতো কেড়ে নিলেই এখুনি—"

সভয়ে নন্তু বলিল "না জামাইবাবু আপনার পায়ে পড়ি,—"

বড়দিদি বইখানা মুড়িয়া গালিচার উপর শুইয়া পড়িয়া স্নেহময় স্বরে বলিলেন "গা' না বাপু, কদিন ত গাস নি,—হাফ ইয়ারলি একজামিন হয়ে গেলে গান শোনাবি বলেছিলি মনে আছে?"

অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া নন্তু বলিল "এই! দিদি সুদ্ধ জামাইবাবুর দিকে হ'য়ে দাঁড়ালে! তোমাদের জ্বালায়, সত্যি আমার আর কিছু হবে না, কিছুটী না!—"

বিপিনবাবু একটা সুর আরম্ভ করিয়া বাজাইতে বাজাইতে বলিলেন "এত বিদ্যের পরও 'কিছুটী না?' সে কি? আরসুলোর বাচ্চা ছারপোকা বিছানায় থাকে কেন? না—পাখা নেই, ছেলে মানুষ, উড়্‌তে পারে না

বলে।—কুমীরের বাচ্চা টিক্‌টিকি দেয়ালে বেড়ায় কেন? না—কচি ছেলে, জলে নাম্‌লে সর্দ্দি কর্‌বে বলে! পায়রা-গুলো বক্‌বকম্‌ বকতে বকতে টবে মাথা ডুবিয়ে চান করে কেন? না, সুগন্ধি তৈল মাখিয়ে দেওয়া হয় নি, সেই দুঃখে! এমন অগাধ বিদ্যের পরও কিছু না! —একি আশ্চর্য্য কথা!"

বলা বাহুল্য উক্ত অগাধ বিদ্যাগুলো,—নন্তুর শৈশব জীবনের স্বাধীন বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফল! লজ্জায় অস্থির হইয়া সে বলিল "হ্যা তা বই কি! যান্‌! আমি কিছুতেই না! আপনি সূঁচই কাড়ুন আর সুতাই কাড়ুন আমি কিছুতেই না! এইখানে শুয়ে চুপ্‌টী করে ঘুমিয়ে পর্‌ব সেও ভালো,—তবুও না!"

টপাটপ্‌ চাবির উপর আঙ্গুল চালাইয়া বিপিনবাবু—সঙ্গীত কলার নির্দ্দিষ্ট সুর তালের সাক্ষাৎ আদ্যশ্রাদ্ধ স্বরূপ অসহনীয় বেসুরা চীৎকারে গান ধরিলেন "ও বাবা, কি কালো!"

নন্তু হাসিয়া ফেলিল! সেলাই হইতে চোখ তুলিয়া দিদির দিকে চাহিয়া কৌতুক-কোমল কণ্ঠে বলিল, "দেখ্‌ছ

ভাই দিদি। সাধে বলি, পুরুষ মানুষদের গান শুনলে আমার বড্ড হাসি পায়। চ্যাচ্যান'র দৌড় দেখ দেখি!—"ও বাবা!" উঃ, কি চীৎকার! যেন কেউটে সাপ লাফিয়ে উঠ্‌লেন। ওমা একি? এর নাম গান?

"তবে রে দুষ্টু!—" বলিয়া বিপিনবাবু হারমোনিয়াম ছাড়িয়া নন্তুর দিকে অগ্রসর হইলেন, নন্তু চক্ষের নিমেষে সেলাই ফেলিয়া লঘু লম্ফে ছুটিয়া বারাণ্ডায় দুয়ারের দিকে দৌড়িল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে অলঙ্কার ও সুবসনে সুসাজ্জিতা এক ষোড়শী সুন্দরী হাসিমুখে ব্যস্তভাবে বারাণ্ডায় ঢুকিয়াই —সহসা নন্তুকে সামনে দেখিয়া, সবিস্ময়ে বলিল "এ কিরে! এমন করে ছুটছিস কেন?"

ষোড়শীকে জড়াইয়া ধরিয়া, তাহার আড়ালে নিজেকে উত্তমরূপে নিরাপদ করিয়া নন্তু অনুযোগ পূর্ণ স্বরে বলিল, "দ্যাখো না ভাই মেজদি' জামাইবাবু আমায় ধর্‌তে আস্‌ছেন—"

পিছনে দু'হাত ঘুরাইয়া ছোট বোনটিকে সাদরে বেষ্টন করিয়া মেজদি হাস্যোজ্জ্বল মুখে তর্জ্জন করিয়া

বলিল "বটে। এত অত্যাচার! এমন অরাজকতা! আপনি কি রকম ভদ্রলোক বলুন ত?—"

বিপিনবাবু যারপর নাই বিস্ময়ের সহিত পিছু হটিতে গিয়া বলিলেন "ও বাবা! এ কি! আচম্বিতে স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অফ্ পুলীশ।—"

মেজ-দি স্মিতমুখে বলিল "সেটা অত্যাচারীর চোখে। অত্যাচার পীড়িতের চোখ নিয়ে যদি দেখতে পারেন, তবে এ অধমের চেহারাটা অন্য রকমই দেখতে পাবেন, না হয় দয়া করে মাইক্রোশ কোপটা চোখে আঁটুন—"

সহসা অপরিসীম উৎসাহের সহিত বিপিনবাবু বলিলেন "গুড্ ইভিনিং মেম্ সাহেব! কামিং, কামিং বস্থন এই ইজিচেয়ারটায়। কইরে সিগার কেসটা কোথায় গেল—"

মেজদির উপর এতটা অবিচার নন্তর মোটেই সহ্য হইল না। সে তাড়াতাড়ি মেজদির বাঁ দিক হইতে মুখ বাড়াইয়া সকোপে বলিল "আহা, নিজেদের যেমন বিদ্যে। রাতদিন ঐ সব অসভ্য নেশা নিয়ে পড়ে আছেন, আবার মেজদির নাম করা হচ্ছে, মেজদি কেন সিগারেট খাবে, আপনি খানগে।—

থিয়েটার দেখা

নন্তকে টানিয়া গালিচার দিকে মেজদি অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া বিপিনবাবু শশব্যস্তে বলিলেন "আহা ওদিকে কোথা মেম সাহেব? এই যে চেয়ার"—

মাথা নাড়িয়া সুকোমল কণ্ঠে মেজদি বলিল "আমি মেমও নই, সাহেবও নই, খাঁটি বাঙালী। আমার পক্ষে বাংলা গাল্‌চেই ভাল, বিশেষ আমার দিদি ওখানে বসে রয়েছেন। তা ছাড়া গুরুজনের সামনে উচ্চ আসনে বসাটাও অবিধেয়—"

নন্ত মাঝখান হইতে টিপ্পনী কাটিয়া বলিল "সে বুদ্ধি কি ওঁর আছে? তা হলে কি আর আমাদের সামনে ভুড়ুক ভুড়ুক করে অসভ্যের মত তামাক টানতে পারেন। মাগো ছিঃ!—" কথাটা বলিতে বলিতেই সাগ্রহে মেজদির মুখপানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল "হ্যা ভাই মেজদি, মেজ জামাইবাবু এসেছে?

বিপিনবাবু বিদ্রূপের স্বরে বলিলেন "কেন? এতক্ষণ মেজ জামাইবাবুর জুতো সেলাই হলো, এবার গোঁফে তা লাগাতে হবে বুঝি?"

অসহিষ্ণু হইয়া নন্ত বলিল "কেনই বা হবে না? মেজ

জামাইবাবু তো আপনার মত অসভ্য নন্, সেইজন্যেই তো তাঁকে ভালবাসি—"

বিপিনবাবু সশব্দে নিজের গালে এক চড় বসাইয়া দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া মহা আশ্চর্য্যভাবে বলিলেন "এ্যাঁ। একবারে কবুল জবাব। প্রতিমা দেবী সাবধান সাবধান' আর রক্ষা নাই—"

প্রতিমা,—অর্থাৎ মেজদি স্নিগ্ধ-হাস্যে বলিল "প্রতিমা দেবী সাবধান ছেড়ে, খোশ মেজাজে দানপত্র লিখে দিতে রাজী আছে, আপনি ত এ্যাটর্ণি মানুষ জামাইবাবু, আপনি ঘটকালীটা—"

ব্যতিব্যস্ত হইয়া মেজদির মুখ চাপিয়া ধরিয়া, সলজ্জ অনুনয়ের স্বরে নন্তু বলিল "না ভাই ছিঃ, ওকি ভাই মেজদি। আমি কি ভাই তাই বলছি,—আমি বলছি ভাই,—এই আমি কিনা মেজ জামাইবাবুকে, ভাই,—বেশ আন্তরিক ভালবাসি—"

হাতের উপর হাত চাপড়াইয়া উল্লসিত চীৎকারে বিপিনবাবু বলিলেন "এ্যা—এই! কবুলের ওপর কবুল—

ডবল কবুল ! শুধু ভালবাসা নয় বেশ আন্তরিক ভালবাসা ! বাপ্, ভয়ানক ঘোরালো ব্যাপার।”

লজ্জায় দুঃখে অস্থির হইয়া, অধৈর্য্যভাবে বিপিনবাবুর পায়ের পাতার উপর এক চড় বসাইয়া দিয়া নন্তু কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল “হ্যাঁ আমি তাই বল্‌ছি না কি। হ্যাঁ, যান, আমি আপনার সামনে আর আস্‌ব না—যান।”

সে ছুটিয়া নীচে চলিয়া যাইতেছিল, বিপিনবাবু ধরিয়া ফেলিলেন। পালাইবার পথেও বাধা পাইয়া, ক্ষোভে দিশাহারা হইয়া, গালিচার উপর লুটাইয়া পড়িয়া, সে দু'হাতে মুখ ঢাকিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কান্না আরম্ভ করিয়া দিল। বিপিনবাবু তাহাকে কোলের উপর টানিয়া লইয়া—ক্রন্দন-সুর অনুকরণের ব্যর্থ-চেষ্টায়, হাস্যোদ্দীপক ভঙ্গীতে গলার স্বর কাঁপাইয়া সান্ত্বনাচ্ছলে, সহানুভূতি জ্ঞাপন আরম্ভ করিলেন “আহা মরে যাই, মরে যাই, সত্যযুগ থেকেই এই এক ব্যাপারই চলে আসছে,—ভালবাসার পরিণাম—কান্না, কান্না, শুধুই হৃদয়-বিদারক কান্না ! আহা, কি অনুতাপ। রুমালটা কই,—থাক্ এই কোঁচার কাপড়েই চোখগুলো মুছিয়ে দিই—এস—” সঙ্গে সঙ্গে তিনি সঙ্কল্প

অনুযায়ী কাজে প্রবৃত্ত হইলেন। নন্তু তাহার হাতের উপর আর এক চড় বসাইয়া দিয়া, কোচার কাপড়টা মুখে চাপিয়া ধরিয়া, দুঃসহ শোকাকুল কান্নার মাঝেই, অকস্মাৎ খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। বিপিনবাবু তৎক্ষণাৎ হার্ম্মোনিয়ামটার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া চাবি টিপিয়া গান আরম্ভ করিলেন 'ছি, ছি, ছি কর্‌লি কিলো সর্ব্বনাশি।'

বড়দিদি এতক্ষণ অবাক্ হইয়া ইহাদের কীর্ত্তি কারখানাগুলা দেখিয়া যাইতেছিলেন, এইবার উঠিয়া বসিয়া বলিলেন "তানসেন মশাই সুর থামাও,—মা গো মা, কি হুড়াহুড়িই জুড়েছে। মানুষটা বাড়ী এল, তা একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌বার সময় নাই, ও কি বিট্‌কেলে কাণ্ড। থাম এবার একটু—"

বিপিনবাবু হার্ম্মোনিয়াম ছাড়িয়া হাত পা গুটাইয়া সহসা নিরীহ ভাল মানুষের মত নিঝুম হইয়া বসিলেন। নন্তু, মুক্তি পাইয়া মাথার খোপাটা ঠিক করিয়া লইতে লইতে, বিপিনবাবুর দিকে চাহিয়া জনান্তিকে অস্ফুট স্বরে বলিল "দিদির কাছেই ঠিক জব্দ। কেমন শাসন? বেশ হয়েছে, এইবার আমার মনে যা সুখ হচ্ছে।—"

বিপিনবাবু অত্যন্ত নির্ব্বিকার ভাবে চুপ করিয়া রহিলেন।

নন্তু মেজদির গা ঘেসিয়া, কথোপকথন শুনিতে বসিল।

(২)

বড়দিদি বলিলেন "হ্যাঁরে মনসা; তুই কার সঙ্গে এলি ?"

প্রতিমাকে ছেলেবেলা হইতে তিনি আদর করিয়া মনসা বলিয়া ডাকিতেন। দিদির প্রশ্ন শুনিয়া, সঙ্গীর পরিচয় দিতে গিয়া সে হাসিমুখে ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া বিপিনবাবু—অতীব কোমল স্বরে বলিলেন "মুন্সিও সঙ্গে এসেছেন, সে বিষয় নাস্তি সংশয় :—"

নন্তু অপ্রসন্ন ভাবে বলিল "আহা তিনি মুন্সি হবেন কেন ? তিনি ত দালাল গো—"

মেজদি তাহার পিঠে একটা ছোট চড় বসাইয়া দিয়া

সস্মিত মুখে বলিল "তুই থাম্ না, নন্তু—এক তরফাই ডিক্রি হয়ে যাক্ না—"

দিদির উপদেশে সান্ত্বনা লাভ করিয়া, নন্তু তৎক্ষণাৎ পূর্ণ সাহসে ভর দিয়া বিপিনবাবুর দিকে একটা অবজ্ঞার কটাক্ষ হানিয়া বলিল "তাই বটে! মিছে কি? সাধে, লোকে বলে, বোকা উকীল না হলে কেউ মুন্সেফীও করে না, এ্যাটর্ণীও হয় না হুঁ!" কথাটা শেষ করিয়াই সে মেজদিকে খুব শক্ত হাতে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার কোলের উপর জাঁকিয়া বসিল। অবশ্য সেই সঙ্গে বিপিনবাবুর দিকে সন্দিগ্ধ-নজর রাখিতেও ভূলিল না।

কিন্তু প্রতিপক্ষ চক্ষু বুজিয়া, নীরবে রহিলেন।

ক্ষণপরে বিপিনবাবু উঠিয়া জুতা পায়ে দিতেছেন দেখিয়া প্রতিমা বলিল "কোথা যাচ্ছেন?"

বিপিনবাবু বলিলেন "সুকিয়া ষ্ট্রীটের বাড়ীর দরোয়ানকে ধরে আনতে, আহা বেচারী একলা নীচে বসে আছে।"

প্রতিমা বলিল "বেচারীর জন্যে অত আহা উহু করতে হবে না, তিনি মাসিমার কাছে বেশ বসে আছেন।

আপনি খেয়ে দেয়ে, কাপড় পরে নিন্, থিয়েটার দেখতে যেতে হবে।”

বিপিনবাবু বলিলেন “থিয়েটার।”

প্রতিমা তাঁহার বিস্ময় ভাবে দৃক্‌পাত না করিয়া দিদির দিকে চাহিয়া বলিল “গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে দিদি, তুমি ততক্ষণ কাপড় চোপড় পরে ঠিক হয়ে নাও—”

দিদি সভয়ে বলিলেন “ও বাবা, এই কচি ছেলে নিয়ে থিয়েটার দেখতে যাওয়া, সে আমি পারব না। তারপর রাত জেগে কাল আমার অসুখ হলেই, ছেলে সুদ্ধ ভুগবে।”

বিপিনবাবু বলিলেন, “এবং ডাক্তারের ফি ও ঔষধের মূল্যের জন্য নিরপরাধ ছেলের—”

দিদি ব্যতিব্যস্ত হইয়া বলিলেন “আঃ, কি যে বল তুমি। মন্‌সা, না ভাই, থিয়েটার ফিয়েটারের হুজুগ তুলিস্‌নি, এসেছিস বেশ করেছিস, বোস গল্প কর দু’ দণ্ড—

মন্‌সা সজোরে মাথা নাড়িয়া বলিল “সে হবে না দিদি, আজ—থিয়েটারে‘—’ প্লে হচ্ছে। আজ যেতেই হবে, আমি বলে কয়ে কত কষ্টে মত করিয়ে তবে এসেছি—”

বিপিনবাবু বিজ্ঞভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন “একে

হুতাশন বিশ্বদাহক্ষম, তাহাতে ইন্ধন, তাহাতে বাতাস। দাঁড়াও দেখাচ্ছি। থিয়েটার। দালালীর কাঁচা পয়সার থলি কেড়ে নিচ্ছি—"

তিনি দ্রুতপদে নীচে চলিয়া গেলেন।

অসম্মতা দিদির সম্মতি আদায়ের জন্য মনসা তুমুল বাকযুদ্ধ আরম্ভ করিল। আজিকার মত অভিনয় বহুদিন হয় নাই. বহুদিন হইবার সম্ভাবনাও নাই—এই অজুহাতে দিদিকে সে দৃঢ় ভাবেই চাপিয়া ধরিল,—যাইতে হইবেই। দিদি অবশ্য পূর্ব্বে এ সব বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহশীলা ছিলেন, কিন্তু আজকাল একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছেন। এদিকে প্রতিমার পক্ষে, হয় দিদি, নয় তাহার স্নেহময়ী ননদিনী ছাড়া, অন্য কাহাকেও সঙ্গিনী করিয়া এ সব ব্যাপারে কোথাও বাহির হইতে ইচ্ছা করে না, তাহার মত সকল ক্ষেত্রে,—দিদি ও ননদিনী ছাড়া আর সকলেই আনাড়ী। ওদিকে তাঁহারা দুইজনে এখন সন্তানের মা হইয়া সংযম বৈরাগ্যের চরম দৃষ্টান্ত দেখাইতে বসিয়াছেন, অনাবশ্যক হুজুগে আর যোগ দিবেন না। প্রতিমা চটিয়া গিয়া বলিত "এ গুলো নিতান্তই আলসে কুঁড়েমির চিহ্ন, আর ধিঙ্গী হয়ে পড়ার লক্ষণ!"

ইহার উত্তরে উভয় পক্ষই সস্নেহ ক্ষমার সহিত তাহাকে এবিষয়ে জীবনের অভিজ্ঞতার জন্য অপেক্ষা করিবার উপদেশ দেওয়া ছাড়া আর বিশেষ কিছু সাহায্য করেন নাই।

প্রতিমার পীড়াপীড়িতে বাধ্য হইয়া দিদি অবশেষে যখন 'অগত্যা আজকের মত' নিমরাজী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, তখন বিপিনবাবু প্রতিমার স্বামী নবীনকে লইয়া বারাণ্ডায় ঢুকিয়া একবার প্রবল কণ্ঠে বক্তৃতা আরম্ভ করিয়া দিলেন—"দেখ্‌ছ, স্বয়ং মনসা ঠাকুরাণী,—তার ওপর আবার ভক্তিভরে তুমি অর্ঘ্য দিতে সুরু করেছ কি না, ধুনোর ধোঁয়া। নির্ব্বোধ যুবক, এর পরিণামটা কি হবে একবার ভেবে দেখেছ? এঁদের অত্যাচার এবং অনাচারের চোটে, বাঙালী সমাজের সামাজিক বিশেষত্ব ধ্বংস প্রায় হতে বসেছে,—স্পষ্টই দেখছ এরা এক একজন—এক-একটি আস্ত সফ্রিজেট্ হয়ে দাঁড়াতে সুরু করেছেন—"

প্রতিমা ঘোমটার ভিতর হইতে স্নিগ্ধ-হাস্যে অস্ফুট-স্বরে বলিল "তা হুলো ঠুঁটো সফ্রিজেট হওয়ার চেয়ে আস্ত

সফিজেট হওয়াই ভাল জামাইবাবু, গৃহস্থালীর কাজগুলোও তো করতে হবে।—”

সে কথায় কর্ণপাত মাত্র না করিয়া—যেন শুনিতেই পান নাই এমনি ভাবে বিপিনবাবু বলিলেন “এদের ভবিষ্যত ভেবে আমার মাথা ঝিম্ ঝিম্ কর্‌ছে।”

নন্তু মাঝখান হইতে খপ করিয়া বলিয়া ফেলিল—“তা, স্মেলিং সল্টা একবার শুকে নিন-না, ঝা করে ঝিন ঝিনী ছেড়ে যাবে’ খন।”

“অপারগ।” বলিয়া বিপিনবাবু হতাশ ভাবে বসিয়া পড়িয়া বলিলেন, ‘বস নবীন, যাক ওসব ভাবনা বৃথা। তা হ্যা হে নবীন, এখন তুমি কাকেও—বেশ আন্তরিক ভালবেসেছ কি? বল দেখি?” সঙ্গে সঙ্গে নন্তুর অলক্ষ্যে একটা গোপন ইঙ্গিত।

নবীন এতক্ষণ নিঃশব্দেই মৃদু মৃদু হাসিতেছিল। প্রিয়তম ফুটবল-গ্রাউণ্ডে এবং ব্যবসার ক্ষেত্র ছাড়া, অন্য সর্ব্বত্রই সে অতি নিরীহ-চালে চলে, ঠাট্টা তামাসার দিকে মোটেই ভিড়ে না। সেই গুণেই নন্তু তাহার ভক্ত-উপাসক হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু আজ বিপিনবাবুর প্রশ্ন শুনিবামাত্র

নন্তু অবাক হইয়া দেখিল—নবীনবাবু তাঁহার সনাতন-অভ্যস্ত, সলজ্জ-নীরবতা ছাড়িয়া, সোজা নন্তুর দিকে চাহিয়া চট করিয়া বলিয়া ফেলিলেন, "বেসেছি বই কি। এই নন্তুকে—"

নন্তুর গায়ে যেন কে আগুনের ফুলকি ছিটাইয়া দিল। লাফাইয়া উঠিয়া বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া বলিল "এঁ্যা মেজ জামাই বাবু। ও মাগো। আপনি সুদ্ধ আবার ঐ সব অসভ্যতা শিখলেন! যান, আপনাদের কারুর সঙ্গে আমি আর কথা বলব না, কারুর সঙ্গেই না—এই চল্লুম এখান থেকে—"

নবীন ফুটবল খেলিয়া খেলিয়া শরীরটা বেশ মজবুত করিয়া তুলিয়াছিল, পলায়ন-তৎপর নন্তুকে টপ করিয়া তুলিয়া ইজিচেয়ারের চওড়া হাতার উপর বসাইয়া দিয়া, মৃদু হাস্যে কি একটা কথা বলবার উদ্যোগ করিতেই বিপিনবাবু তৎক্ষণে উচ্চকণ্ঠে বাক্য বর্ষণ আরম্ভ করিলেন "তবে আর কি। উভয় পক্ষেই যখন বেশ আন্তরিক ভালবাসা জমে গেছে, তখন আর কি-ই-বা দেখতে হবে। কালই বহরমপুরে শ্বশুর মশাইকে লিখছি যে নন্তুর

গতিমুক্তির ব্যবস্থা ঠিক হয়ে গেছে, নবীনকেই সে বিয়ে করবে।”

ক্ষোভে, লজ্জায়, দুঃখে অস্থির হইয়া রুদ্ধকণ্ঠে নন্তু বলিল “দেখুন. এবার সত্যই আমার ভয়ানক কান্না পাচ্ছে—”

বিপিনবাবু আবার সেই কান্নার কার্য্যকারণতত্ত্ব লইয়া, যুগযুগান্তরের কাহিনী আওড়াইয়া বিশদ ব্যাখ্যার বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। বেচারা নন্তু এবার সত্যই কাঁদিয়া ফেলিল।—নবীন করুণা প্রণোদিত চিত্তে, স্নেহময় স্বরে তাড়াতাড়ি সান্ত্বনা দিয়া বলিল “আহা চট্‌ছ কেন? উনি ঠাট্টা কর্‌ছেন বুঝ্‌ছ না? তুমি বোকা হচ্ছ কেন?”

উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনের সুরে,—নন্তু সজোরে প্রতিবাদ করিল, “নাঃ, বোকা হবে না। এর নাম ঠাট্টা।—আপনি কিসের জন্যে আমায় ভালবাসবেন—খবদ্দার ভালবাসতে পাবেন্ না, কখোনো না—” কথা বলিতে বলিতেই দারুণ ক্ষোভে অধীর হইয়া দু’হাতে মুখ ঢাকিয়া, সে ফোঁপাইয়া আবার কান্না জুড়িল।

ব্যাপার গুরুতর দেখিয়া বিপিনবাবু একটু থামিলেন। নবীন সুগভীর স্নেহের সহিত নন্তুর পিঠ চাপ্‌ড়াইয়া

হাসিমুখে বলিল "ঐ! ভালবাসব না? তুমি খুব ভাল লোক, তাই ত ভালবাসি! আমার ছোট বোন অনুকে আমি ভালবাসি না? তোমাকেও তেমি ভালবাসি, তাতে কি দোষ হয়েছে বল দেখি?—"

হেঁট হইয়া চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে নন্তু বলিল "নাঃ দোষ হয় নি। কত দোষ হচ্ছে, দেখছেন না তো, যান্ আমাকে আর ভালবাসবেন না,—খবদ্দার না।—" শেষের কথাটা রীতিমত ধমকের ভঙ্গীতে উচ্চারিত হইল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সেও দ্বিগুণ উচ্ছ্বাসে কাঁদিয়া আকুল হইয়া উঠিল।

বিপিনবাবু ভ্রমর গুঞ্জনবৎ মিহি স্বরে বলিলেন "কবিরা ঠিক এই অবস্থাকে লক্ষ্য করে বলেছেন—

'বর্ষা ঋতু ভেল ঝরে নয়নে জল,
দুখ সাগরে ধনি ভাসে—'

নন্তুর কান্নার উচ্ছ্বাস থামিয়া গেল। দিদির দিকে চাহিয়া বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল "দেখেছ দিদি, দেখেছ? আচ্ছা এতে কি বলতে ইচ্ছা করে বল দেখি? তুমিই বল?"

দিদি মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"তুই-ই বল না। আমি আর কি বলব?"

দিদির এই ঔদাস্য শিথিলতা দেখিয়া নন্তু রাগে অন্ধ হইয়া বলিল "তা বলবে কেন? তোমার নিজের বরটি কি না।

এর চেয়ে বড় গোছের শ্লেষাত্মক প্রতিশোধ বাক্য আর তাহার মনেই পড়িল না। দিদিরা হাসিয়া ফেলিলেন।

বিপিন বাবু টুক্ টুক্ করিয়া ঘাড় নাড়িয়া, গোঁফে তা দিতে দিতে বলিলেন, "নিশ্চয়! নিশ্চয়! তার আর সন্দেহ আছে। পরের বর হলে এখনি অম্লান বদনে অভিসম্পাত করে বসত, অবশ্য কিন্তু নিজের বর বলে"—

বড় দিদি ব্যস্ত হইয়া বলিলেন "হ্যা হ্যা, তুমি থামত! আচ্ছা নন্তু, পাগলামো করে কেঁদে মরছিস কেন বল দেখি? নবীনের সঙ্গে কি সত্যিই তোর বিয়ে হচ্ছে? না সত্যি-সত্যিই সেকথা বাবাকে লেখা হচ্ছে! তুই মিছে কথাও বুঝতে পারিস না?"

নন্তু চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল "কি করে বুঝব? অমন সত্যি সত্যি করে মিথ্যে বল্লে কেউ নাকি বুঝতে

পারে? বাবা! আমি ঢের ঢের মানুষ দেখেছি, কিন্তু বড় জামাই বাবুর মত এমন সত্যিকার মিথ্যাবাদী কোথাও দেখিনি।

বড় দিদি হাসিয়া বলিলেন "এইবার লাখ কথার এক কথা বলেছিস 'সত্যিকার-মিথ্যাবাদী!' তোর বড় জামাই বাবুকে মিছে করে মিথ্যে বলতে কখনো শুনলুম না, যা বলেন—তা সত্যিকার মিথ্যেই বটে! আমিই এক এক সময় এমন ভাবাচ্যাকা খেয়ে যাই যে—"

প্রতিমা চোখ টিপিয়া ইসারা করিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল "অ-দিদি থাম ভাই, অতটা স্পষ্ট করে আর বোল না, আমার গোঁড়া হিন্দু জামাই বাবু, এখনি—আর্য্যশাস্ত্র আর পতিভক্তির মাহাত্মহানির নরক বর্ণনা নিয়ে হয় ত এমন বক্তৃতা-বিভ্রাট বাধিয়ে ফেলবেন যে আজ আর থিয়েটার দেখার দফাই নিকেশ হয়ে যাবে! চল ভাই কাপড় পরবে—"

দিদিকে সে ঠেলিয়া পাঠাইয়া দিল।

নবীন এই সব বহুভাষীদের মাঝে পড়িয়া বিপন্নভাবে ইতস্তত: করিতেছিল, এইবার একটু কথা বলিবার সূত্র

পাইয়া—নন্তুর কাঁধে হাত চাপড়াইয়া বলিল "যাও তুমিও কাপড় পরে এস,—জুতো পায়ে দিও, আমিও তোমায় নিয়ে ফ্রণ্ট ষ্টলে বসাব—"

বিপিন বাবু তৎক্ষণাৎ বলিলেন "আর আমি অম্নি পেছন থেকে গিয়ে হুলুধ্বনি করব!"

তড়াক করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া, ভ্রুকুটি-কুটিল ললাটে ঠোঁট মুখ কুঁচকাইয়া নন্তু সজোরে বলিল "বয়ে গেল! অসভ্য কোথাকার! নিজের যেমন বিয়ে, খালি অসভ্যের মত বিয়ের কথা! ছি, ছি,—একটু লজ্জাও করে না! আহা আবার ভাঙখোরের মত গোঁফে তা দিচ্ছেন ছ্যাখ না!—ছিঃ, ঐ গোঁফ দুটো দেখলে আমার এত রাগ হয়!"

সগর্ব্বে বুক চিতাইয়া সজোরে গোঁফে তা দিতে দিতে বিপিন বাবু বলিলেন "গুম্ফ হচ্ছে, রাজপুতদের গৌরবের চিহ্ন! বড় সাধারণ জিনিস নয়! বুঝলে—"

প্রতিমা নন্তুর-দিকে চাহিয়া কি একটা কথা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু তার আগেই নন্তু বলিল "ওঃ! তবে আর কি! তা হলে বড় বড় গোঁফওয়ালা চিংড়ি মাছগুলোও মস্ত লোক, নয়?"

থিয়েটার দেখা

বিপিন বাবু হঠাৎ সে কথা ছাড়িয়া দিয়া প্রতিমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "সত্যি প্রতিমা, অনেকদিন চিংড়ি মাছের কাট্‌লেট খাওয়া হয় নি, কাল স্বহস্তে রন্ধন করে একবার খাইয়ে দাও, তুমি বেশ কাট্‌লেট তৈরি কর সত্যি।"

প্রতিমা সে কথার উত্তর দিবার পূর্ব্বেই নন্তু দারুণ অপ্রসন্নতা সহকারে বলিয়া উঠিল "ছি, ছি, পেটুকপাণা বাপ্‌! চিংড়ি মাছের গোঁফের নাম শুনে অম্নি কাট্‌লেট্‌ খাবার ইচ্ছে! ওমা এ কি!—

প্রতিমা বলিল "এই রে? আবার এই শাপে-নেউলে বেধে যায়! না, না, নন্তু তুই থাম ভাই, লক্ষীটি আমার, জামাই বাবু,—একটু সদয় হোন্‌, আপনার গোঁফ জোড়াটির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হোক, আমি সর্ব্বান্তঃকরণে ওর উন্নতি-কামনা করছি, কিন্তু মাপ করুন, আজকের মত থিয়েটার দেখাটা সার্থক হোতে দেন, দোহাই দিচ্ছি—"

নন্তু প্রসাধন-কক্ষের দিকে ছুটিয়া যাইতে যাইতে বলিল "খবর্দ্দার মেজদি, ওঁর দোহাই দিয়ে পা বাড়িও না, চৌকাঠের কাছেই হোঁচট্‌ খেয়ে পড়বে! উনি যে

কি ভয়ানক লোক তাতো জান না—" সে অদৃশ্য হইয়া গেল!

বিপিন বাবু একটু হাসিয়া বলিলেন "যেন সে তত্ত্বটা ও নিজে আগাগোড়াই জেনে ফেলেছে!—"

প্রতিমা বলিল "ওকে আর রাগিয়ে দেবেন না, জামাই বাবু,—একটু ঠাণ্ডা হতে দেন।"

বিপিন বাবু চিন্তিতভাবে বলিলেন "কিন্তু তুমি সত্যিই থিয়েটারে চলবে? ও দুরভিসন্ধিটা ছাড় না।—"

প্রতিমা সবিনয়ে বলিল "না, ও কথাটি বলবেন না।"

বিপিন বাবু গালিচার উপর দেহ এলাইয়া, সুগভীর পরিতাপ-ব্যঞ্জক নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "হায়! মহৎ লোকেরা ঠিকই বলেছেন Swine, women, and bees, cannot be turned."

প্রতিমা বলিল "তা শুয়ার বলুন, গাধা বলুন, থিয়েটার দেখার গরজে পড়ে এখন সব সয়ে নিচ্ছি, কিন্তু মনে রাখবেন কাল যদি কাটলেট্ খাবার ইচ্ছে থাকে—"

বাধা দিয়া উচ্চকণ্ঠে বিপিনবাবু বলিলেন "আহা সাধু! সাধু! সাধে মুনি-ঋষিরা অন্নপূর্ণার পূজা করেন!

বাস্তবিক বলছি মনসা, তোমাদের কোন বিদ্যেই আমি দুটি চোখে দেখতে পারি না সেটা ঠিক—কিন্তু ঐ রান্নাঘরের বিদ্যেটা, পেটের জ্বালায় বড় ভক্তি করি! এবং তোমাদের বুদ্ধি শুদ্ধিগুলা যদিচ শুয়ারের গোঁ বস্তুটীর সঙ্গে Compare করছি বটে, তত্রাচ—"

প্রতিমা বলিল "ধন্যবাদ, ধন্যবাদ! আর তত্রাচ'য় কাজ নাই! তা হলে ঘোর সত্যিকার মিথ্যেবাদী হয়ে দাঁড়াবেন।"

(৩)

দিদি ও নন্তু বেশ-পরিবর্ত্তন করিয়া সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বিপিনবাবু চাহিয়া দেখিয়া, নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "খনার বচনে আছে অশ্লেষা মঘা, এড়াবি ক ঘা?'—"

নন্তুর ভিতরে সঞ্চিত উচ্চ-বাষ্পের গোলমালটা তখনও ঠাণ্ডা হয় নাই, সে ক্রুদ্ধ স্বরে "হুঁ, এইবার হাঁচি টিক্‌টিকি গিরগিটি, সাপ ব্যাং. উচিঙ্গে, গেরো-ফাঁড়া, সব আরম্ভ হোক্! দেখচো মেজদি—"

বিপিন বাবু বলিলেন "মেজদি আর এখন কি দেখবে ? কাল সকালে ডাক্তারের বাড়ী যাবার সময়, যখন বোন আর বোন্‌পো'র অসুখের সেবার জন্যে ধরে আন্‌ব তখন মনসা দেবী মজা টের পাবেন।"

বড়দিদি উদ্যত-চরণ সম্বরণ করিয়া বসিয়া পড়িয়া বলিলেন "গ্যাখো তুমি যদি ওম্নি করে আমাদের ভয় দেখাও তাহলে আমি বাপু যেতে পারব না। সত্যি, নিজের অসুখের জন্যে ভয় করি না, কিন্তু ছেলে যদি অসুখে পড়ে !"

ঔষধ ধরিয়াছে দেখিয়া বিপিন বাবু উৎসাহিত হইয়া ছেলের দোলনার দিকে চাহিয়া সুগভীর পরিতাপের উচ্ছ্বাসে বলিয়া উঠিলেন "হায় ভগবানের রাজ্যের নিরীহ জীব !—কেনই যে এই সব দুরাচার মা'র কাছে এসেছিলে, মা-রা অনাচার অত্যাচারের পূর্ণ—"

অধৈর্য্য হইয়া প্রতিমা বলিল "থামুন থামুন !—নিজেরা যেমন বিশ্ববিদ্যালয় দেবতার পাদপদ্মে স্বাস্থ্যরত্নকে তালাক দিয়ে ছেড়ে এসে, এখন হাড়গোড় ভাঙা 'দ'টী সেজে ঘরের কোণে আশ্রয় নিয়েছেন,—কোন কাজে এতটুকু

ক্ষমতা নাই,—একটু হাঁটতে হলে কি খাট্‌তে হলে, অম্নি পেটে খিল ধরে, বুকে ঝাঁকি লাগে,—মাথা ভোঁ ভোঁ করে, সকলকে তাই মনে করেছেন, না? আমরা অমন আপনাদের মত ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যাই না—হুঁ। চল দিদি চল, বাড়ীতে ঝির কাছে খোকা থাকবে, অসুখ-ই বা করবে কেন? আর তোমার অসুখ? ছেলের মা হয়েই তো রাত জাগা অভ্যাস ঠিক করে নিয়েছ ভাই, জামাই বাবুর মিথ্যে ভয় দেখান'য় কান দিচ্ছ কেন? চল"—দিদিকে সে টানিয়া তুলিল।

নন্তু দুই দিদির মাঝখানে আপনাকে সম্পূর্ণ সুরক্ষিত করিয়া ব্যঙ্গ স্বরে বলিল "জামাই বাবুর যা কিছু ক্ষমতা সে শুধু পড়ে পড়ে ল্যাজ নাড়ায়! খালি বচনের ঝুড়ি! কিন্তু একটি কাজ করতে বল দেখি, অম্নি হাত পা ছেড়ে দিয়ে এলিয়ে পড়বেন্ অকম্মার সর্দ্দার! একদিন আলিপুরের চিড়িয়াখানাটা দেখিয়ে আনতে বললুম, তা যদি ক্ষমতায় হল! উনি আবার পরকে উপদেশ দেন!"—

বিপিন বাবু ঘাড় হেট করিয়া, ঠোঁট মুখ কুঁচকাইয়া কি-যেন একটা উত্তর ভাবিবার চেষ্টায় মাথা চুল্‌কাইতে

লাগিলেন, তাঁহার বিপন্ন অবস্থা লক্ষ্য করিয়া, স্বল্পভাষী নবীনকৃষ্ণ একটু ইতস্ততঃ করিয়া, প্রসন্ন-স্মিত-মুখে মৃদুস্বরে বলিল "One tongue is enough for a woman জানেন ত, আর কত শুন্‌বেন দাদা, এবার উঠুন-না গাড়ী দাঁড়িয়ে রয়েছে বহুক্ষণ থেকে।"

নন্তু বলিল "আপনি ক্ষেপেছেন? উনি থিয়েটার দেখ্‌তে যাবেন? তা হলে যে অগাধ আলস্যের অপব্যবহার হবে! সে পাত্রই উনি নন্!"

বিপিন বাবু সামনে তাকিয়াটার উপর সশব্দে এক মুষ্টাঘাত বর্ষণ করিয়া বলিলেন "রে দুর্ব্বিনীতে! জানো গুরু নিন্দা অধোগতি!"

নন্তু হাসিয়া বলিল "তা গুরুজনেরা যদি অধোগমনের জন্য সুপ্রস্তুত হয়ে দাঁড়ান, তা হলে একটু আধটু নিন্দে করে তাঁদের গতি ফেরান চেষ্টাটা এমনই বা মন্দ কি? কিন্তু ভাগ্যিস্ আপনার তাকিয়া হয়ে জন্মাইনি জামাইবাবু, তা হলে ঐ ঘুসীটা এখনি ঘাড়ে পড়েছিল আর কি!— বাবা!—চলুন মেজ জামাই বাবু, আর মিথ্যে দেরী করা কেন?" সে নবীনের হাত ধরিয়া টানিল।

বিপিন বাবু তদ্দণ্ডেই স্থর ধরিলেন "আহা কি বা মানিয়েছে রে !—

রাগিয়া উঠিয়া নন্তু বলিল "বেশ চমৎকার মানিয়েছে রে ! চলুন মেজ জামাই বাবু—"

বিপিন বাবু তদ্দণ্ডেই স্থর ধরিলেন "আহা কি বা মানিয়েছে রে !—"

রাগিয়া উঠিয়া নন্তু বলিল "বেশ চমৎকার মানিয়েছে রে। চলুন মেজ জামাই বাবু—"

নবীন উঠিতে উঠিতে বলিল "দাদা সত্যিই যাবেন না ? আজকের মত চলুন-না, দুর্ভিক্ষ ফণ্ডে সাহায্য দেবার জন্যই আজ বহুদিন পরে এই প্লে-টা হচ্ছে, আজকে যাওয়া উচিত।"

বিপিন বাবু গম্ভীর ভাবে বলিলেন "উচিত বটে, কিন্তু, কি জানো নবীন, দুনিয়ায় যেখানে যত কিছু অনিষ্ট ঘটে, তার মূলে থাকেন স্ত্রীলোক। সুতরাং এঁদের সঙ্গে পথে বেরুনো সর্ব্বতোভাবে ধর্ম্ম বিগর্হিত কাজ।"—

বড়দিদি বলিলেন "তথাস্তু। তুমি ঘরেই থাক, যখন খিদে পাবে, ঠাকুরকে বোলো খাবার দেবে।"

থিয়েটার দেখা

থিয়েটার যাত্রীর নীচে নামিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁহাদের গাড়ী বাহির হইয়া যাইবার শব্দ শুনিতে পাইয়া বিপিন বাবু উপর হইতে ডাকিয়া বলিলেন "ঠাকুর, আমার খাবার দাও; আর মধুসূদন, আমার সাইকেলে হাওয়া পুরে গ্যাসের আলোটা জেলে ঠিক করে রাখো, এখনি বেরুবো।"

থিয়েটার বাড়ীতে গাড়ী পৌছিলে, নবীন নামিয়া টিকিট ঘরের দিকে যাইতেছিল, সহসা সামনেই বাইক হাতে করিয়া দণ্ডায়মান বিপিন বাবুকে এক ভদ্রলোকের সহিত কথা কহিতে দেখিয়া সবিস্ময়ে থমকিয়া দাঁড়াইল, বিপিন বাবু তাহাকে কোন প্রশ্নের অবকাশ না দিয়া নিতান্ত সহজভাবেই বলিলেন "হ্যাঁ, আমি টিকিট কিনে ঠিক করেই রেখেছি; এস।" তারপর ভদ্রলোকটীর জিম্বায় বাইক গচ্ছিত রাখিয়া, নবীনকে লইয়া গাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলেন।

নন্তু গাড়ীর দুয়ার হইতে মুখ বাড়াইয়া বিপিন বাবুকে দেখিয়া ত্রস্তে জুতো মোজা খুলিয়া রুমালে জড়াইয়া বগলে পুরিল! প্রতিমার দিকে চাহিয়া বলিল "আমি ভাই

তোমাদের সঙ্গে ভেতরে গিয়ে বস্‌ব, বুঝলে মেজদি, আজ আর বাইরে বস্‌ব না।"

নন্তুর এই আকস্মিক মতি পরিবর্ত্তনের কারণ নির্ণয় করিতে না পারিয়া বড়দি একটু বিস্মিত হইয়া বলিলেন "এই নাও! সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়" কেন? বাইরে নবীনের কাছে বেশ দেখতে পাবি ত।"

নন্তু মাথা নাড়িয়া বলিল "আর আমায় বেশ দেখায় কাজ নাই বাপু, ওই ত্যাখো-না, কে এসেছেন! বাবা! আবার!

কথা শেষ হইতে না হইতে বিপিনবাবু গাড়ীর দুয়ারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন,—বড়দিদি ও প্রতিমা একযোগে বিস্ময়ে প্রশ্ন বর্ষণ আরম্ভ করিলেন, একি কাণ্ড! একি অপ্রত্যাশিত ব্যাপার! বিপিন বাবুর চিরাভ্যস্ত অগাধ আলস্যপ্রিয়তার একি শোচনীয় অপব্যবহার!

নন্তু ততক্ষণে তাড়াতাড়ি গাড়ীর ওদিকের দুয়ারটা খুলিয়া ফেলিয়া নামিয়া পড়িল! ব্যস্ত হইয়া বলিল "মেজ জামাইবাবু শুনুন্ কানে কানে একটা কথা বলি—"

কথাটা সূক্ষ্মকর্ণ বিপিনবাবুর কর্ণগোচর হইল—

তৎক্ষণাৎ তিনি বলিলেন "এই রে" এখানে এসেও কানে কানে কথা! না কেলেঙ্কারী আর বাকী রাখলে না।"

নন্তু একবার এদিক-ওদিক চাহিয়া দেখিল—নিকটে কেহ আছে কি না? তারপর অস্ফুটস্বরে খুব সংক্ষেপেই বলিল "বেশ করব।"

নবীনকে একপাশে টানিয়া লইয়া গিয়া সে কানে কানে কি বলিল কে জানে নবীন হেঁট হইয়া কথাটা শুনিল, তারপর হাসি মুখে গাড়ীর দিকে চাহিতে চাহিতে নন্তুর নিকট হইতে সঙ্গোপনে কি একটা জিনিষ লইয়া চট্‌পট্ পকেটস্থ করিয়া ফেলিল। নন্তু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল "দেখবেন, কাউকে বলবেন না যেন।"

নবীন হাসি মুখে সজোরে ঘাড় নাড়িল, কিছুতে না!

বড়দিদি গাড়ী হইতে নামিতে নামিতে স্বামীর উদ্দেশে বলিলেন "হ্যাঁ গা, তুমি বাড়ী থেকে খেয়ে এসেছ ত?"

আকাশের দিকে দুই চক্ষু তুলিয়া ফোঁশ করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বিপিনবাবু বলিলেন "ওঃ। আষ্টেপৃষ্টে। যুগল শ্যালিকার সুতীক্ষ্ণ বাক্যবাণে আকণ্ঠ পরিপূর্ণ করে,—ওর

নাম কি—তারপর কি হওয়া উচিত? নীলকণ্ঠ বোধ হয় নয়?”

প্রতিমা হাসিয়া বলিল “অন্যায় বলছেন—বাক্যবাণ গলায় ফোটে না, কানেই ফোটা উচিত, নীলকর্ণ হয়েছেন বলুন বরং। দিদি তুমি ভাবছ কেন ভাই, মাসীমা বাড়ীতে আছেন না-খাইয়ে তিনি ওই আদুরে ছেলেকে অম্নি ছেড়ে দিয়েছেন কি না? চল চল ভিতরে যাওয়া যাক।”

নন্তু চট করিয়া গাড়ীর পাশ ঘুরিয়া, দিদিদের আগেই দ্রুত ভিতরেব দিকে ছুটিল! বিপিনবাবু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, “আরে আরে, এ নড়বড়ে চণ্ডী পালায় কোথা? এস এস, তুমি আমাদের কাছে বস্‌বে—”

নন্তু এক লাফে সিঁড়িতে পৌঁছিয়া বলিল, “না গো ধড়ফড়ে সন্নিপাত মশাই, আপনাকে অত অনুগ্রহ কর্‌তে হবে না, আপনি যান্!”

ঠিক সেই সময় একখানা জানানা-গাড়ী আসিয়া পড়িল, অগত্যা বিপিনবাবু আর বাক্যব্যয় করিলেন না, নবীনকে লইয়া সরিয়া গেলেন।

থিয়েটার দেখা

সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে বড় দিদি বলিলেন, "ছাখ নন্তু চুপ চাপ বসে থাকবি! 'এটা কি' 'ওটা কি' করে চেঁচিয়ে পাশের মেয়েদের যে বিরক্ত কর্‌বি, সে হবে না"—

প্রতিমা একটু হাসিয়া বলিল, "হ্যাঁ, যা না বুঝতে পারবি, তা বাড়ী গিয়ে জিজ্ঞাসা করিস্। ওইখানে বসে যেন সেবারের মত, কে আর মাসতুতো বর, কে আর খুড়তুতো কনে, তা জানবার জন্যে অসভ্যর মত চেঁচামেচি করিস্ নি, তা হলে গলা টিপে বিদেয় করে দেব বাইরে।"

নন্তু সন্ত্রস্ত হইয়া বলিল "না ভাই, আজ আমি কিচ্ছুটি কর্‌ব না, আমায় বাইরে পাঠিও না। আজ বলে বড় জামাই বাবু এসেছেন, বাবা! আজ আবার বাইরে যায়!"

উপরে উঠিয়া দেখা গেল, বসিবার স্থানের সকল আসনই প্রায় পূর্ণ। তখনও যবনিকা উঠে নাই, মেয়েরা নিশ্চিন্ত মনে গল্প গুজব করিতেছে। বড়দিদি আসন গ্রহণ করিয়া চারিদিকে চক্ষু বুলাইয়া, ঈষৎ বিস্ময়ের সহিত

বলিলেন "এই রে মনসা! পুলিন বাবুর মা আজ যে এখানে!"—

পাশের আসন হইতে একটি সুন্দরী তরুণী বলিল, "আপনারাও চেনেন ওঁকে! উনি একটি বিশ্ববিখ্যাত জীব!"

নস্তু যদিও কিছুটি কবিবে না বলিয়া স্থির সঙ্কল্প হইয়াছিল, কিন্তু এই 'বিশ্ববিখ্যাত জীবটির' পরিচয় জানিবার জন্য এক মুহূর্ত্তেই তাহার কৌতূহল অসম্বরণীয় হইয়া উঠিল!—তৎক্ষণাৎ তরুণীর দিকে চাহিয়া সুকোমল অনুনয়ের স্বরে প্রশ্ন করিল "কেন ইনি কি করেছেন বলুন না।"

প্রতিমা অস্ফুটভাবে তর্জ্জন করিয়া বলিল "হাতী, আর ঘোড়া! চুপ্ কর বলছি শীগগিরি!—"

নস্তু দমিয়া গিয়া জড়সড় হইয়া বসিল। তাহার বিপন্ন অবস্থা দেখিয়া, অপরিচিতা তরুণীর মন করুণায় আর্দ্র হইয়া গেল! সে একটু ইতস্ততঃ করিয়া নস্তুর কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া চুপি চুপি বলিল, "কিছু করেন-নি কিন্তু উনি—এই তোমার মত বয়েস থেকে

থিয়েটার দেখা

থিয়েটার দেখার নেশায় এম্নি মশ্‌গুল হয়েছেন, যে থিয়েটার দেখে দেখে, ভিটেমাটী উচ্ছন্ন করেছেন, নিজের গয়নাগাঁটি ত গেছেই, এখন পুত্রবধূদের গয়না বাঁধা দিয়ে থিয়েটার দেখার আশা মেটাচ্ছেন। বুড়ো হয়েছেন তবু প্রতি হপ্তায় থিয়েটার না দেখলে ওঁর চলেই না। আজ নাৎনীর গলা থেকে হার খুলে বাঁধা দিয়ে এসেছেন, বড় ছেলে থিয়েটার-বাড়ী পর্য্যন্ত এসে কত বকাবকি ঝগড়া ঝাঁটি করে গেল, ছিঃ, কি ইতুরে কাণ্ড বল দেখি! বিশ্ববিখ্যাত জীব বলব না ভাই?"—

নন্তু সভয়ে বলিল "বাবা!"—তারপর সে এক দৃষ্টে ওপাশে উপবিষ্টা, সেই সুস্থুল গঠনের প্রৌঢ়া রমণীর দিকে অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল! তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল তাহার মত বয়স হইতে এই প্রৌঢ়াকে থিয়েটারের নেশা ধরে! ভয়ে সে আড়ষ্ট হইয়া গেল!

তরুণী উক্ত প্রৌঢ়ার নেশার উগ্রতা সম্বন্ধে চুপি চুপি আরও এমন কতকগুলি ইতিহাস নন্তুকে শোনাইল যাহার পর নন্তুর বাক্য স্ফুরণের ক্ষমতাও লোপ হইল!—যতক্ষণ

না রঙ্গমঞ্চে অভিনয় স্বরু হইল, ততক্ষণ তরুণী এক-ঘাই বলিয়া গেল, আর নন্তু অবাক্ হইয়া শুনিল !

অভিনয় যথাসময়ে আরম্ভ হইল, এমনি অপ্রতিহত বেগে চলিতেও লাগিল। চারিদিকে অন্য শব্দ সংযত হইয়া গেল, সকলেই একান্ত আগ্রহে অভিনয় দেখিতে লাগিল, কিন্তু নন্তুর মাথার মধ্যে কি যে গোলমালের জট পাকাইয়া গেল কে জানে, অভিনয় দেখিতে তাহার বিন্দুমাত্রও উৎসাহ টের পাওয়া গেল না ! সন্ধ্যাবেলায় বিপিন বাবুর বেসুরা চীৎকারে—"ও বাবা কি কালো"—শুনিয়া নন্তুর যত না হাসি পাইয়াছিল, এখন অভিনয় দেখিতে তার চেয়েও বেশী অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল। কষ্টে স্বষ্টে সংযত হইয়া সে পাচ মিনিট কাল ঘাড় বাঁকাইয়া নিস্পন্দ হইয়া চাহিয়া থাকে,—সেই প্রৌঢ়া রমণীর দিকে। প্রৌঢ়া অভিনয় দেখিতে দেখিতে ক্ষণে ক্ষণে চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিলেন,—আশে পাশে ঝুকিয়া, এই অভিনয় করিতে কোন সালের কোন মাসের কোন তারিখের কোন অভিনেতা ও অভিনেত্রী, কি কি অভিনব রঙ্গ কৌশল দেখাইয়াছেন, তাহার বিস্তারিত বিবরণ পার্শ্ববর্ত্তিনীদের

শুনাইতেছিলেন। নন্তু সে সব অমূল্য তথ্য শুনিতে পাইল না, শুধু দেখিতে লাগিল দূর হইতে—প্রৌঢ়ার নথ নাড়ার ঘটা! থাকিয়া থাকিয়া ভয়ে এবং অস্বস্তিতে তাহার প্রাণ ধুক্ ধুক্ করিতে লাগিল—তাহার মত বয়স হইতে ঐ প্রৌঢ়া ভদ্রমহিলা থিয়েটার দেখার নেশায় পড়িয়াছিলেন! উঃ, নন্তুকেও যদি অমনই উৎকট নেশায় ধরে! নন্তু ঘামিয়া উঠিল!

একজামিনে পাশ করিবার ভাবনা ছাড়া আর কোন ভাবনাই নন্তু কস্মিন্‌কালে ভাবে নাই কিন্তু আজ হঠাৎ অতর্কিতে বিপুল দুর্ভাবনার বোঝা তাহার ঘাড়ের উপর ভাঙিয়া পড়িল—নিজের বয়সটার জন্য? নন্তুর প্রাণটা এতই অস্বস্তিতে ভরিয়া উঠিল, যে যদি ক্ষমতায় অকুলান না হইত তবে বোধ হয় তদ্দণ্ডেই সে এক ধাক্কায় নিজের বয়সটাকে বিশ পঁচিশ বৎসর পশ্চাতে হটাইয়া দিয়া তবে নিশ্চিন্তের হাফ ছাড়িয়া বাঁচিত! কিন্তু সে সুযোগটা কোনমতেই হওয়া সম্ভব নয়, কাজেই আপাদমস্তক পূর্ণ অশান্তির মাঝে সে আড়ষ্ট হইয়া বসিল।

গর্ভাঙ্কের পর গর্ভাঙ্ক শেষ হইয়া অভিনয়ের প্রথমাঙ্ক

শেষ হইল। মেয়েরা আত্মীয় অভিভাবকদের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য নীচে নামিয়া গেলেন, বড়দিদি, মেজদিদি গেলেন, নন্তু কিন্তু যাইতে রাজী হইল না, প্রতিমা আন্দাজেই বুঝিল,—সেটা শুধু বিপিন বাবুর ভয়ে!

যাহাই হউক নীচে হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহারা দেখিলেন পুলিনবাবুর মা তখন গুটিকতক মেয়েকে জড় করিয়া—এধারে বসিয়া পরমোৎসাহে অভিনয় সমালোচনা শুনাইতেছেন, আর নন্তু দূরে বসিয়া দুই হাতের উপর মুখখানি রাখিয়া, ঘাড় কাৎ করিয়া নিষ্পন্দ দেহে, নিষ্পলক নয়নে,—তাঁহার দিকে চাহিয়া আছে! প্রতিমা অস্ফুট স্বরে বিদ্রূপ করিয়া বলিল "কিরে নন্তু, তুই যে একেবারে মোহিত হয়ে গেছিস!—"

নন্তু চমকিয়া, সভয়ে চুপি চুপি বলিল "না ভাই মেজদি, কি যে বাবু তোমাদের এই সব থিয়েটার ছাথার বাই! বড় খারাপ, বড় খারাপ! বড় জামাইবাবু সাধে চিপটেন্ কাটেন্ ছিঃ, আর এ সব থিয়েটার ফিয়েটার দেখতে এসো না বাপু, ভারী বিশ্রী জিনিস্!"—

থিয়েটার দেখা

মেজদি হাসিয়া বলিলেন "আরে! তুই যে একেবারে পরমহংস হয়ে গেলি! রকমটা কি?"

নন্তু বিরক্ত হইয়া বলিল "না ভাই, সকল তাতে ঠাট্টা কোর না। আমি আর সাত জন্মেও থিয়েটার দেখতে আসছি নে! ছি ছি এ সব মানুষে দেখে নাকি!"—তারপর মেজদির পিঠের উপর ঠেস্ দিয়া, বেশ একটু নিদ্রার আয়োজন করিতে করিতে বলিল "কাল বাপু আমার স্কুল আছে, বাজে কাজে রাত জাগলে চলবে না, একটু ঘুমুই।"

বড় দিদি একটু হাসিয়া বলিলেন "তাই বল না বাপু, যে আমার ঘুম পেয়েছে! তা নয়, যত দোষ থিয়েটার ছ্যাথার ঘাড়ে!

নন্তু দারুণ অসন্তোষের সহিত বলিল "হুঁ!" তারপর আড় চোখে পুলিন বাবুর মাতার দিকে একবার চাহিয়া, তাড়াতাড়ি চোখ মুদিল। তারপর দ্বিতীয় অঙ্কের মাঝখানেই ঘুমাইয়া পড়িল।

ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিল, যেন থিয়েটার দেখার নেশাটা, একটা বিকটাকার দৈত্যের মূর্ত্তি ধরিয়া,—পিছন

হইতে নন্তুর ঘাড়ের উপর ঝুঁকিয়া মুখ পানে চাহিয়া অসভ্যের মত ফিক ফিক করিয়া হাসিতেছে! তাহার হাসি দেখিয়া নন্তুর পিত্ত জ্বলিয়া যাইতেছে বটে, কিন্তু চেহারার ভীষণতায় চিত্ত এমন চমৎকৃত হইয়া গিয়াছে যে ভয়ে বাক্যস্ফুরণ হইতেছে না! নন্তু আড়ষ্ট নির্ব্বাক্, নিস্পন্দ!

হঠাৎ দৈত্যটার প্রচণ্ড হাস্য কলরবের ধাক্কা খাইয়া নন্তুর নিদ্রা ছুটিয়া গেল! চমকিয়া বিস্ফারিত চোখে চাহিয়া দেখিল, মেয়েরা হুড় মুড় করিয়া উঠিয়া পড়িতেছে! স্বপ্নের সঙ্গে, বাহ্য দৃশ্যের বিসদৃশ অসামঞ্জস্য দেখিয়া নন্তু হতভম্ব হইয়া গেল!—ভীতি বিহ্বল নেত্রে চাহিল, দৈত্যটা কোথা?

মেজদি বলিল "থিয়েটার ভেঙ্গে গেছে নন্তু, ওঠ—

পূর্ব্ব পরিচিতা তরুণী পাশ দিয়া চলিয়া যাইতে যাইতে নন্তুর মুখ পানে হাস্যোজ্জ্বল দৃষ্টি রাখিয়া বলিয়া গেল, "লম্বা ঘুমের মাঝে বেশ পরিস্কার থিয়েটার দেখলে ভাই!"

নন্তু কোন উত্তর দিতে পারিল না শুধু মেজদিকে শক্ত হাতে জড়াইয়া ধরিয়া কোন রকম কষ্টেস্বষ্টে নীচে নামিয়া

আসিল। পুলিন বাবুর মা'র সন্ধানে ইতস্ততঃ চাহিল কিন্তু ভিড়ে দেখিতে পাইল না! থিয়েটার বাড়ীর দুয়ারে —বিশৃঙ্খল কলহবন্যার ভিঁড় এড়াইয়া সকলে গাড়ীতে উঠিলেন, বিপিন বাবু বাইক লইয়া গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন! গাড়ীতে মেজদি বড়দি ও নবীনকৃষ্ণ থিয়েটারের দৃশ্যপট, আলোক-সমাবেশ. এবং অভিনয় সৌন্দর্য্যের অজস্র প্রশংসা সমালোচনায় যখন গাড়ী ভরাইয়া তুলিলেন. নন্তু তখন গুম্ হইয়া ভাবিতে লাগিল পুলিন বাবুর মাতার কথা!

বাড়ীতে গাড়ী পৌঁছিলে, নন্তু নামিয়া সকলের আগেই তাড়াতাড়ি বাড়ীর মধ্যে চলিয়া যাইতেছিল, নবীন ডাকিয়া বলিল "নন্তু তোমার সেই জিনিসটা ফেরৎ নাও—"

জুতা জোড়াটা যে নবীনের কাছে দিয়াছিল, সে কথা নন্তু ভুলিয়াই গিয়াছিল, ফিরিয়া দাঁড়াইয়া তাড়াতাড়ি হাত বাড়াইয়া বলিল "দেন"—

নবীন দিল, কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে বিপিনবাবু পিছন হইতে বাজ পাখীর মত ছো মারিয়া রুমাল সুদ্ধ নন্তুর হাতখানা ধরিয়া ফেলিয়া,—মহা বিস্ময়ে দারুণ আক্ষেপছন্দে বলিলেন

"এ্যাঁ! বিনামা বহনের সৌভাগ্যটা পর্য্যন্ত নবীনের আর আমি অভাগা বুঝি সকল তাতেই বঞ্চিত!—"

নন্তু রাগ করিয়া বিপিন বাবুর হাতে জুতা জোড়াটা মায় রুমালসুদ্ধ ছাড়িয়া দিয়া—টক টক করিয়া উপরে চলিয়া গেল। থিয়েটার দেখিয়া আজ তাহার এতই মন খারাপ হইয়া গিয়াছিল যে বিপিন বাবুর এই অসহ্য পরিহাস-পারিপাট্যের উত্তরে প্রতিবাদ করিবার মত আধখানা কথাও খুঁজিয়া পাইল না!

মনীষা

সন্ধ্যার তখনও দেরী আছে।

চায়ের শূন্য পাত্রটী নামাইয়া রাখিয়া নবীন মুন্সেফ মহেন্দ্র বাবু একটু গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "কাজটা ভাল হচ্ছে না মনীষা, তোমায় বল্লে তুমি গ্রাহ্য কর না, কিন্তু"—

হাস্যোৎফুল্ল মুখে মনীষা বলিল "কিন্তু আমার জন্য চারিদিকের চিন্তাশীল লোকেদের ভারি দুর্ভাবনা জুটেছে,—না? আচ্ছা, তুমি ত হাকিম, একটা নোটিশ বার করে দাও—নির্ভয়!"

"না না দেখ গৃহস্থ ঘরের মেয়ে তুমি, গৃহস্থ ঘরের চালে থাক, কোন আপত্তি নাই"—

স্বামীর অসমাপ্ত কথার উত্তরে মনীষা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া বলিল "বা! আমি কি পথস্থ ঘরের মেয়ের মত চালে আছি?"—

বিদ্রূপে বিচলিত হইয়া মহেন্দ্রনাথ ঈষৎ রুষ্ট হইয়া বলিলেন, "নয় কেন? সকাল নেই, সন্ধ্যা নেই, পাড়ায় পাড়ায় যত ছোট লোকদের ঘরে ঘরে বেড়ান, এ গুলো বুঝি বড় ভাল কাজ? লোকে ভারি সুখ্যাতি করে,—না?"

মনীষা দুর্লক্ষণ দেখিয়া আত্মসম্বরণ করিল, বিনীতভাবে বলিল "সকালে আমি বেরুই না।"

"না হোক, সন্ধ্যার পর বেরোও তো? লোকে বল্‌তে ছাড়বে কেন? লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয় জান? যে আসে, সেই বলে মশাই আপনার স্ত্রী—"

"থাম থাম, তোমার গোটাকতক লক্ষ্মীছাড়া উকীল বন্ধু জুটে খোসামোদের তোড়ে তোমার মাথা খারাপ করে দিচ্ছে তা আমি জানি, আমি বড় লোকের বাড়ী নেমন্তন্ন খেতেও যাই না, আর গেরস্ত বাড়ীতে গল্প কর্ত্তেও যাই না, দু-দশ জন অনাথ গরীবের খবর নিলে কি এত গুরুতর অপরাধ হয় বলত—যে সাবই মিলে অত বিজ্ঞতা ফলিয়ে বাধা দিতে আসেন? সাধে বলি যত অকেজো লোকের আরাম শুধু পরচর্চ্চা চিবিয়ে।—"

মনীষা দুর্দ্দাড় করিয়া টেবিলের জিনিসগুলো নাবাইয়া,

ঝাড়নে করিয়া সপাসপ্ টেবিল ঢাকা ঝাড়িতে লাগিল। মহেন্দ্রনাথ গোঁপে মোচড় দিয়া মিনিট দুই ভাবিলেন, মনীষা সম্বন্ধে বাহির হইতে সংগৃহীত কতকগুলো জবানবন্দী,—মায় টীকা, অন্বয়, ব্যাখ্যা সহ যথেষ্ট ধৈর্য্যের সহিত আদ্যোপান্ত বিশ্লেষণ করিয়া শুনাইলেন, পরে বলিলেন তুমি গরীব দুঃখীর উপকার কর,—কিন্তু নিজে অমন টো টো করে যেখানে সেখানে ঘুরো না—"

("বাঃ বেশতঃ, তোমার রোজগারের টাকাগুলো ঘুস দিয়ে আমি আরামে বসে পুণ্যি কিনবো? চমৎকার মীমাংসা তো!"—মনীষা আবার হাসিয়া ফেলিল। তারপর ধীরে ধীরে বলিল "দেখ, আমার এই সব ছোট কাজের এত বেশী খোঁজ খবর নিয়ে তোমার কাছে হিতৈষীপণা যাঁরা ফলাতে আসেন, তাঁরা যে কিরকম নির্লজ্জ আমি শুধু তাই ভাবি!—")

নিজের পক্ষটা অত্যন্ত হাল্কা হইয়া যায় দেখিয়া মহেন্দ্রনাথ পুনশ্চ নবোদ্যমে অন্য দিক দিয়া তর্ক আরম্ভ করিলেন, মনীষারও জেদ চড়িল। খানিকক্ষণ কথা কাটাকাটি করিয়া শেষে মনীষা অত্যন্ত রাগিয়া শপথ

করিয়া বলিল "বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড উৎসন্ন যাইলেও যদি আর কোনদিন এই ঘরের কোণটা ছাড়িয়া বাহির হই, তা হলে……।"

মহেন্দ্রনাথ ততোধিক ক্রুদ্ধ হইয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিলেন, উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন "দীনে, দীনে—"

কিশোর ভৃত্য দীনুয়া তখন বাহিরের প্রাঙ্গণে একটা কাগজের পাকান বল ও একটা দেবদারু কাঠের সরু তক্তাভাঙা লইয়া সাহেবদের টেনিস্ খেলার অনুকরণে লোফালুফি করিতেছিল, সহসা প্রভুর আহ্বান শুনিয়া ছুটিয়া আসিল। মহেন্দ্রনাথ তীব্র স্বরে বলিলেন "ব্যাটা ফের যদি তোমার মাইজীকে নিয়ে কোথাও গেছ শুনি, তা হলে…।"

প্রভুর মুখ চোখের ভাব দেখিয়া দীনুয়া বুঝিল, প্রতিদিন সন্ধ্যার পর লাঠি ও লণ্ঠন লইয়া মাইজীর সহিত বাড়ী বাড়ী ঘুরিতে যাওয়ায় একটা কিছু অপরাধ ঘটিয়াছে! —সে ভয়ে ভয়ে একবার আড় চোখে মনীষার পানে চাহিল, কিন্তু মনীষা তখন উহাদের দিকে পিছন ফিরিয়া টেবিলের ফুলদানিতে কতকগুলা সপল্লব ফুটন্ত হাস্নাহানা

সাজাইতে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিল। দীনু কর্ত্রীর নিকট কোন আদেশ ইঙ্গিত না পাইয়া, অগত্যা প্রভুর বাক্যের উত্তরে নিঃশব্দে মাথা নোয়াইয়া বাহিরে আসিল। ইঃ! আজ সে কাহার মুখ দেখিয়া শয্যাত্যাগ করিয়াছিল যে, অকারণ মনীবের কাছে ধমক খাইল?—

যাহাকে দশ কথা শুনান যায়, সে যদি দুকথা না জবাব দেয়, তাহা হইলে সেটা যেন বাতাসের সহিত মল্লযুদ্ধের ন্যায় নিতান্তই নিরর্থক পরিশ্রম হইয়া দাঁড়ায়। যতক্ষণ হাস্য বিদ্রূপের ধারে মনীষা স্বামীর কথা কাটিতেছিল, ততক্ষণ স্বামী খুব নির্ভাবনাতেই কথা চালাইতেছিলেন। কিন্তু শেষটা নিজের অত্যধিক রূঢ়তার দোষে প্রতিপক্ষের অবস্থান্তর ঘটিতে দেখিয়া তাঁহার কেমন দুঃসহ অস্বস্তি বোধ হইল! কিন্তু হঠাৎ থামিয়া গেলে নিতান্তই পরাজয়ের মূঢ়তা স্বীকার করিতে হয় দেখিয়া মহেন্দ্রনাথ খুব জোরের সহিত আপনাকে ঠিক রাখিয়া নিঃশব্দে কার্য্যে রত স্ত্রীকে আরও গোটাকতক শক্ত কথা শুনাইয়া দিয়া সশব্দে দ্বার ভেজাইয়া বাহির হইয়া গেলেন।

(২)

তাহার পর কয়দিন কাটিয়াছে, মনীষা খুব গম্ভীর হইয়া শয়ন-কক্ষের একটী কোণে বোনা, সেলাই ও পড়া লইয়া অত্যন্ত নিরীহভাবে দিন কাটাইতেছে। নিতান্ত আবশ্যক ব্যতীত কাহারও সহিত বড় একটা কথা কহে না, সংসারের সমস্ত বিষয়ের তত্ত্বাবধান্ পুরাণ ঝিই সব করে, কেবল অতি প্রয়োজনীয় দুই একটা কাজ, যাহা না করিলেই নয়, তাহা যথাসাধ্য সংক্ষেপে মনীষা সারিয়া থাকে।

মহেন্দ্রনাথও বাহিরে বৈঠকখানায় বন্ধুদিগকে লইয়া দাবাবড়ের মধ্যে খুব জমিয়া গিয়াছেন। মনীষার আকস্মিক আবির্ভূত ঔদাসীন্যটা তিনি যেন খুব উপেক্ষার সহিতই এক পাশে ঠেলিয়া রাখিয়া নিজের দিনগুলা প্রচুর স্বচ্ছলতার মধ্য দিয়া নিরুদ্বেগে কাটাইয়া দিবার জন্য অতি মাত্রায় ব্যস্ত। সংসারের ছোট খাট খুঁটিনাটীগুলা

যেন নিতান্তই অগ্রাহ্যের সহিত এড়াইয়া যাওয়াই তাঁহার একমাত্র কাজ! এইরূপ ভাব দেখাইয়া তিনি খুবই স্বতন্ত্র হইয়া দিন কাটাইতেছেন।

কিন্তু এই পরিবর্ত্তনের ঠেলায় দীনু ভুবের দিনগুলা কেমন অসহ্য নিরানন্দে ভরিয়া উঠিয়াছে। সে আজ ছয় মাস মনীষার কাছে রহিয়াছে, কই কেহত একদিনের জন্য —এক মুহূর্ত্তের জন্য তাহার স্বাধীন আনন্দে হস্তক্ষেপ করে নাই! তবে একি হইল? কার অভিশাপে এ দুর্দ্দৈব ঘটিল? আগে ত সে কত দুষ্টামী করিয়া বিনা দণ্ডে পরিত্রাণ পাইয়াছে, মনীষার আদেশে কাহারও কিছু ফরমাস খাটীতে গিয়া যখন সে পথে লাট্টু ও মার্ব্বেল খেলিয়া, প্রচুর বিলম্ব করিয়া বাড়ী ফিরিয়াছে এবং তিরস্কারোদ্যতা মনীষাকে যখন কল্পিত কৈফিয়ৎ বাৎলাইতে গিয়া হাসাইয়া দিয়াছে, কই তখন ত কেহ তাহাকে কিছুই বলে নাই। তবে এখন অকারণ কেন এমন অবস্থান্তর ঘটিল? এই যে সে বিনা প্রয়োজনে সমস্ত দিনটা হেথা হোথা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে,—তা দিনান্তে মনীষা একবার ডাকিয়া সুধাইতেও ভুলিয়া গিয়াছেন,

একি কম আক্ষেপ? অভিমানে সময় সময় তাহার চক্ষু ছাপাইয়া জল আসিত, না, সে এত বরদাস্ত করিতে পারে না, মাইজীর এ নীরব গাম্ভীর্য্য—সমস্ত বিশ্বছন্দটাকে যেন বেসুর করিয়া তুলিয়াছে, সে কি করিয়া সামলাইয়া থাকে বলুন তো!

সেদিন মিশরাইন (মিশ্রাণী) ঠাকুরাণীর প্রাঙ্গণের টগর-গাছটীতে প্রচুর পরিমাণে টগর ফুটিয়াছে দেখিয়া তাহার মাথায় একটা চমৎকার মতলব গজাইল! সে মিশরাইনের ছোট মেয়েটীকে কতকগুলো সিগারেটের ছবি ঘুস দিয়া গাছ উজাড় করিয়া ফুলগুলি তুলিল। তারপর কলা-বাসনার সূতা সংগ্রহ করিয়া অত্যন্ত মনোযোগের সহিত, বহুক্ষণব্যাপী ধৈর্য্য সহকারে এক ছড়া মালা গাঁথিল, এবং তাহার মাঝখানে একটী সদ্য প্রস্ফুটিত টকটকে রাঙা জবা ফুলের থুপী ঝুলাইয়া অত্যন্ত খুসী হইয়া গর্ব্বভরে সেটাকে বারম্বার ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিয়া, অবশেষে সাহসে ভর করিয়া আসিয়া মনীষার ঘরে ঢুকিল।

মনীষা তখন জানালার কাছে বসিয়া ছাঁটা ফুলের

আসন ছাঁটিতেছিল, পদশব্দে মুখ তুলিয়া চাহিল, দীনুকে দেখিয়া তখনই দৃষ্টি নাবাইয়া আবার হাতের কাঁচির দিকে মন দিল। মনে মনে রাগিয়া ভাবিল,—ইহারা সবাই ক্ষেপিয়াছে এবং তাহাকেও ক্ষেপাইয়া তুলিবার যোগাড় করিতেছে,—না' সে আর কাহাকেও প্রশ্রয় দিবে না। বিশ্বের সহিত তাহার সম্পর্ক কি ?

মনীষার উদাসীন দৃষ্টি দেখিয়া নিমেষে দীনুর সকল উৎসাহ নিভিয়া গেল ; মনীষার নিকট পর্য্যন্ত অগ্রসর হইবার তাহার আর ভরসা হইল না। একটু ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে টেবিলের ফুলদান হইতে শুষ্ক ফুলগুলা ঝাড়িয়া ফেলিয়া তাহাতেই মালাটী সুবিন্যস্ত করিয়া ধবধবে ফুলগুলির মাঝখানে পদ্মরাগ মণির মত লাল জবাটা পরিপাটীরূপে সাজাইল।

তথাপি মনীষা কোন কথা কহিল না দেখিয়া ক্ষুণ্ণমনে সিগারেটের খালি বাক্স খুঁজিবার ছলে এদিক ওদিক ঘুরিয়া দীনু মনীষার নিকটে আসিয়া, মাটির উপর দুহাতে ভর দিয়া জানু পাতিয়া বসিল, এবং কষ্ট-বিকসিত হাসি-মুখে একটু 'হর্‌দি' পশম প্রার্থনা করিল।

থিয়েটার দেখা

মনীষা পশমের বাক্স হইতে একটা ছোটগুলি তুলিয়া মেঝয় ফেলিয়া দিয়া বলিল "নিয়ে যা"—

দীনু তৎক্ষণাৎ সেটী কুড়াইয়া লইল, কিন্তু যাইবার কোন লক্ষণ না দেখাইয়া উল্টা চাপিয়া বসিল, এবং আপন মনেই মনীষাকে ধীরে ধীরে শুনাইয়া দিল যে, শিবু কুম্মির ছোট ছেলেটী, নীলমনিয়া (নিউমোনিয়া) বেমারে মর মর হইয়াছে, ডাক্তার দেখাইতে আজ হাঁস্‌পাতালে লইয়া গিয়াছে, পাড়ার সকল লোকেরা বলিতেছে আর বাঁচিবে না।—

মুহূর্ত্তমধ্যে মনীষা অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল! সে কি রাজ্যের যত ব্যাজ্‌লা লোকের সংবাদ বহিয়া আনিবার জন্য এই ছোড়াটাকে বাহাল করিয়াছে? না তাকে বিদ্রোহীতায় মাতাইবার জন্য ইহাকে মন্ত্র পড়িতে ডাকিয়াছে, সে মুন্সেফের স্ত্রী, মুন্সেফ-পত্নীর মতই—সাধারণের নিকট হইতে সুদূরে পৃথক্ থাকিবে, না হইলে তাহার নিজের সম্ভ্রম যত থাক না থাক, আর পাঁচজন শুভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির যে ভয়ানক অপমান করা হইবে! অতএব—মনীষা আরক্তমুখে বলিল "তা হয়েছে হয়েছে, আমি কি করব?

থিয়েটার দেখা

আমি কি পীর না পয়গম্বর যে, হুকুমে রোগ আরাম কর্‌ব ?......।

দীনু স্তব্ধনয়নে অবাক্‌ হইয়া চাহিয়া রহিল ? মাইজীকে এমন কথা শিখাইল কে ?......

অপ্রস্তুত বালক খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া তারপর ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল ! মনীষা তখন কাঁচি ও কার্পেট ফেলিয়া দুই হাতে কপাল চাপিয়া একখানা বই পড়িবার চেষ্টা করিতেছিল।

(৩)

উজ্জ্বল ফিকে ফিকে রাঙা মেঘে আকাশের চারিদিক রাঙিয়া উঠিয়াছে। ঈশান কোণে একখানা কাল মেঘ উঠিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল। চারিদিকের গাছপালাগুলা সব স্তব্ধ ভাবে আঁকা ছবির মত স্থির হইয়া আছে, গোটাকতক আহারলুব্ধ পক্ষী কেবল চঞ্চল ভাবে আকাশের কোলে ঘুরিতেছিল।

মহেন্দ্রনাথ কোথায় বাহির হইয়া গিয়াছেন। মনীষা একা দ্বিতলের বারাণ্ডায় অন্যমনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহার এই কর্ম্মহীন সন্ধ্যা সকালগুলো যেন দিনে দিনে অত্যন্ত অস্বস্তিতে ভরিয়া উঠিয়াছে। মনটা কেবলই বাঁধন

থিয়েটার দেখা

ছিঁড়িয়া কোন একটা নিরুদ্দেশের উদ্দেশ্যে ছুটিবার জন্য সময় সময় বড়ই অধীর হইয়া উঠে। তাহার দিন রাত যেন আর কাটে না, বিশেষতঃ ঐ বৈকালবেলা!—সমস্ত কাজ কর্ম্ম সারা হইলে প্রাণটা কেবলই হু হু করিয়া উঠে—তাইত! এবার কি করি!

তাহার কাজ নাই, ক্লান্তি নাই, স্ফূর্ত্তি নাই. আছে শুধু চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়া একটা গুরুভার অবসাদ; প্রতি মুহূর্ত্ত সে যে কি অস্বস্থতায় কাটাইতেছে, তাহা বলিবার নহে,—কিন্তু আর এ রকমে সময় কাটে না।

ঈশান কোণের মেঘখানা ক্রমশঃ ঘোরাল হইয়া চারিদিকের আকাশের সমস্ত বর্ণ-বৈচিত্র্যের উপর একটা নিষ্ঠুর কাল যবনিকা টানিয়া দিল। আসন্ন বর্ষণোন্মুখ সজল বায়ু বহিতে আরম্ভ হইল, জল নামে বুঝি!

মনীষা আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া শেষে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিল। আহা তিন বৎসর পূর্ব্বে এমনি একটা মেঘাচ্ছন্ন বর্ষণশীল সন্ধ্যার সময় তাহার কিশোর জীবনের সেই একমাত্র স্নেহের পুতুলটী কোন একটা অনির্দ্দিষ্ট রাজ্যে চলিয়া গিয়াছে!—ঠিক সে আজ তিন বৎসর!

মনীষার দুই চক্ষু দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল, আজ কোথায়—আজ কোথায় তাহার সেই স্বর্গ পারিজাত সোণার শিশু?—আজ তিন বৎসর সে যে মার বুক খালি করিয়া কোথায় লুকাইয়াছে।—সে কেন তাহাকে এত শাস্তি দিয়াছে,—এক বৎসরের জন্য মার কোলে আসিয়া,—সমস্ত জীবনব্যাপী ক্ষোভে মার বুক ভরিয়া দিয়া সে কোথায় চলিয়া গিয়াছে গো?—মনীষা প্রাণ ভরিয়া তাহার যত্ন করিতে পারে নাই, শুশ্রূষা করিতে পারে নাই,—চিকিৎসা করাইতে পারে নাই,—বাছা যে দৈন্যের পীড়নে বড় অনাদৃত ভাবেই ভুগিয়া ভুগিয়া চলিয়া গিয়াছে, সে বেদনা যে মরিলেও যাইবে না!—মনীষা আর দাঁড়াইতে পারিল না, ঘরে ঢুকিয়া মেঝেয় লুটাইয়া পড়িয়া মুখে আঁচল চাপা দিয়া কাঁদিতে লাগিল। (সে সহজে কাঁদে না, কাঁদিতেও পারে না—তাহার বড় ভয় পাছে তাহার কান্না দেখিয়া আর কেহ কাঁদিয়া ফেলে। আজ চারিদিক নির্জ্জন, কেউ কোথাও নাই, তাই সে প্রাণ খুলিয়া আজ প্রাণের বোঝা নামাইতেছে।)

বাহিরে সজোর হাওয়ার সহিত সবেগে বৃষ্টি আরম্ভ

হইল, ঝড়ের গর্জ্জন ক্রমশঃ বেশী হওয়ায় বৃষ্টির বেগ ক্রমেই হ্রাস পাইল, ঘন ঘন বিদ্যুৎ হানিতেছিল, মাঝে মাঝে কড়্ কড়্ শব্দে বজ্রধ্বনি হইতেছিল। দেখিতে দেখিতে বৃষ্টি একেবারে থামিয়া গেল, আর ক্রুদ্ধ দানবের মত বিকটতাণ্ডবে লাফালাফি করিয়া—চারিদিক কাঁপাইয়া গোঁ—গোঁ—শব্দে ঝড় বহিতে লাগিল।

মনীষার বুকের ভিতর আজ শোকের তুফান উথলিয়া উঠিয়াছে। পুত্রের ক্ষুদ্র জীবনীর সমস্ত স্মৃতিটুকু আজ একযোগে তাহার নিভৃত বেদনা-মণ্ডিত হৃদয়টা মুহুর্মুহু আঘাতে আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছে,—পুত্রের মৃত্যুর দিনের ভয়াবহ স্মৃতিটা যতই দুঃসহ হউক, কিন্তু তাহার চেয়েও তীব্র জ্বালাদায়ক স্মৃতি যে সেই রোগে জীর্ণ ক্ষুদ্র জীবনের প্রত্যেক দিনগুলার প্রত্যেক অভাবের মুখে—দুর্ব্বিসহ দারিদ্র্য-লাঞ্ছনা!—পয়সার অভাবে,—নিজেদের শিক্ষার অভাবে—ছোট শিশুর ছোট সেবায় কত বৃহৎ হইতেও বৃহত্তম, অমার্জ্জনীয় ত্রুটি ঘটিয়াছে! ওঃ নিরুপায় ক্ষোভে বুক যে ফাটিয়া যায়? বৃদ্ধা শাশুড়ী, তাহার পুত্রের মৃত্যুর পর যখন আছাড় খাইয়া কাঁদিয়াছিলেন

"তুই কেন গেলিরে মাণিক"—তখন মনীষা তাইত শুধু ক্ষুব্ধ বেদনায় আক্ষেপ করিয়াছিল "তুই যে বড় দুঃখ পেয়ে গেলি বাবা!"—তাহার দুঃখ শুধু ঐ টুকু, অবোধ জীব বড় দুঃখ পাইয়া গেল। নিজের কথা ভাবিয়া—কেন গিয়াছে বলিয়া—সে একবারও শোক অনুভব করে নাই—নিজেদের অপরাধের জন্যই সে শুধু সন্তপ্ত হইয়াছিল।

পৈতৃক সম্পত্তি যা কিছু ছিল তাহা ঘুচাইয়া এবং মনীষার গহনা কয়খানি বন্ধক দিয়া অতি কষ্টে খরচ জুটাইয়া স্বামী আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তখন সবে জেলাকোর্টে ঢুকিয়াছেন। কাজেই তখন ঘরের কড়ি ভাঙ্গিয়া কষ্টে স্বষ্টে দিন কাটান হইতেছে, পল্লীগ্রামের অস্বাস্থ্যকর জলবায়ুর দোষেই হোক, আর পচা পুকুরের জল মিশান গাই দুধ খাইয়াই হোক, আট মাস বয়সেই শিশু—যকৃতের পীড়ায় আক্রান্ত হইল। মামুলী প্রথামত প্রথমতঃ জলপড়া, তেলপড়া, পরে পাঁচু, গোপাল ও পঞ্চাননের চেলাগণের চিকিৎসা চলিল, শিশু দিন দিন জীর্ণ হইতে লাগিল, কোন ঔষধই ধরিল না। অবশেষে গ্রামের কবিরাজ আসিলেন, দিনকতক তাঁহার চিকিৎসার

গুণে শিশু ভালই রহিল, তাহার পর আবার যে সেই। পয়সা নাই যে ভাল চিকিৎসক আনান হয়। অনেক চেষ্টা ও চিন্তার পর দেনার উপর দেনা করিয়া সহর হইতে চিকিৎসক আনান হইল, কিন্তু হায়—তখন যে আর চিকিৎসার সময় নাই, পরদিন সন্ধ্যার সময় বালকের মৃত্যু হইল!

সকলে সান্ত্বনা দিল যে চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই। কিন্তু হায়! হায়! সে যে ও কথায় কিছুতেই মনকে আশ্বস্ত করিতে পারে না। আগাগোড়া অনিয়মে ও ত্রুটিতে ক্ষুদ্র জীবনের সমস্ত শক্তিটুকু নিঃশেষিত করিয়া শেষের দিকে সেই টানা হেঁচ্‌ড়ায় আর কি কোন ফল হয়?—সে যেন আরো মর্ম্মান্তিক যাতনা বলিয়াই মনে হয়।

হইতে পারে শিশুর নিয়তি পূর্ণ হইয়াছিল, তাই সে চলিয়া গিয়াছে। যাক, তাহাতে দুঃখ কি, কিন্তু তাহার জন্য যে কর্ত্তব্যগুলো তাহাদের করিবার ছিল, সেগুলো কি তাহারা সব করিতে পারিয়াছিল? না, না, তাতো পারে নাই,—তাহার কিছুই যে পারে নাই গো—সেই টুকুই যে দুঃখ?

থিয়েটার দেখা

আজ তাহার স্বামী উপার্জ্জন করিতেছেন, আজ তাহাদের সমস্ত দৈন্য, সমস্ত অভাব ঘুচিয়াছে, তাইত আজ এ স্বচ্ছলতার মাঝে বসিয়া—আকুলতায় তাহার বক্ষঃস্থল ভরিয়া উঠিতেছে!—সে জোর করিয়া সব ভুলিয়া থাকিতে চায়। পাছে স্বামীর মনে কষ্ট হয় বলিয়া ভয়ে সে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাসও ফেলিতে পারে না, তবু—ওগো তবুও গোপন অন্তঃকরণ হইতে যে সেই অতীত কাহিনীর একটা অক্ষরও মুছিয়া যায় নাই?—তা যে সবই তেমনি উজ্জ্বল অটুট আছে?

হায়! মানুষ, মানুষের কাজের বাহির দিকটা দেখিয়া তাহার 'আঁতে ঘা' বসাইয়া বুক ভাঙ্গিয়া দেয়, সে জানে না ইহার ভিতরটায় কিছু আছে কিনা—কোন্ আবেগের উৎস তাহাকে ঠেলিয়া লইয়া চলিয়াছে সেটা সে বুঝিয়া দেখে না, খুঁজিয়া দেখিতে চাহে না। মানুষ বাহিরের হাত পা গুলা লইয়া কি করিতেছে—সেই টুকুর উপরই শুধু তাহার তীব্র দৃষ্টি! ওগো সে কি করিয়া সকলকে বুঝাইবে যে, অন্তরের কি দুর্ব্বহ নিগূঢ় বেদনাকে সে এই প্রকাশ্য স্থূলতার মাঝে সূক্ষ্ম তৃপ্তিতে সার্থক করিয়া লইতে

চায় ?—সে কোন প্রমাণে দেখাইবে যে, সে যে ঐ দরিদ্র দুঃস্থের সেবার মাঝে নিবিড় ভাবে আপনাকে মিশাইয়া দিতে চায়,—তাহা পশ্চাতের কোন অসহ্য তাড়নায়— সম্মুখের কোন শান্তিময় আশায় ?—

না গো না, পৃথিবীর বুদ্ধিমান্ মানুষ নির্ব্বোধের দুর্ব্বলতার ক্ষমা করিতে পারে না।—ভগবান্ নিজে যখন তাহার বুক খালি করিয়া পুত্রকে কাড়িয়া লইয়াছেন, তখন সে যে পরের পুত্রকে বুকে করিয়া ফাঁকী দিয়া শান্তি ভোগ করিবে, সে ত্রুটি কেহই সহ্য করিবে না!—সে যে নিজের তৃষিত মাতৃত্ব, অতৃপ্ত, বেদনাহত স্নেহরাশি পরের শিরে ঢালিয়া হৃদয়টা হাল্কা করিয়া সুখী হইবে,—সে অমার্জ্জনীয় অপরাধ কেহই ক্ষমা করিবার ক্লেশ স্বীকার পাইবে না। না করুক,—কাহারও উপর তাহার জোর নাই কাহার উপরই বা সে অভিমান করিবে ? যখন নিজের গর্ভজাত সন্তান হইতেও সে বঞ্চিতা, তখন পরের সন্তানের উপর এ তৃষাকুল মমতা মানুষ কেন সহ্য করিবে ?

অকস্মাৎ উচ্ছ্বসিত আবেগে মনীষা মুক্তকণ্ঠে কাঁদিয়া

চীৎকার করিয়া ডাকিল "ওরে আয় বাবা আয়, একবার আয়, আজ তুই নেই বলে সবাই আমার পর,—তুই ছেড়ে গেছিস বলে কেউ আর বিশ্বাস করে আমার হতে চায় না —ওরে তুই একবার আয় বাবা!"

সহসা উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন ডুবাইয়া, বাহিরের ঝড়ের গর্জ্জন ভেদ করিয়া,—ঠিক যেন সেই আকুল আহ্বানের প্রত্যুত্তরের মতই কোথা হইতে কে আর্ত্তকণ্ঠে ডাকিল "মা—মা—মা!"

চকিতে উন্মাদিনীর মত দ্বার ঠেলিয়া মনীষা বারান্দায় আসিল, সত্যইত—ও যে সত্যকার আহ্বানই বটে!—ঐ যে আবার শুনা যাইতেছে মা—মা—।

প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া কতকগুলি নরনারী উদ্দাম ঝঞ্ঝাশব্দ ভেদ করিয়া, কাতরকণ্ঠে তাহাকে ডাকিতেছে,—মা—মা রক্ষে করুন, গরীবদের জীবন বাঁচান!'

ঝড় বৃষ্টিতে ইহাদের ক্ষুদ্র কুটীর দুইখানি পড়িয়া গিয়াছে, ইহাদের দাঁড়াইবার স্থান নাই। দৃষ্টিহীন অসমর্থ জননী ও পরিবারস্থ কয়জন পুরুষ এবং একটী মুমূর্ষু শিশু লইয়া স্বামী স্ত্রী আজ নিরাশ্রয়, এ বর্ষণ হইতে রক্ষা

পাইবার জন্য মাথা গুঁজিয়া দু' দণ্ডের মত দাঁড়াইবার স্থান নাই,—আশ্রয় দাও জননি,—অনাথদের আশ্রয় দাও!

মনীষা বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া রহিল! সে এখনই না সন্তানকে ডাকিতেছিল? এখনই না সে তাহার বুভুক্ষিত সেবাবৃত্তির চরিতার্থতার জন্য অবলম্বন খুঁজিতে-ছিল, একি তাহাই? একি তাহাই? হাঁ তাহাই বটে! —নিশ্চয় তাহাই, তাহার মর্ম্মভেদী আকুলতার উত্তরে উহারাই যে সান্ত্বনার বাণী শুনাইয়াছে, উহারাই যে ডাকিয়াছে মা!

মনীষা ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া নামিয়া গেল, তাহার চক্ষের জল তখন শুকাইয়াছে।

(৪)

তখন রাত্রি অনেক হইয়াছে, জল ঝড় সমস্ত থামিয়া আকাশ বেশ পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে নীল আকাশের কোলে বসিয়া শান্ত স্মিত শশধর উজ্জ্বল জ্যোৎস্নারাশি ঢালিতেছেন। সেদিন শুক্ল পক্ষের দ্বাদশী।

স্থানীয় উৎসাহী বিদ্বান্ ভদ্রলোক ও নিষ্কর্ম্মা যুবকবৃন্দের দ্বারা স্থাপিত "দারিদ্র্য কষ্ট নিবারণী" সভার আজ অধিবেশন ছিল। কোর্টের কয়জন উকিলই সে সভার যথাবিধানে সভাপতি, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ। সুতরাং মুন্সেফ বাবুকেও সেখানে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইতে হইয়াছিল। জল ঝড়ের প্রকোপে সভা যথাসময়ে বসিতে

পারে নাই,—সভ্যগণ সবাই জুটিলে তবে অনেক বিলম্বে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়, এবং একটু রাত্রি করিয়া সভাভঙ্গ হইয়াছে,—কারণ সভার সঙ্গে সত্যকার কার্য্যের সম্পর্ক যতটুকু থাক না থাক,—প্রয়োজনাতিরিক্ত তর্ক বিতর্ক, এবং সভ্যগণের বক্তৃতার কারণ যথেষ্ট পরিমাণে সংগৃহীত হইয়াছিল।

সেই তর্ক বিতর্কের ঘাত প্রতিঘাতে সভ্যগণের সকলের চিত্তই অল্পাধিক পরিমাণে বিচলিত হইয়াছিল! মহেন্দ্রনাথও পথে আসিতে আসিতে সেই কথাই ভাবিতে ছিলেন, এমন সব মনস্বী বিদ্বান্ বুদ্ধিমানগণের উচ্চ উদ্দেশ্যগুলির পরিণাম, কেন এমন বিরক্তিজনক শোচনীয় অবস্থায় রূপান্তরিত হয়, তাঁহাদের উন্নত সঙ্কল্প সাধনের পথে এত বিঘ্নই বা কেন এবং তাহার সিদ্ধির ফলগুলিই বা এত বিকৃত কেন?

এই যে এতক্ষণ ধরিয়া এতগুলি ভদ্রসন্তান এত বাগবিতণ্ডার পর করিলেন কি না আবেদন নিবেদনের করুণ কাতরোক্তিপূর্ণ অনুনয়-লিপি গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশে প্রেরণ মাত্র, আর কিছু নয়!—হাতে কলমে চূড়ান্ত

কার্য্যদক্ষতা দেখাইয়া এবার সবাই নিশ্চিন্ত, আর তাঁহাদের কর্ত্তব্য কিছু নাই! এমন করিলে কি কাহারো কিছু সত্যকার শ্রেয়ঃ আছে? ইহাঁরা পৃথিবীর সমস্ত মালিন্য দুর করিতে চান, কিন্তু শুদ্ধাচারের খাতিরে স্বয়ং কিছু স্পর্শ করিতে নারাজ, দূর হইতে ফুঁ দিয়া ইহাঁরা পর্ব্বত উড়াইতে চান!

বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া তিনি লণ্ঠনবাহক আর্দ্দালীকে বিদায় দিয়া স্বয়ং অগ্রসর হইলেন। সিড়িতে তাঁহার জুতার শব্দ পাইয়া বৈঠকখানার পাশের ঘর হইতে ভৃত্যেরা তাড়াতাড়ি আলোক লইয়া বাহির হইল এবং তাহাদের সঙ্গেই কয়েকজন নীচ শ্রেণীর হিন্দুস্থানী পুরুষ বাহির হইয়া আভূমি-প্রণত-শিরে সমস্বরে ধর্ম্মাবতারের জয় ঘোষণা করিল। মহেন্দ্রনাথ বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইলেন। দু' একটা প্রশ্নের পর সংক্ষেপে ইহাদের বিপদের কথা এবং ইহাদের আশ্রয়দাত্রী 'মা ঠাকুরাণীর' করুণাময় বদান্যতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা আদ্যোপান্ত শুনিয়া তিনি স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলেম। তাঁহারাও না সকলে মিলিয়া এইরূপ আকারের একটা মহৎ কাজের কল্পনায় এতক্ষণ মাথা ঘামাইয়া—সময়

কাটাইয়া আসিলেন ?—চকিতে তাঁহার মনে একটা প্রশ্নের উদয় হইল, এতক্ষণের মধ্যে যথার্থ কাজ করিল কে? বাহিরে গিয়া তিনি—না ঘরে বসিয়া তাঁহার সেই নগণ্যা পত্নী ?

অকস্মাৎ তীব্র-কশাঘাতের মত তাঁহার সে দিনকার সেই হৃদয়হীন রূঢ়তার কথা স্মরণ হইল !—ছিঃ, এই কাজের জন্যই—এই স্ত্রীর সঙ্গে তিনি কি রূঢ় ব্যবহার করিয়াছেন। আজ যদি মনীষার মমতাশ্রয়ে ইহারা স্থান না পাইত—তাহা হইলে এই দুঃস্থ বিপন্নগুলির কি দুর্দ্দশাই হইত ?—

মুহূর্ত্তে নিজের সহিত স্ত্রীর আচরণগুলা মিলাইয়া নিজেকে একটা ভণ্ড বলিয়া তাঁহার স্পষ্ট ধারণা হইল। তাঁহারা পরার্থপরতার মুখস পরিয়া—বাহাবা লইবার জন্যই গরীবের জন্য ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছেন, কিন্তু গরীবের সুখ দুঃখের সঙ্গে তাঁহাদের সত্যকার প্রাণের যোগ কতটুকু আছে ? কিছুই না, তাঁহারা গরীবের প্রাণ বাঁচাইবার অছিলায় নিজেদের নাম কিনিতে চান মাত্র।—ধিক্! আর এই নারী,—কাহারো সাহায্যের অপেক্ষা না রাখিয়া, নিজের ভিতরকার সমস্ত শক্তিটুকু, নিজের প্রভাবে

জাগাইয়া তুলিয়া—এতগুলি প্রাণীর সুখ সুবিধার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া, নিঃশব্দে এত কল্যাণ সাধন করিতেছে তিনি বর্ব্বর, তাই এই কাজ হইতে এমন লোককে থামাইয়া রাখিয়া মান বাঁচাইতে চাহেন ?

মহেন্দ্রনাথের মন অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি তাহাদের সমস্ত মন্তব্য ধৈর্য্য ধরিয়া শুনিতে পারিলেন না, বাধা দিয়া সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমাদের খাওয়া হয়েছে তো ?"

তাহারা সসম্ভ্রমে মাথা নোয়াইয়া উত্তর দিল "আজ্ঞে অন্নপূর্ণার রাজ্যে কেউ উপবাসী থাকে কি ধর্ম্মাবতার ? আমাদের শোবার জায়গা অবধি হয়ে গেছে, শুধু আপনার জন্যে আমরা............।"

তাহাদের শয়নের আদেশ করিয়া মহেন্দ্রনাথ দ্রুতপদে উপরে চলিলেন, ভৃত্য আলো লইয়া অনুগামী হইতেছিল, তিনি হস্তেঙ্গিতে বারণ করিলেন, "আজ চাঁদের আলো আছে ! সিঁড়ি দেখা যাইবে।"

উপরে আসিয়া দ্বার ঠেলিয়া তিনি কক্ষে ঢুকিলেন, আনন্দ-ফুল্ল-মুখে উৎসাহিত-কণ্ঠে অনর্গল বকিতে বকিতে

দীনুয়া পরম আরামে মেঝেয় গড়াগড়ি দিতেছে, আর সন্ত-ধৌত বস্ত্র পরিয়া, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বেশে এক হিন্দুস্থানী রমণী বাতাস দিয়া কড়াহয়ের আগুনের ছাই উড়াইতেছে, আর তাহার ওধারে বসিয়া—স্নেহাপ্লুত বদনে ক্রোড়স্থ শিশুকে দুগ্ধপান করাইতেছে, ও কে—মনীষা স্বয়ং!

মহেন্দ্রনাথের বুকে ধক্ করিয়া একটা ঘা লাগিল, মনীষার এ মনোহারিণী মূর্ত্তি তিনি যে আজ তিন বৎসর দেখেন নাই, আজ তিন বৎসর সে যে পুত্রহারা, উচ্ছৃঙ্খলা, আত্ম বিস্মৃতা, যেন কেমন এক রকমের মানুষ হইয়া আছে,—আজ এত দিনের পর কোন শক্তিশালী প্রাণ,—তাহার সে লুপ্তগৌরব লাবণ্য উদ্ধার করিয়া আনিয়া—তাহাকে আবার ঐ সংহত সুন্দর নারীত্বে—ঐ স্মিতোজ্জল মাতৃত্বে মণ্ডিত করিয়া তুলিল? কে সে পরাক্রমশালী মহাশূর?

মহেন্দ্রনাথের হৃদয়ের মধ্যে কি এক অদ্ভুত বিচিত্র-রঞ্জিত শক্তিস্পর্শে অকস্মাৎ রুদ্ধ নির্ঝর খুলিয়া অপার্থিব শান্তির উৎস ছুটিল, তাঁহার মর্ম্মের মধ্যে শুধু একটী উচ্ছ্বাস ধ্বনিত হইল—ধন্য ভগবান্!

মহেন্দ্রনাথকে দেখিবামাত্র দীনুয়ার মুখরিত চাঞ্চল্য

চকিতে অন্তর্হিত হইল, সেই শিশুর জননী হিন্দুস্থানী রমণী ত্রস্তে পাখা ফেলিয়া সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল, আর মনীষা মাথায় কাপড় তুলিয়া রুগ্ন শিশুকে বুকে করিয়া তাড়াতাড়ি উঠিতে উদ্যত হইল।

মহেন্দ্রনাথ প্রীতি-উদ্বেলিত কণ্ঠে বলিলেন "থাক থাক মনীষা ঐখানেই থাক, উঠো না—তোমার ও মূর্ত্তি যে এত সুন্দর, হৃদয়গ্রাহী তা আমি জানতাম না। না বুঝে অন্যায় ভাবে তোমার মনে কষ্ট দিয়েছি ক্ষমা করো!"

মনীষা শুধু একবার কৃতজ্ঞ কোমল দৃষ্টিতে স্বামীর মুখপানে চাহিল, তারপর শান্তস্বরে বলিল "এস"।

আদেশ পালন

প্রতিবেশীরা সকলেই স্বীকার করিত যে ভাইলালজী রূপে গুণে এবং বুদ্ধিমত্তায় গ্রামস্থ যুবকবৃন্দের অগ্রগণ্য ব্যক্তি। প্রশংসার ব্যাপকতা ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিল এবং অল্পদিনের মধ্যেই গ্রামের মাতব্বর, সম্পদশালী বৃদ্ধ পঞ্চায়তের সুনজরে পড়ায়, চারিদিক হইতে ভাইলালের সম্ভ্রম ও সম্মান অত্যন্ত বাড়িয়া গেল। পঞ্চায়তের পরামর্শে মন্ত্রী, এবং কার্য্যে দক্ষিণ হস্ত বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়া ভাইলাল দশজনের একজন হইয়া দাঁড়াইল!

মানবের ভাগ্য-গগনে সৌভাগ্যের সূর্য্য যখন পূর্ণতেজে জ্বলিয়া উঠে তখন মানুষের বড় ভয়ঙ্কর সময়, কারণ তাহার

তেজে কেহ বা উজ্জ্বল জ্যোতিষ্মান হইয়া উঠে, কেহ বা ঝল্সাইয়া পুড়িয়া মরে; কিন্তু দুই অবস্থার যেটাই আসুক, কোনোটাই নিস্তরঙ্গ চাঞ্চল্যহীন নয়, দুই-ই প্রখর উদ্দামতা-পূর্ণ! অনভিজ্ঞতার অপযশে চিত্তদাহ যতই তীব্র হউক, মানুষ তাহা সামলাইতে পারে; কিন্তু অভিজ্ঞতার সুযশে অনেক সময় শান্তপ্রকৃতি লোকের মস্তিষ্ক সাংঘাতিক রকম বিচলিত হয়, এবং তাহার পরিণামও বিশেষ সুবিধাজনক বলিয়া বিবেচিত হয় না।

গ্রামের মধ্যবিত্ত গৃহস্থ প্রভু রাওয়ের কন্যার সহিত ভাইলালের বিবাহের সমস্তই পাকাপাকি ঠিক্‌ঠাক্, এমন কি বিবাহের দিন পর্য্যন্ত স্থির হইয়া গিয়াছিল, এমন সময় সকলে একদিন হঠাৎ শুনিল যে, বিবাহ হইবে না!

"কেন?"—এই কেন, প্রশ্নটার সদুত্তর অনেক সময় ঠিকরূপে ব্যক্ত হয় না;—বিকৃত মূর্ত্তিতে রূপান্তরিত হইতেও দেখা যায়। পাড়ার লোকেরা অনেক মাথা ঘামাইয়া বিস্তর দুশ্চিন্তার পর্ স্থির করিল "বরের কন্যা পছন্দ নহে", এবং মেয়ে-মহলে জনান্তিকের মধ্য দিয়া একটা গোপন রহস্য প্রচার হইয়া গেল যে……।

থিয়েটার দেখা

কেবল পাড়ার বৃদ্ধ বহ্লেজী বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলেন যে কোনো কারণ না থাকা সত্ত্বেও ভাইলাল বিবাহ করিতে নারাজ। শুধু প্রভু রাওয়ের কন্যা বলিয়া নহে, সে কাহাকেও বিবাহ করিবে না। এবং ইহার প্রতিবাদে সে আত্মীয় বন্ধু সকলেরই যুক্তি-তর্কের উত্তরে শুধু নিঃশব্দে মাথা নাড়িয়াছে, বিবাহ সে করিবে না, কিছুতেই না——!

আশাভঙ্গে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত প্রভু রাও বয়স্থা কন্যাটির সদ্গতির জন্য, আবার নূতন করিয়া পাত্রের সন্ধানে মনোনিবেশ করিলেন! কিন্তু পাত্র মেলা যে দুর্ঘট।

বিশেষতঃ কনকাঙ্গ মেয়েটি নিতান্ত ছোট নহে; বাল্য-বিবাহ-প্রচলিত মহারাষ্ট্র সমাজের নিয়মানুসারে ধরিতে গেলে তাহার বিবাহের বয়স উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। ভাইলালের ভরসায় তাহার পিতা মাতা এ পর্য্যন্ত পরম নিশ্চিন্ত ছিলেন, এমন সময় ভাইলাল হঠাৎ বাঁকিয়া বসায়, একটা মস্ত গোলযোগ বাধিয়া গেল। সকলের কাছেই ব্যাপারটা কুহেলিকাচ্ছন্ন নিগূঢ় রহস্য বলিয়া প্রতীয়মান হইল। এ বড় আশ্চর্য্য!

থিয়েটার দেখা

শৈশব হইতে একই জল-বায়ুর ভিতর দিয়া উভয়ের জীবন গঠিত বলিয়া,—প্রভু রাওয়ের হিতৈষীবর্গ ভাইলালকে খুব বেশী রকম চাপাচাপি করিতেও ছাড়িলেন না, কিন্তু ফল কিছুমাত্র সন্তোষজনক হইল না। লোকটা সমস্ত অনুরোধ উপরোধ অগ্রাহ্য করিয়া সমানে তাজা রহিল। হিতৈষীরা হাল ছাড়িলেন, বিজ্ঞের দল মাথা নাড়িয়া বলিলেন,—"কিছু বোঝা যাচ্ছে না।——"

(২)

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে।

ভুঁইয়াদের পাথরের বাঁধা ঘাটে পৈঁঠার উপর কতকগুলা ভিজা কাপড় স্তূপীকৃত করিয়া রাখিয়া, জলের ভিতর গলা পর্য্যন্ত ডুবাইয়া কনক অন্যমনস্কভাবে, হাত পা রগড়াইতেছে, সন্ধ্যা সমাগমের বহু পূর্ব্বেই ঘাটের যাত্রীরা আপন আপন কর্ম্ম সারিয়া চলিয়া গেল। নির্জ্জন ঘাটে একা রহিল কনক!

অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল, কনকের তবুও উঠিবার তাড়া নাই। সারাদিনের গ্রীষ্ম গুমোটের পর এখন সদয় হইয়া সন্ধ্যা সমীরণ মৃদু হিল্লোলে মধুরভাবে নাচিয়া নাচিয়া

বেড়াইতেছে। সেই সুখময় স্নিগ্ধ স্পর্শে বালিকার প্রাণের অতীতের কত ঘুমন্ত স্মৃতিকে জাগাইয়া, কত পুরাতন—দূরস্থকে নূতন—নিকটস্থ করিয়া আনিতেছে, কতদিনের কত অস্পষ্ট চিত্র উজ্জ্বল বর্ণে রঞ্জিত করিয়া মনের চোখের সামনে আনিয়া ধরিতেছে, তাহার ঠিকানা নাই! মৃদুমন্দ ফুরফুরে হাওয়াসারা প্রাণটাকে কেমন এক অজ্ঞাত মত্ততায় বিহ্বল করিয়া তুলিয়াছে! কনক অন্যমনস্ক—বড় অন্যমনস্ক।

আহা কতদিনের কত হর্ষ-পুলক-ভরা মধুময় স্মৃতি সৌরভ-জড়িত ভুঁইয়াদের এই বাগান, এই পাথর-বাঁধা ঘাট, কত নিস্তব্ধ নির্জ্জন দ্বিপ্রহরে এই তরুচ্ছায়াচ্ছন্ন ঘাটে বসিয়া ভাইলাল তাহার সাধের বাঁশীটিতে মধুর তান ধরিয়া, সুর-লহরীর কম্পন ক্রীড়নে, পাড়ার ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের কত বিমোহিত করিয়া তুলিয়াছে। দিগন্ত-বিস্তৃত ঐ প্রান্তরে, কৌমুদী-কিরণ-প্লাবিত কত মধুর যামিনীতে সুকণ্ঠ ভাইলাল চিত্তদ্রবকারী সঙ্গীতে, নিপুণ সুর-ঝঙ্কার তুলিয়া শৈশব সঙ্গীদের কোমল মস্তিষ্কে কতদিন কত নব নব আবেশের সঞ্চার করিয়াছে! কত অন্ধকার

থিয়েটার দেখা

রাত্রে 'পুলাঙ্গ' তৈলের দীপোজ্জ্বল কক্ষে, গায়ে গায়ে ঘেঁসাঘেঁসি ভাবে উপবিষ্ট গল্পশ্রবণোৎসুক পাড়ার ছেলের দলকে, ভাইলাল কত ঝড় বৃষ্টি বজ্রঝঞ্ঝনা-মুখরিত কত বিদ্যুৎ-চমকিত ঘটনা-বৈচিত্র্য রঞ্জিত কাহিনীর,—কত দৈত্য, দানা, ভূত-প্রেত-সমাচ্ছন্ন আখ্যায়িকার অদ্ভুত আজগুবী বর্ণনা-চাতুর্য্যে ভয় বিস্ময় ও আনন্দ উত্তেজনায় মাতাইয়া তুলিয়াছে ; আজ এখন আর কে তাহার হিসাব দিতে পারে ? সেই একদিন গিয়াছে,—আর এই একদিন চলিতেছে।

মানুষের নির্দ্দয়তার বহরের সহিত আকাশের অসীমতার পরিমাণ করিবার জন্যই বোধ হয় কনক আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া ভাবিতেছিল। অতীতকে আজ যেন অদৃষ্টের একটা বজ্ররূঢ় পরিহাস বলিয়া মনে হইল! কনকের সারা বুকটা আলোড়িত করিয়া একটা মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস অন্তরের গোপন গুহা হইতে আর্ত্তনাদ করিয়া বাহির হইয়া অলক্ষ্যে বায়ু-স্তরে মিলাইয়া গেল।

সন্ধ্যার আঁধার যখন খুব ঘনাইয়া আসিল তখন কনকের চমক ভাঙিল, তাড়াতাড়ি উঠিয়া, ললিত লাবণ্য সুন্দর

থিয়েটার দেখা

যৌবন-বিজলী মণ্ডিত মনোহর, ক্ষীণ তনুলতায় সিক্ত বস্ত্র নিংড়াইয়া জড়াইল। পৈঁঠার উপরকার কাপড়গুলায় অঞ্জলি অঞ্জলি জল সিঞ্চন করিয়া, সেগুলা আবার জলে ডুবাইয়া নিংড়াইয়া কাঁধে ফেলিল ; তারপর কঠিন পাষাণের উপর জলসিক্ত চরণের কোমল কমনীয় রেখা অঙ্কিত করিয়া, সোপান বাহিয়া উপরে উঠিল।

ঘাটের উপর লতামণ্ডপ। লতামণ্ডপের বাহিরে, রাস্তার ওধারে একটা গাছের গুঁড়িতে ডান পা তুলিয়া, এক ব্যক্তি বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইয়া শিস্ দিতেছিল, বোধ হয় তাহার ঘাটে নামিবার প্রয়োজন আছে, স্ত্রীলোক ছিল বলিয়া এতক্ষণ নামিতে পারে নাই, এখানে অপেক্ষা করিতেছে।

বারম্বার চরণক্ষেপে আহত, সিক্ত বস্ত্রের শব্দ-সংঘাতে আকর্ষিতচিত্ত লোকটি ফিরিয়া তাকাইল। চকিতে দৃষ্টি-বিনিময়ে, বিদ্যুৎপৃষ্টের ন্যায় চমকিয়া কনক দাঁড়াইল। উভয়েই স্তব্ধ বিস্মিত !

লোকটি ভাইলাল্।

চকিতে কাঁধের উপর হইতে ভিজা কাপড়গুলা টানিয়া

থিয়েটার দেখা

থর-কম্পিত বুকের কাছে প্রাণপণে গুটাইয়া ধরিয়া, লতা-মণ্ডপের পাশে ভর দিয়া—একটু হেলিয়া কনক দাঁড়াইল! কি সুন্দর মৃদু বঙ্কিম ভঙ্গী! সৌন্দর্য্য মুগ্ধ লালসালুব্ধ ভাইলাল বিস্ফারিত-নয়নে সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোকের নীচে চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল! উদ্দাম আকাঙ্ক্ষার প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা বায়ু নিমেষে তাহার চিত্ত সাগরে তাণ্ডব নৃত্য জুড়িয়া দিল!

"ভাইলাল, তুমি! ক্ষমা কর, তোমায় একটি কথা বলিবার ইচ্ছা আছে, দেখা পাইনি এদ্দিন, তাই বলতে পারিনি, আজ এখন—" একটু ইতস্ততঃ করিয়া ধীরভাবে কনক বলিল, "বলব কি ভাইলাল আজ?"

একটা অব্যক্ত বেদনা ভাইলালের হৃদয়টা মর্ম্মন্তুদ নিষ্পেশণে নিঃশব্দে গুঁড়াইয়া ফেলিল! ব্যথাবিহ্বল ভাইলাল একটি কথাও বলিতে পারিল না! স্তব্ধ ভাবে রহিল! তাহাকে নীরব দেখিয়া ঈষৎ আহত ভাবে কনক বলিয়া উঠিল, "তুমি অন্য কিছু ভেবো না, আমি অন্য সম্বন্ধে তোমায় কিছু অনুরোধ করিতে আসিনি, আমি তোমার জন্যেই তোমায় কিছু বলতে চাই—"

কুণ্ঠিত মূঢ় ভাইলাল ক্লিষ্টস্বরে বলিল, "কি ?"—বেশী বলিতে পারিল না।

নম্রকোমলকণ্ঠে কনক ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল—"জানি, এ কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করার চেয়ে না করাই ভাল, তবু জিজ্ঞাসা কর্‌চি ভাইলাল, মার্জ্জনা কর, সত্যি করে বল ভাইলাল—" কনকের কণ্ঠ শুকাইয়া আসিয়াছিল, সে থামিল! আরক্তমুখে একবার রক্তকিরণাভামণ্ডিত অস্তগামী সূর্য্যের লুপ্তপ্রায় শেষ রশ্মিটুকুর পানে চাহিল! তখনো দিক্‌ চক্রবালের ক্ষীণ উজ্জ্বলতাটুকু সন্ধ্যা রাক্ষসীর গাঢ় মলিনতার মাঝে ঢাকিয়া ফেলিতে, একটু—অতি সামান্য একটু দেরী আছে। কনক কণ্ঠ পরিস্কার করিয়া নতদৃষ্টিতে বলিল,—"সত্যি করে বল ভাইলাল, তোমার চরিত্র—"

আতঙ্কশঙ্কিত ভাইলাল জোর করিয়া বিদ্রূপের হাসি টানিয়া, অর্দ্ধসমাপ্ত কথাটা অসম্পূর্ণ রাখিবার জন্য তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল,—"পাগল কনু পাগল!—তুমি কার কাছে ওসব গুলিখোরী গল্প শুনেছ ?"

তীব্র-তেজ-বর্ষী স্থির দৃষ্টি ভাইলালের চোখের উপর

ন্যস্ত করিয়া, ধীরস্বরে কনক বলিল,—"কারু কথা বিশ্বাস করি নে ভাইলাল, শুনি মাত্র সংসারে তোমার ওপর,—শুধু তোমার ওপর আমার অটল বিশ্বাস। তাই তোমায় জিজ্ঞাসা কচ্ছি, তুমিই বল—সত্যি বল ভাইলাল যা শুনি তা সবই কি মিথ্যে?

সে জ্বালাময় দৃষ্টির সাম্‌নে ভাইলাল যেন ঝলসাইয়া পুড়িয়া মারিল, তাহার শ্বাসরোধের উপক্রম হইল, বিবর্ণ- মুখে হৃতবাক্‌ হতবুদ্ধির মত সে নতশিরে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার চক্ষু তুলিবার সাহস হইল না!

তাহাকে নীরব দেখিয়া গম্ভীর ক্ষুব্ধস্বরে কনক বলিয়া উঠিল,—"আমি তোমার কেউ নই ভাইলাল, তোমায় কোনো কথা বলবার অধিকার আমি জগতের কাছে পাই নি, কিন্তু তবু ভাইলাল, আমি, তোমার চিরমঙ্গল-প্রার্থিনী শৈশবসঙ্গিনী, তাই আজ তোমারই অন্যায়ের জন্য তোমায় সতর্ক কর্‌তে এসেছি; এতে হয় তো আমি নিজের সীমা লঙ্ঘন করে চলেছি, কিন্তু সেও তোমার কাছে,—তুমি. আমার সে ত্রুটী ক্ষমা করো ভাইলাল,

ভাল হোক মন্দ হোক, আমি সত্যটা জান্‌তে চাই।”

কনক একটু থামিয়া আবার বলিতে লাগিল,—“উপেক্ষার নির্ম্মম কশাঘাত অগ্রাহ্য করে, অপমানের পশরা মাথায় বয়ে নির্লজ্জা আমি. তোমার কাছে আজ অনেক দিনের পর সেই পুরোণো কনক হয়ে দাঁড়িয়েছি; বড় মর্ম্মাহত হয়েই এসেছি, এ যদি তোমার মঙ্গল উন্নতির সংবাদ হোত, তা হলে সন্তুষ্টচিত্তে, চিরদিনের জন্য তোমার দৃষ্টির সীমানার বাইরে-ই থাকতুম, আর জীবনে ফিরেও তাকাতুম না!—”

মুহূর্ত্তে দুটি হৃদয়ের শান্ত ধমনীতে, বহ্নিময় মহাবজ্র বিস্ফুরিত হইয়া প্রলয়ের করাল দুন্দুভি বাজাইয়া তুলিল! বহির্জগত আতঙ্কে আড়ষ্ট!

কিয়ৎক্ষণ পরে একটু সামলাইয়া আকস্মিক উত্তেজনা সবলে সংহত করিয়া, ধীরে ধীরে—অতি ধীরে কনক আবার বলিল,—“তুমি অন্ধ, তাই বুঝছ না ভাইলাল, কিন্তু এর পরিণাম বড় ভয়ানক হবে, এখনো ফেরো ভাইলাল, এখনো ফেরো, আমার কথা রাখ্‌তে চেষ্টা কোরো, লক্ষ্মীছাড়া

নেশায় আত্মহারা হয়ে, নিজের সর্ব্বনাশ—সেই নির্ব্বোধ বিধবার সর্ব্বনাশ কোরো না,—"

"কে সে ?" কলঙ্কপঙ্কিল, জীবনের দীপ্তসত্যের গ্লানি, বুঝি মৃত্যুভীতির অপেক্ষাও বেশী যন্ত্রণাদায়ক, বেশী বিভীষিকাময় ! তাই মৃত্যুর মুখেও মরিয়া হইয়া ভাইলাল মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল, অন্তিম শক্তিতে বলিল, "কার কথা বল্‌ছ, কে সে ?"

ঘৃণার স্বরে কনক বলিল—"কে সে ! প্রবঞ্চক তুমি, জান না, কে সে ? তোমাদের পঞ্চায়েতের বিধবা যুবতী কন্যা !"

ত্রাসব্যাকুল ভাইলাল বলিয়া উঠিল,—"মিথ্যা মিথ্যা মিথ্যা, এ সব যে বলেছে সে মিথ্যাবাদী !"

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কনক ভাইলালের মুখের দিকে দুই মুহূর্ত্ত তাকাইয়া রহিল ; তারপর তীব্র কঠিন স্বরে বলিল, "অন্যে যদি এ-রকম মিথ্যে বলতো, তবে তার মুখের ওপর থাব্‌ড়া দিয়ে চলে আস্‌তুম, তুমিও আমায় প্রবঞ্চনা করলে ভাইলাল ছিঃ ! তোমার মুখ চোখ সবাই তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষী

দিচ্ছে, তবু তুমি আমায় পরিস্কার বোঝাতে চাও ভাইলাল, বেশ!"

বেগে মুখ ফিরাইয়া কনক দ্রুতপদে ফিরিয়া চলিল। তাহার মুখ হইতে শেষ কথা ভাইলাল শুনিল—"তবু পার তো এখনো ফের্‌বার্‌ চেষ্টা কোরো।"

---

(৩)

আবার আগেকার মতই সন্ধ্যা সকাল যথাক্রমে অতিবাহিত হইতে লাগিল।

ক্রমশঃ দেখা গেল যে, পঞ্চায়েৎ পরিবারের একটা কলঙ্ককালিমা জড়িত অস্ফুট গুঞ্জন, গ্রামের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত মৃদুস্বরে ধ্বনিত হইতেছে। বর্ষীয়সীদিগের পর-চর্চ্চায় মধ্যবয়স্কাদিগের হাস্য-পরিহাসে চরিত্রহীন নিষ্কর্ম্মা নরনারীগণের অশ্লীল কুৎসা-কৌতুকে, ইতর সাধারণের অনাবশ্যক ব্যঙ্গ-প্রাবল্যে, কথাটা 'কানা ঘুসার' মধ্য দিয়াই চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

সম্ভ্রান্ত ঘরের গুপ্ত তত্ত্ব ব্যক্ত করিবার এবং তাহা লইয়া

গ্লানি আন্দোলন করিবার লোকের অভাব নাই। তাহার উপর সংসারে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, অন্তরে-বাহিরে সহস্র সৌহৃদ্য থাকিলেও অসচ্চরিত্র ব্যক্তিগণ কার্য্যক্ষেত্রে ঈর্ষাবশে প্রায়ই পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে আরম্ভ করিয়া শেষে আততায়ী পর্য্যন্ত হইয়া দাঁড়ায়! এ জগতে বিধাতার অমোঘ বিধান চিরদিনই অলঙ্ঘ্য। অন্যায়ের উপর যাহার প্রতিষ্ঠা, ন্যায়ের নিঃশ্বাসে তাহার পতন অনিবার্য্য। অধর্ম্মের মেঘের অন্তরালে যাহার জীবন, ধর্ম্মের বিদ্যুৎবিকাশে তাহার মরণ অবশ্যম্ভাবী।

উপস্থিত ক্ষেত্রেও তাই ঘটিল, বিপুল বৈভবশালী, গ্রামের মস্তক-স্বরূপ, পঞ্চায়েতের স্ব-ইচ্ছা-সম্পন্না, স্বাধীনা বিলাসিনী কন্যার উপাসক জুটিয়াছিল ঢের, কাজেই বিপদের গুরুত্বও বেশী।

বৃদ্ধ পঞ্চায়েত নিরীহ নির্ব্বোধ গোবেচারা ধরণের মানুষ। অধীনস্থ কাহাকেও হাতে পাইলে চোখ রাঙাইয়া, হাঁক ডাক করিবার যতই ক্ষমতা তাঁহার থাকুক না কেন সংসারের কুটীল মারপ্যাঁচের মধ্যে মাথা গলাইবার সাধ্য তাঁহার ছিল না। সারা গ্রামটার শৃঙ্খলাসাধনের জন্য

তাঁহার সমস্ত বুদ্ধিশক্তি নিঃশেষিত হইয়াছিল বলিয়া, পৃথিবীর অন্য কোনো কিছু খবর তাঁহার কাছে পৌঁছিবার অবকাশ পাইত না! দৈবাৎ বাতাসের স্রোতে ভাসিয়া আসিয়া কোনো কথা কানে ঢুকিলেও প্রাণে ঠাঁই পাইত না। আর মুখোমুখি স্পষ্টাক্ষরে তাঁহাকে কিছু বলিতে পারে, এমন দ্বি-শিরবিশিষ্ট দুঃসাহসী জীব সে গ্রামে তখনো জন্মগ্রহণ করে নাই।

অসৎ-পথের আকর্ষণও যেমন তীব্র, বিরক্তি ও অবসাদও ততোধিক তীব্র! অল্পদিনের মধ্যেই সমস্ত জগতটা ভাইলালের কাছে তীক্ষ্ণ কটু বিস্বাদের আবহাওয়ায় ভরিয়া গেল। কুহকের মোহ-পাশ হইতে আপনাকে ছিনাইয়া লইবার জন্য, ক্রমে তাহার মনে দারুণ অধীরতা বাড়িতে লাগিল—কিন্তু ভবিষ্যৎ! সে উভয় সঙ্কটে পড়িয়াছে, এখন যদি ফিরিতে চায়, তাহা হইলে মহা বিপত্তি; ভবিষ্যৎ উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করা হইবে, অন্যায়ের সংস্রব এড়াইয়া এখন সন্তর্পণে চলিতে হইলে, অনেকেই ঘোরতর অসন্তুষ্ট হইবেন, চাই কি পঞ্চায়েতের কোপে পড়িতেও পারে—তখন সে কিসের বলে আত্মরক্ষা

করিবে? সে যে নিজের শক্তি পরের হাতে তুলিয়া দিয়াছে, এখন উপায়?

দুশ্চিন্তালাঞ্ছিত ভাইলাল শুষ্কমুখে দিন কাটাইতে লাগিল। ওদিকে সেদিনের সেই ঘটনায়, কনকের কনকোজ্জ্বল মধুর সৌন্দর্য্য নবীন আবেশে নূতন অপরূপতায়, তাহাকে পলে-পলে তিলে-তিলে আবিষ্ট করিয়া নতুন আকর্ষণে টানিতে লাগিল! হায় সে কি করিবে!

দুর্ভাগ্যলাঞ্ছিত যুবক জানুর ভিতর মাথা রাখিয়া বিমূঢ়ের ন্যায় কেবল ভাবিতে লাগিল, অকূল অসীম চিন্তার মাঝে—কনকের সেই বাণী থাকিয়া থাকিয়া অন্তর্জগত চমকিত করিয়া বজ্রারূঢ়স্বরে ধ্বনিত হইতে লাগিল— "ফেরো ফেরো, এখনো ফেরো!"

---

(৪)

দেখিতে দেখিতে দুই মাস কাটিয়া গেল। প্রভুরাও কোনোই কুল-কিনারা করিতে পারিল না। কনক আজিও অনূঢ়া!

রাসপূর্ণিমার দিন বৈকালে পাড়ার সব ছেলে-মেয়েদের জড়ো করিয়া, বিঠোবা দর্শন করিতে যাইবার সময়, বৃদ্ধা নানকীর মা কনককেও ডাকিল। কনক গৃহ-কার্য্য সব সারিয়া তখন পিতার জলখাবার সাজাইতেছিল, নানকীর মা, তাহাকে পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতে আদেশ করিয়া, ছেলের পাল লইয়া, বহুবিধ শব্দ বৈচিত্র্যে নির্জ্জন গ্রাম্য-পথ মুখরিত করিয়া দেবদর্শনে চলিল! গ্রাম হইতে সিকি ক্রোশ তফাতে বিঠোবাদেবের মন্দির।

থিয়েটার দেখা

তাড়াতাড়ি হাতের কাজ সারিয়া, মাতার অনুমতি লইয়া, কাপড় চোপড় পরিয়া কনক বাহির হইল। তাহার পূর্ব্বগামীগণ তখন অর্দ্ধ পথ অতিক্রম করিয়া গিয়াছে।

(পথ-ঘাট সবই জানা, কনক সঙ্গীদের সহিত মিলিত হইবার জন্য ছুটিয়া চলিল। হেমন্তের নূতন হাওয়ার মাঝে, ললিত-লাবণ্য-হিল্লোলিত তরুণ তনুলতা, মৃদু-কম্পনশীল বসন্ত-সৌরভের মত বহিয়া চলিল! কঠিন নিস্তব্ধ রাজপথ, সেই শুভ্র কোমল পায়ের তলায় বুক পাতিয়া, মোহমুগ্ধের মত নীরবে পড়িয়া রহিল।)

দুপাশে সারি বাঁধিয়া গাছগুলি সাজানো। স্বল্পান্ধকারে সমাচ্ছন্ন গ্রামের বাঁধা পথ ছাড়িয়া, কনক ছুটিতে ছুটিতে শেষে উন্মুক্ত আকাশের তলে, সুদূর বিস্তৃত মাঠে অনেক-খানি আলোকের নীচে—অনেকখানি ফাঁকা জায়গায় আসিয়া পড়িল।

আঃ কি সুন্দর খোলা জায়গা! এখানকার হাওয়ায় একটা নিশ্বাস টানিয়া লইলেই সারা প্রাণ অপরিসীম তৃপ্তির উল্লাসে ভরিয়া উঠে! আঃ এখানকার চারিদিকেই যেন অনন্ত অসীম মধুর মুক্তি, সান্ত্বনা! কি চমৎকার!

থিয়েটার দেখা

ছুটিতে ছুটিতে ঝোপের পাশটা ছাড়াইয়া কনক হঠাৎ একটা লোকের সামনে আসিয়া পড়িল, লোকটা বাঁ দিকের ঝোপের আড়ালের এই রাস্তা ধরিয়াই বরাবর এইদিকে আসিতেছিল বলিয়া কনক তাহাকে দেখিতে পায় নাই।

আরে ছ্যাঃ!—একেবারে চোখোচোখী! ভাইলাল!

ঝাঁ করিয়া পথ ছাড়িয়া মাঠে পড়িয়া একেবারে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুট্! আর ফিরিয়া চাহিলও না! অদূরেই সঙ্গীরা,—কনক ছুটিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে তাহাদের কাছে গিয়া পড়িল।

দুঃসহ লজ্জা ও ক্ষোভে তাহার সর্ব্ব-শরীরে তখন অসহ্য জ্বালাময় অগ্নিস্রোত বহিতেছিল। ছি ছি, ভাইলালের সঙ্গে আবার চোখোচোখী হইল! সে যে ইহার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না! অতর্কিতে সংঘটিত ক্ষণিকের এই সামান্য বিড়ম্বনাটুকু কত ভয়ানক, কি সাংঘাতিক! একটা তীক্ষ্ণ ধিক্কারে ও মর্ম্মান্তিক বেদনায় কনকের সারা বুকটা যেন খোঁচাইয়া খোঁচাইয়া ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিল! কনক মুখ তুলিয়া কাহারো সহিত কথা কহিতে পারিল না; নীরবে নতশিরে চলিল।

থিয়েটার দেখা

যথাসময়ে বিঠোবার মন্দিরে আসিয়া সকলে বিগ্রহকে প্রণাম করিল। তখনো সন্ধ্যা-আরতির দেরী আছে দেখিয়া, নান্‌কীর মা ছেলেদের লইয়া মন্দির-প্রাঙ্গনে বসিল। সেখানে একজন সাধু 'অভাঙ্গ' গাহিতেছিলেন, অনেক লোক বসিয়া শুনিতেছিল, তাহারাও শুনিতে লাগিল।

উগ্র-বৈরাগ্য-উদ্দীপ্ত, তীব্র-ভক্তি-মাদক পূর্ণ, মধুর হইতে মধুরতম ভজন, সংসার-বিতৃষ্ণ ভক্তের প্রেমবিগলিত স্বরে অন্তরের গভীর আবেগ উচ্ছ্বাস! দেবতার পদে উন্মুক্ত আত্মনিবেদন! কি সুন্দর,—শুনিতে শুনিতে কনকের তরুণ মস্তিষ্কের মধ্যে বিরাগ-ব্যাকুলতার প্রচণ্ড বজ্র ঝঙ্কনা বাজিয়া উঠিল! ধীরে ধীরে কুহেলিকা-ঘোর কাটিয়া সারা জগৎ আশার পুলকে মুগ্ধ অভিভূত করিয়া আনন্দ-চন্দ্র হাসিয়া উঠিল। সে কি গভীর বিস্ময়! কি নিবিড় সান্ত্বনা!—মানুষ মানুষকে শঠতায় সর্ব্বস্বান্ত করিবে! প্রতারণায় পরাভূত করিবে! কি ভুল, কি ভুল!—মানুষ নিজের সহিত নিজে যে শত্রুতা সাধিয়া রাখিয়াছে, তাহার উপর—পরে আসিয়া অনিষ্ট করিবার

স্থান নাই, মানুষ বোঝে না, তাই হীনতার চরণে মাথা খুঁড়িয়া মরে, ধিক্ !

বিক্ষোভ-উত্তপ্ত জীবনে অতি ধীরে, অতি শান্তভাবে অপার্থিব শান্তির বসন্ত আসিল! নীরস হৃদয়-ক্ষেত্রে মঙ্গলামৃত বর্ষিত হইল ! আশায়, উজ্জ্বল-উৎসাহে তাহার সমস্ত চিত্ত মহাভাবে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

কে বলে মানুষের জীবন ব্যর্থ!—কে বলে মানুষের আর উপায় নাই ! ঐত সম্মুখে উপায়। ঐযে সর্ব্বার্থসাধক সর্ব্বমঙ্গলময় দেবতা, অমর সার্থকতার আশীর্ব্বাদ লইয়া আবির্ভূত। তবে কাকে ভয়, কিসের সঙ্কোচ, কার মুখাপেক্ষা !—সে আত্মত্যাগের মাঝে আপনাকে জয় করিয়া লইবে, সিদ্ধির সাধনায় আপনাকে পূর্ণ করিয়া লইবে। হে ভগবান শক্তি দাও !

(৫)

কনকের শিরায় শিরায় মত্ত আবেগের প্রখর তড়িৎ-প্রবাহ ছুটিয়া ছুটিয়া ফুলিয়া ফাঁপিয়া আকুল উন্মাদনায় ঝঙ্কৃত হইতে লাগিল। কনক নির্জ্জীব পুতুলের মত স্থির!

অনেকক্ষণ পরে কাঁসর ঘণ্টার ঘন ঘোর রোলে ঠাকুরের সন্ধ্যারতি আরম্ভ হইল। সকলে গলবস্ত্র হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

আবেশবিহ্বল কনক মুদিতচক্ষে আপনার অন্তরের দিকে তাকাইল। দেখিল সেখানেও প্রেমের জ্যোতি-মণ্ডিত ভগবান বিঠোবার উজ্জ্বল চিন্ময় মূর্ত্তি! সে কি চমৎকার! সদ্য উচ্ছ্বসিত আনন্দ-আবেগে অধীর কনক বাহ্যজ্ঞানশূন্য

হইয়া, একাগ্র নিষ্ঠায় আপনাকে সংযত করিয়া সেই অন্তর-দেবতাকে অর্চ্চনা করিতে আরম্ভ করিল।

বাহিরের কোলাহলমুখর জগৎ দূর দূরান্তের অন্ধকার-মধ্যে সসঙ্কোচে পিছু হটিয়া গেল। এ বিচ্ছিন্নতার মাঝে কি নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ! এখন মানুষের সহিত চোখোচোখী হইবার ভয় তাহার নাই! এখন তাহাকে বিচলিত করিবার কেহ নাই,—এখন সে তাহার দেবতার জন্য ছুটি পাইয়াছে, এখন সে নির্ভয়।

আরতি শেষ হইল। সকলে দেবোদ্দেশে মস্তক নত করিল। আত্মহারা কনকের মস্তক আকুল আবেগে একে-বারে ঠিক যেন ইষ্টদেবতার পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িল!

আবার ভজন আরম্ভ হইল, সকলে শুনিতে বসিল। রাত্রি হইয়াছে দেখিয়া নান্‌কীর মা ছেলেদের লইয়া মন্দির প্রদক্ষিণ করিতে গেল, কনককেও ডাকিল, কনক শুনিল না, উঠিল না—বুঝি সে শক্তি তখন তাহার ছিল না। তখন তাহার মন পৃথিবী ছাড়িয়া—ভজন ছাড়িয়া, ঐ 'লোকালোক পারে' এক অজানা রাজ্যে বিহার করিতেছিল।

নান্‌কীর মা ভাবিল, কনক গানের নেশায় মাতিয়াছে,

সে মন্দির প্রদক্ষিণ করিবে না ; থাকুক ফিরিবার সময় তাহাকে ডাকিয়া লইলেই হইবে। তাহারা মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া আসিয়া আবার কনককে ডাকিল কনক তখনো বাহ্যজ্ঞানরহিত তন্ময় তদগত! হাত ধরিয়া টানিয়া তাহাকে উঠাইল, মুখের কাছে হেঁট হইয়া, হাত মুখ নাড়িয়া, বৃদ্ধা নান্‌কীর মা, আবার তাহাকে বাড়ী ফিরিবার কথা বলিল! এতক্ষণে তাহার চৈতন্য ফিরিল, দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া সুপ্তোত্থিতের মত বিস্তৃত চক্ষে চাহিয়া বলিল,—"মন্দির প্রদক্ষিণ!" "ওমা আমরা যে এই প্রদক্ষিণ করে এলুম।" "তোমরা প্রদক্ষিণ করেছ? আচ্ছা যাক, আমি শীগগির প্রদক্ষিণ করে আস্‌ছি।"

কি হাঁদা মেয়ে! তাহারা যখন ডাকিল তখন হাঁ করিয়া বসিয়া রহিল, তাহার পর এখন একলা চলিল। নান্‌কীর মা বলিল, "তবে প্রদক্ষিণ করে এস, আমরা মন্দিরের ভিতর দিয়ে আর একবার ঘুরে যাই—"নান্‌কীর মা ছেলেদের লইয়া ভিতরে চলিল।

কনক বাহিরে মন্দির প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। কয়বার প্রদক্ষিণ করা হইল তাহার হুঁস নাই, কনক আপন

মনে মন্দির ছাড়িয়া রাস্তা ধরিয়া একলাই ঝোঁকের ভরে চলিল। নান্‌কীর মার কথা তাহার মনেই নাই।

সোজা রাস্তা। বরাবর মাঠের রাস্তা পার হইয়া আসিয়া কনক গ্রাম্য পথ ধরিল; সে যে কতখানি রাস্তা পার হইয়া এখন কোন্‌খানে আসিয়াছে, তাহা সে কিছুই বুঝিতে পারে নাই। আপন মনেই চলিয়াছে। গভীর তন্ময়তায় সে একেবারে মুহ্যমান!

বিস্তৃত প্রান্তরে, আলোর উপর আলো ঢালিয়া পূর্ণিমার চাঁদ আকাশের গায়ে হাসিতেছিল; কনক এতক্ষণ সেই আলোর দিকে চাহিয়া, নিজের ছায়া পিছনে ফেলিয়া, বরাবর চলিয়া আসিতেছিল। এখন সহসা গ্রাম্য পথে উঠিয়া পথিপার্শ্বস্থ বৃক্ষশ্রেণীর শাখা পত্রান্তরালবিচ্যুত, খণ্ড বিভক্ত, অস্পষ্ট আলো দেখিয়া হঠাৎ তাহার চমক ভাঙিল। তাইত, আসিয়াছে কোথা! এরই মধ্যে এতখানি!

সঙ্গীরা কোথা? কনক পিছন দিকে চাহিল, কেহ নাই! নির্জ্জন পথে সে শুধু একাকী!—কনক থমকিয়া দাঁড়াইল, তাইত নান্‌কীর মা যে তাহাকে ডাকিয়া আনিতে

বলিয়াছিল। তবে কি তাহারা নাই! না তাহাকে একলা ফেলিয়া তো তাহারা যাইবে না!

কনক সাম্নের রাস্তার দিকে চাহিল, অন্ধকারে বোধ হইল, একজন লোক সেইদিকে আসিতেছে। কনক উচ্চ গলায় বলিয়া উঠিল, "কে গা?

বিধাতার বিড়ম্বনা! হঠাৎ সেই অস্ফুট অন্ধকার ভেদ করিয়া—

উদ্দামচাঞ্চল্যভরা পবনের মত ছুটিয়া আসিয়া লোকটা সবলে কনকের বাহুদ্বয় চাপিয়া ধরিল এবং আবেগবিকম্পিত কণ্ঠে স্নেহময় স্বরে ডাকিল, "কনু কনু তুমি—"

যুগপৎ সংঘটিত বিরুদ্ধ ঘটনাপরম্পরার উপর্যুপরি সংঘাতে কনক প্রথমটা হতভম্ব হইয়া পড়িল! তাহার পর অকস্মাৎ সবেগে এক ঝাপ্টা দিয়া সেই লোকটার কবল হইতে আপনাকে উদ্ধার করিয়া, ত্রস্ত কুরঙ্গিণীর মত লঘু লম্ফে, নিমেষ- মধ্যে পশ্চাতে হটিল; বজ্রকঠোর স্বরে ডাকিল, "ভাইলাল!"

"হাঁ কনু ভয় নাই, আমি ভাইলাল, আমি,—আমি তোমার বড়—"

তীব্র কঠোর ঘৃণার স্বরে উত্তর হইল, "আবার—আবার প্রবঞ্চনা! কৃতঘ্ন ধূর্ত্ত, আবার ফের!—সরে দাঁড়াও!"

পিছু হটিয়া কাতরকণ্ঠে ভাইলাল বলিল, "না না কনু ছলনা নয়, আমি যথার্থই বল্‌ছি, কিন্তু কি করে তোমায় বোঝাবো? কনু, কি বিপদেই আমি পড়েছি! ক্ষমতাশীলের প্রসাদাকাঙ্ক্ষায় নিজের স্বার্থসাধনের জন্য এরকম গর্হিত কাজে—জেনে শুনে পাপে ডুবে আছি, ক্ষমা কর কনু ক্ষমা কর, তুমি আমায় ক্ষমা কর, আর দিন কয়েক অপেক্ষা কর—তারপর আমি তোমারি—" না না ও দুর্ব্বলতার গ্লানি আর নয়, মানুষ মানুষের আত্মীয়তা-প্রয়াসী।—ভুল! চক্ষের জল, কণ্ঠের কাতরতা, ওসব তো দুঃখ অভিনয়ের চূড়ান্ত নিদর্শন! সেও তো এতদিন অপরিসীম ব্যাকুলতায় ঐ ব্যর্থতার পশ্চাতে যথেষ্ট খাটিয়াছে, তবে তবে···। নিষ্ঠুর বিদ্রূপের মর্ম্মভেদা হাসি কনকের অধরে ফুটিয়া উঠিল।—"ভাইলাল, তুমি শুধু নরাধম নও, তুমি মহা অপদার্থ! কিন্তু তোমার ভুল হয়েছে ভাইলাল, আমায় আর প্রলোভনে লুব্ধ কর্‌তে পারবে না, যা হবার তা

হয়েছে ; কিন্তু তবুও বল্‌ছি, উপরদিকে চাও, এ জীবনের পরেও জীবন আছে, মৃত্যুর পরও মৃত্যু আছে, এখনো ফেরো এখনো আপনাকে সামলাও।”

কনক তীরবেগে চলিয়া গেল !

কুলিশনির্ঘোষে জলন্ত জ্বালাময়ী কঠোর আদেশ ! বজ্রাহতপ্রায় ভাইলাল স্তব্ধ হতবুদ্ধি !

(৬)

তাহার দিন কয়েক পরেই একদিন পঞ্চায়েত-শক্তির প্রবল উৎপীড়নে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া হতভাগা ভাইলাল দেশ ছাড়িয়া পলাইল।

তাহার হঠাৎ নিরুদ্দেশের হুজুক লইয়া গ্রামে দিন কতক খুব আন্দোলন চলিল, কারণ পরিস্ফুট না হইলেও— মাতব্বর লোকেরা নিজেদের তীক্ষ্ণধার কল্পনাশক্তির সাহায্যে চোখ টেপাটেপী করিয়া নানা অদ্ভুত সিদ্ধান্ত আবিষ্কার করিলেন......।

কনক সকলই শুনিল; সে গভীর আশ্বস্ত-ভাবে বিঠোবার চরণোদ্দেশে ভক্তিভাবে প্রণাম করিল। তোমার অনন্ত করুণা প্রভু!

দিন কয়েকের মধ্যেই গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া গেল যে; প্রভু রাওয়ের কন্যা আজীবন কৌমার্য্য-ব্রত অবলম্বন করিয়া ভগবান বিঠবাদেবের মন্দিরে সেবাব্রতধারিণী হইবে। সকলে অবাক!—কথাটা শুনিয়া কেহ হাসিল, কেহ কাঁদিল কেহ বলিল দুর্ব্বুদ্ধি, কেহ বলিল নির্ব্বুদ্ধি, কেহ বলিল··· ।

প্রভু রাওএর পরিবারবর্গ কিন্তু নিস্তব্ধ; প্রত্যুত্তর-প্রত্যাশী বিজ্ঞের দল তাহা দেখি‌া অত্যন্ত মনক্ষুণ্ণ হইলেন।

তারপর সত্যসত্যই এক উজ্জ্বল প্রভাতে ততোধিক পূণ্যোজ্জ্বল বেশে—গার্হস্থ্যাশ্রম ত্যাগ করিয়া, যথাশাস্ত্র সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া ব্রহ্মচারিণী কনক, দেবসেবায় অন্তোৎসর্গ করিয়া পল্লী ছাড়িয়া; আত্মীয়-পরিজন ছাড়িয়া. বিঠোবার মন্দির-পার্শ্বে ক্ষুদ্র কুটীরে আশ্রয় লইল।

(৭)

এই ঘটনার পর পাঁচ বৎসর কাটিয়াছে। পৃথিবীর কাজ যেমনকার তেমনই চলিতেছে, অনেক জায়গায় অনেক পরিবর্ত্তনও ঘটিয়াছে। ইতিমধ্যে পঞ্চায়েত-কর্ত্তার মৃত্যু হইয়াছে, এবং পঞ্চায়েত বদল হইয়াছে। প্রভু রাওএর পরিবার আগের মতই আছে; ভাইলাল আজো নিরুদ্দিষ্ট।

প্রাতঃকাল। সদ্যস্নাতা গৈরিকধারিণী; সতীত্ব-লাবণ্য উদ্ভাসিতা পুণ্য-গৌরবে মূর্ত্তিমতী ব্রহ্মচারিণী কনক বিঠবার মন্দির-পার্শ্বে ফুলবাগানে দেবপূজার পুষ্প চয়ন করিতেছিল। সমস্ত সদ্যপ্রস্ফুটিত পুষ্পগুলি সংগ্রহ করিয়া কনক পরিপূর্ণ

শোভা সুন্দর সাজির পানে স্মিত দৃষ্টিতে ঈষৎ হাসিল। সে কবে এমনি ভাবে সম্পূর্ণ নির্ম্মল হইয়া এমনি করিয়া সারা জীবনের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য একত্র করিয়া হৃদয়-দেবতার চরণে পরিপূর্ণ অসঙ্কোচে দান করিয়া নিজের কাছে মুক্ত হইবে!

(মানবে যে মহত্ত্বের মূল্য বোঝে না, যে পূত পূজার্ঘ্য তাহারা চরণে দলিয়া যায়, সেই অনাদৃত দান,—বড় অভিমানে বড় বেদনায় সে দেবতার দ্বারে বহিয়া আনিয়াছে। কিন্তু এখানেও যেন কি অব্যক্ত দ্বিধা জাগিতেছে! এ ভুল কেন ভগবান!—এ ভ্রান্তি সংহার কর; এ দানের সঙ্গে সে দানের পার্থক্য আকাশ পাতাল! সে ছিল উগ্র-শক্তি সুরা, আর এ যে পিষ্ট হৃদয়ের সার—সুধা! এ যে সন্তাপের আগুনে শোধন করিয়া লইয়াছে,—এ হৃদয় শতদলের স্নিগ্ধ পরিমল-সম্ভার, এ শুধু তোমার! সারা পৃথিবীর মধ্যে—জীবনের শেষের দান, শ্রেষ্ঠ সামগ্রী লইয়া ভক্ত দাঁড়াইয়া আছে, ওগো ভগবান, ইহার অধিকারী শুধু তুমিই! তবে কেন এখনো এ ব্যবধান, কেন এখনো এ কুণ্ঠা!)

গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া, মাথা তুলিয়া কনক মন্দিরের পানে, বিহ্বল-বিস্ফারিত-নয়নে একবার তাকাইল! সহসা তাহার দুই চক্ষু দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িল!

ফুলের সাজি হস্তে কনক মন্দিরের সোপানের উপর আসিয়া বসিল। চক্ষু মুছিয়া বদ্ধাঞ্জলি হইয়া স্থিরদৃষ্টিতে মুগ্ধের মত অনেকক্ষণ দেবমূর্ত্তির পানে চাহিয়া রহিল। তাহার পর ধীরে ধীরে মন্দিরের সোপানের উপর তাহার মাথা লুটাইয়া পড়িল। ভগবান, যদি দয়া করিয়া দুঃস্বপ্ন হইতে জাগাইয়াছ, তবে আবার কেন মাঝে মাঝে তার মোহময় স্মৃতিঘোরের মধ্যে টানিয়া নিয়া যাও ঠাকুর! যদি দয়া করিয়াছ, তবে আরো কর, একেবারে ছুটি দাও, সত্যকার মুক্তি দাও!—ত্যাগের মধ্যে জয়ের সন্ধানে চলিয়াছি ভগবান, জয় দাও—পরাজয়ের গ্লানি মোচন কর!"

কিছুক্ষণ পরে মন্দিরের পরিচারিকা অত্যন্ত ব্যস্তভাবে তথায় আসিল। পদশব্দে মাথা তুলিয়া কনক চাহিল, পরিচারিকা দেখিল, তাহার চক্ষে গভীর ঘুমের গাঢ় আবেশ!

থিয়েটার দেখা

"মা শুনেছ গা, আহা কোথাকার কে ভিন্ দেশী অচেনা লোক একলা এসে বিঘোরে প্রাণটা হারালে বাছা!—"

কনক জিজ্ঞাসা করিল, "কে মা?"

"ঐ উত্তরদিকের মাঠে একটা লোক ওলাউঠায় মর-মর হয়ে পড়ে আছে, সঙ্গে এক প্রাণীও নাই, শুনছি নাকি বিঠোবা দর্শনে আসছিল তারপর এই অবস্থা। বিঠ্ঠল, কার মাটি কোথায় কেনা তা তুমিই জানো!

কনক ব্যগ্র হইয়া বলিল,—"সঙ্গে কেউ নাই?"

"হ্যাঁ গো মা, আহা নিছক একলা!"

"বিঠোবার সেবাইত কেউ গেছে কি না?"

"এখনো কেউ খবর পায়নি, আমি এইমাত্র শুনে আসছি।"

কনক সাজিসুদ্ধ ফুল রাখিয়া, মনে মনে বিঠোবাকে নমস্কার করিয়া উঠিয়া পড়িল। মানুষের কাজের আগে দেবতার কাজ। চক্ষের সামনে এমন পূজার আয়োজন থাকিতে চক্ষু মুদিয়া অর্চ্চনার চেষ্টা আজ নিষ্ফল! দেবতা অন্ধ তোষামোদে তুষ্ট হইবার পাত্র নহেন, তাঁহার কাছে

সাধনার পুরাপূরি মুল্য দিয়া তবে সিদ্ধিলাভ করিতে হয়! সকল দিকে!

কনক তখনি দুইজন সেবাইতকে সঙ্গে লইয়া ঘটনাস্থলে চলিল। আর এক ব্যক্তি চিকিৎসক আনিতে ছুটিল। তখনকার দিনে বিঠোবার সেবাইতদিগের নিকট অনাথ আতুরগণ সকল সময়ে সাহায্য পাইত।

তাহারা গিয়া দেখিল, প্রান্তর-মধ্যে একটি বৃক্ষতলে পড়িয়া রোগী যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। রোগের অবস্থা তখন অতি ভয়ানক! রোগীর চোখে ঘোলা পড়িয়াছে, কানে তালা ধরিয়াছে, হাতে-পায়ে আক্ষেপ হইতেছে, পেটের দারুণ যন্ত্রণায় দুর্ভাগ্য ব্যক্তি ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছে। সংক্রামক রোগের ভয়ে অগ্রসর হইতে না পারিয়া কয়েকজন হুজুকবাজ নিষ্কর্ম্মা, দয়াপরবশ হইয়া তফাতে দাঁড়াইয়া আছে। রোগী জ্ঞানসঞ্চারে মাঝে মাঝে শুষ্ককণ্ঠে বলিতেছে, "জল জল—ওগো একটু জল!"

রোগীর মুখপানে চাহিয়া কনক স্তব্ধ হইয়া গেল। হাঁটু পাতিয়া নীচু হইয়া জন্মের মত জীবনের মত—যেন ইহ-পরকালের মত সন্দেহ মিটাইয়া ভাল করিয়া একবার

দেখিয়া লইল। তাহার পর! তাহার পর বেদনাজড়িত অস্ফুট উচ্চারণ, কাতরস্বরে বলিল "একি প্রভু! একি! প্রভু! একি! একি হৃদয়-বিদারক প্রলয়ঙ্কর রহস্য!"

মুমূর্ষু ব্যক্তি ভাইলাল! কনক উর্দ্ধে মুখ তুলিয়া চক্ষু মুদিল। তাহার বুকের ভিতর হইতে, অন্তরের অন্তর হইতে নিগূঢ় মর্ম্মবাণী উচ্ছ্বসিত হইয়া দেবতার চরণ-উদ্দেশে ছুটিল! সে ভাষা শব্দহীন, সে ভাব অনুভবের অতীত।

সামান্য মেঘের ঘোর কাটাইতে বিশ্বগ্রাসী ঝড়ের আয়োজন! দর্পণের প্রতিবিম্ব মুছিতে দর্পণই চূর্ণ করিবার আদেশ! কি অদ্ভুত। ইহাই অনন্ত মঙ্গলময় দেবতার অনন্ত শুভময় ব্যবস্থা! কনক যে আজই খানিক আগে, দেবতার পদে নতশিরে বাসনা জানাইয়াছিল "দয়া যদি করিয়াছ প্রভু, তবে আরো দয়া কর।" কে জানে এই ঘটনা বুঝি সেই প্রার্থনারই সমসূত্রে গাঁথা, একই অখণ্ড বিধান।

তাহাকে পিষিয়া চুরমার করিয়া, সকল কুণ্ঠার কক্ষ হইতে মুক্ত করিয়া—দেবতার নিজস্ব করিয়া লইবার জন্যই

বুঝি এ সৌভাগ্য—শান্তির বেশে আসিয়াছে! তাই হোক্ ভগবান, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

কনকের চক্ষু হইতে দেবতার পূত আশীর্ব্বাদের মত, জ্বলন্ত শোণিতের স্রোত যেন মর্ম্মের গ্লানি ধুইয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া অশ্রুরূপে খসিয়া পড়িল...। কনক শান্তমুখে রোগীর সেবা করিতে বসিল।

চিকিৎসক আসিয়া বিষণ্নমুখে মাথা নাড়িলেন, বাঁচিবার আশা নাই!

কনক হাসিল। চিকিৎসকের অনুমতিক্রমে, সকলে মিলিয়া রোগীকে উঠাইয়া মন্দির প্রাঙ্গণে—নাটমন্দিরে লইয়া আসিল। চিকিৎসক পাশে বসিয়া বহু যত্নে মুহূর্ত্তে রোগের অবস্থা মিলাইয়া ঔষধ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সকলি বিফল, ক্রমশঃ রোগ প্রবল ও রোগী দুর্ব্বল হইতে লাগিল। অবশেষে হতাশ হইয়া চিকিৎসক অপরাহ্নের পর উঠিয়া গেলেন। সকলে বুঝিল সময় সন্নিকট।

সেদিন শুক্ল ত্রয়োদশী। সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই চাঁদের উজ্জ্বল আলোকে সমস্ত ভুবন ভরিয়া উঠিল। চারি-

দিক ফুল্ল জ্যোৎস্নাস্নাত শুভ্র শান্তমূর্ত্তি। আর মন্দির প্রাঙ্গণে ততোধিক বিরাট অভিনব শান্তি!

অনেকক্ষণ পরে রোগী চক্ষু চাহিল। সকলে বুঝিল, এই শেষ। কনক তখনো রোগীর মাথা কোলে লইয়া বসিয়াছিল। রোগী কষ্টে মাথা ঘুরাইয়া ক্ষীণস্বরে বলিল, "কে?"

বিকৃতস্বরে কনক উত্তর দিল,—"দেবদাসী।"

"আমি কোথা?"

"ভগবান বিঠোবার মন্দিরে।"

রোগীর সর্ব্বশরীরে যেন জ্বলন্ত তড়িৎ বহিয়া গেল। তাহার মৃত্যুম্লান বিবর্ণ মুখে সহসা একটা প্রোজ্জ্বল জ্যোতি ফুটিয়া উঠিল! রোগী সহসা কি যেন এক ঐন্দ্রজালিক শক্তিপ্রভাবে সচেতন হইয়া উঠিল। সমস্ত কাতরতা সবলে ঝাড়িয়া মুহূর্ত্তে অত্যন্ত সহজভাবে উঠিয়া বিঠোবার উদ্দেশে প্রণাম করিয়া, কনকের পদ-প্রান্তে নতশির হইল।

জনতা বিস্ময়ে স্তম্ভিত।

"গুরুরূপা জ্ঞানদাত্রী আমার অপরাধ ক্ষমা কর, তোমার

আদেশ পালন করেছি, এই উজ্জ্বল চন্দ্রালোকের নীচে, ভগবান বিঠোবাকে সাক্ষী রেখে আমি মুক্তকণ্ঠে বল্‌ছি, পাঁচ বৎসরের পর আমি ফিরেছি, ফিরেছি, ফিরেছি!—জগৎ শুনুক আর না শুনুক, তাতে কিছু ক্ষতি নেই, কিন্তু আমি তোমায় আজ শোনাতে এসেছি দেবি, আজ আমি সকলের কাছ থেকে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করে, একেবারে ফিরে চলেছি।”

আকস্মিক উত্তেজনায়, সামর্থ্যের অতিরিক্ত শক্তিব্যয়ে দুর্ব্বল স্নায়ুমণ্ডলী ভীষণ অবসাদে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল রোগী ঢলিয়া পড়িল। কনকের চক্ষু দিয়া আবার দুই বিন্দু অশ্রু ঝরিল। বেদনারুদ্ধকণ্ঠে কনক ধীরে ধীরে বলিল, “সংসারে তোমার মত যাদের তেজস্বী প্রাণ তারাই ধন্য ভাইলাল, ভালয় হোক্ মন্দয় হোক্ তোমরা যে-দিকে ঝোঁকো,—সেদিকে পূর্ণ শক্তিতেই ঝোঁকো, আত্মহারা হয়ে যাও! জগতে তাই তোমাদের সাধনাই এত দ্রুত-সার্থক! তোমরা হয় পূর্ণ দেবতা, নয় পূর্ণ অপদেবতা হয়ে দাড়াও,—আধা-আধির ভাগের মাঝে—অপূর্ণ থাক্‌তে পার না।...আশীর্ব্বাদ কর ভাইলাল, অমনি পূর্ণ

তেজস্বিতার মাঝে নিজের ক্ষীণতা বিসর্জ্জন করে, আমিও যেন আত্মজয়ী হতে পারি।”......

ভাইলাল শান্ত-স্নিগ্ধ-দৃষ্টিতে আকাশের দিকে খানিকক্ষণ নীরবে চাহিয়া রহিল। তারপর মৃদুস্বরে বলিল, “আজ জীবনের শ্রেষ্ঠ দিন, বড় মঙ্গলময় মুহূর্ত্তে বিঠোবার দ্বারে আমার মহাশয্যা রচিত হয়েছে। কি অপরিসীম আনন্দ! আজ আমার অবশিষ্ট আর কিছু নেই, আছে শুধু হে বিঠোবা দেব, তোমার পাদপদ্মে বিলীন হবার জন্য শুধু একটি মুহূর্ত্ত!”

ভাইলালের ললাটে তখন বেদনা, ক্ষোভ, ক্লান্তির চিহ্ন কিছুমাত্র ছিল না! ছিল শুধু সুষমা-সিক্ত স্বর্গীয় তৃপ্তির একটি অপরূপ দীপ্তি!

উন্মুক্ত আকাশের তলায় বুকের উপর যুগ্ম হস্ত স্থাপন করিয়া, ভগবানের চরণ ধ্যান করিতে করিতে ভাইলাল মহা সমাধিতে মগ্ন হইল। চারিদিকে উজ্জ্বল ত্রয়োদশীর চন্দ্রালোক পরিপূর্ণ শোভায় হাসিতেছিল। সুধাকর কর-সম্পৃক্ত সমীরণ জগতের চক্ষে স্নিগ্ধ পরশ বুলাইয়া বহিতে লাগিল! মন্দির-সোপানে উপবিষ্ট একজন

জ্ঞানী সাধক বদ্ধাঞ্জলি হইয়া গদগদকণ্ঠে গাহিতে লাগিলেন ;—

"ন জাতোহহং মৃতোবাপি—
নামে কর্ম্ম শুভাশুভম্,
বিশুদ্ধং নির্গুণং ব্রহ্ম
বন্ধো মুক্তি কথং মম."

অভিনেতার একরাত্রি

এক

জল কাদা ভাঙিয়া, সুদীর্ঘ মেঠো পথ অতিক্রম করিয়া সন্ধ্যা হব-হব সময়ে রমাপ্রসাদ শীতলপুর গ্রামে ঢুকিল। খুড়তুত ভাই রমেশচন্দ্র পুঁথী হাতে করিয়া টোল বাড়ীর চৌকাঠ ডিঙাইয়া রাস্তায় নামিতেছিল, রমাপ্রসাদকে দেখিয়া সবিস্ময়ে বলিল, "দাদা যে,—হঠাৎ এলে!"—সঙ্গে সঙ্গে নমস্কার করিল।

রমাপ্রসাদ দাঁড়াইল। ডান হাতে ছাতিটা ধরিয়া, বাঁ হাতে ফ্রেঞ্চকাট্ দাড়ির এদিকে ওদিকে হাত বুলাইয়া, স্মিতমুখে সকরুণ কণ্ঠে বলিল "তোর বৌদির যে বড় অসুখ! এখন যায়, তখন যায় অবস্থা,—তাই একবার

শেষ দেখাটা করে যেতে এলুম! জন্মের শোধ!"—মহা হতাশার ভঙ্গিতে দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া সশব্দে এক দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া পুনশ্চ বলিল "হা ভগবান! সবে মাত্র—এক যে!"

দাদার ভাব ভঙ্গী দেখিয়া রমেশ হতবুদ্ধি হইয়া ক্ষণেক হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল, তারপর ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া দারুণ বিস্ময়ে বলিল "বৌদির অসুখ? কোন বৌদির? ছোট বৌদির?—কে বল্লে তোমায়! না না, আমি যে এই বিকেল বেলা ও বাড়ীর—"

রমাপ্রসাদ শশব্যস্তে এদিক ওদিক চাহিয়া চুপি চুপি বলিল "ওরে নিষ্ঠুর, থাম! এই রাস্তার মাঝেই শোকের আদ্যশ্রাদ্ধ শেষ করিস না! মন বুদ্ধিকে একটু, ভাবুকতায় চান্‌কে নিতে দে—আহা পত্নী-বিয়োগ শোক!—উঃ কি সাংঘাতিক মিষ্টি কথা রে!"—সঙ্গে সঙ্গে সশব্দে কপালে করাঘাত করিয়া অদ্ভুত ভঙ্গীভরে কোমর ভাঙ্গিয়া নুইয়া পড়িল!

হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া রমেশ বলিল "তাই

ভাল। তুমি যা করে কথা কয়েছ দাদা,—আমার ত চক্ষু ছানাবড়ার যোগাড় হয়েছিল—”

ঘাড় উঁচাইয়া মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া অপরিসীম ক্ষোভের স্বরে রমাপ্রসাদ বলিল “আরে তোর চক্ষু ত শুধু ছানাবড়ার যোগাড়,—আর আমায় দস্তুর মত জিবে গজা তৈরী করে দেখাতে হয়েছে, তবে এক রাত্রির ছুটি মঞ্জুর হয়েছে!—দ্যাখ্ না এক ছুটেই চলে এসেছি, চাদরখানা নিতেও তর সয়নি,—এতেই প্রোপ্রাইটার মশায় নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করবেন, স্ত্রীর মুমূর্ষু অবস্থাটা অকাট্য সত্য, যে হেতু আমার মাথার ঠিক,—এক দম্ নাই! তারপর গ্রামের সংবাদ?”

রমেশ নিজের কচি গোঁফ জোড়ার উপর আঙুল চালাইয়া হাসি হাসি মুখে বলিল “তোমার কথার জবাব তোমার ভাষাতেই দিচ্ছি দাদা,—ম্যালেরিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা, ওয়ার ফিবার, দলাদলি, পরকুৎসা, জাতমারা, আর নিষ্কর্ম্মা বখা ছোকরাদের বদ্‌মাইসীর যৎপরোনাস্তি বাড় বাড়ন্ত ছাড়া—গ্রামের অন্য কিছু উন্নতির খবর নাই! তবে আমার ভাই-পো, ভাইঝি, আর ভাজ ঠাকরুণ নিরাপদে

সুস্থ শরীরে আছেন, এটুকু নিশ্চয় ঠিক!—তারপর দাদা, বৌদির ত মুমূর্ষু অবস্থা, চল কবরেজ মশাইকে সঙ্গে করে নিয়ে একেবারে বাড়ী ঢোকা যাক্—কি বল, ডাকি? আহা নিরপরাধ বৌদি বেচারা! না দাদা চেষ্টা চাই!"

ঈসৎ হাসিয়া রমাপ্রসাদ বলিল—"না রে তোর পরীক্ষার সময় কাছাকাছি হয়ে এসেছে, বাজে সময় নষ্ট করিসনি, বাড়ী যা।"—তারপর জামার আস্তিনের বোতাম খুলিতে খুলিতে সেই দিকে চোখ রাখিয়া বলিল "বৌমা এসেছেন নয়?"

রমেশ অন্যদিকে চাহিয়া সংক্ষেপে বলিল "হু"—একটু থামিয়া বলিল "তোমাদের যাত্রার দল এখন চল্‌ছে কেমন?

রমাপ্রসাদ উত্তর দিল "মোটরকারের দৌড়! এই ত সাতদিন চিক্কুরী হেনে এলুম, আবার আস্‌ছে কাল সন্তোষপুরে গিয়ে চ্যাঁচাতে হবে।"

"কালই? তা হলে বাড়ীতে থাকৃতে পারে না?

"নিশ্চয়ই না! কাল ভোরেই বেরুতে হবে।—"

ঈষৎ হাসিয়া রমেশ বলিল "আঃ এইটুকুর জন্যে

এতগুলো মিথ্যেকথা বলে এলে দাদা,—বামুনের ছেলে,—আশ্বিনমাস, দেবীপক্ষ”—

করুণস্বরে রমাপ্রসাদ বলিল “তিথি নক্ষত্র খুজে মিথ্যে বল্‌তে গেলে, সম্বচ্ছরেও মিথ্যে বলে ছুটি নেবার ফুরসুৎ পাব না যে ভাই,—এদিকে যাত্রাদলের ছেলেদের মাষ্টারী, ওটা গরু চরাণর বেহদ্দ কায—! গুষ্টি সুদ্ধ সকল বাবুর আলস্যি ভেঙ্গে হাই তোলবার ফুরসুৎ আছে, নাই শুধু আমি পোড়া কপালের!—”

রমেশ বলিল “তেম্নি মাইনেটাও যে আছে দাদা তোমার।”—

“ঐ চক্ষুলজ্জার দায়ে ঠেকেই ত চারমাস বাড়ী মুখো হতে পারিনি দাদা.—কিন্তু তাই বলে আমি সত্যিই ইন্দ্রজিৎ-বধ করবার তপস্যায় মজিনি ত ভাই, আমারো—”

দাদাকে বাকী কথাটা শেষ করিতে না দিয়া রমেশ তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, “তা তো বটেই তা ত বটেই, আমার ভাজ ঠাকুরুণ যখন গঙ্গাদেবী, ভ্রাতুষ্পুত্র যখন দেবব্রত, তখন তোমার পক্ষে শান্তনু রাজা হওয়া ছাড়া

উপায় কি? চল, চল, বাড়ী চল—রাস্তায় দাঁড়িয়ে হা-হুতাশ করে কি হবে—চল।"

"তুই বাড়ী যা, কাকীমাকে বলিস্ বিজয়া দশমীর দিন এসে তাঁর সঙ্গে দেখা কর্‌ব।"

দুইজনে,—দুই পথ ধরিয়া বাড়ী মুখো হইল।

দুই

বাড়ী ঢুকিয়াই রমাপ্রসাদ উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিয়া হাঁকিল "জয় রাধাগোবিন্দ, দুটি ভিক্ষা পাই—"

দিদিমা ঘরের রোয়াকে বসিয়া কুটনা কুটিতেছিলেন নিকটে রমাপ্রসাদের স্ত্রী গঙ্গাদেবী বসিয়া পাঁচ ছয় মাস বয়সের শিশুকে স্তন্যপান করাইতেছিল, আর একটি বছর তিনেকের মেয়ে ময়লা-ছেঁড়া ফ্রক্ পরিয়া—নিকটে বসিয়া কুট্‌নার খোলা লইয়া খেলা করিতেছিল। রমাপ্রসাদের কণ্ঠস্বর শুনিয়া সকলেই চমকিয়া চাহিল, মেয়েটি খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া বলিল "ওলো,—বাবা যে লো!"

গঙ্গা হর্ষোজ্জ্বল মুখে চকিতের তরে চাহিয়া দৃষ্টি নত

করিয়া ঘোমটা টানিয়া একটু সরিয়া বসিল। দিদিমা দন্তহীন মুখে শান্ত স্নেহের হাসি হাসিয়া বলিলেন "তুমি ভিখিরী! দেতো ভাই নাৎ বৌ একমুঠো "মুষ্টি ভিক্ষে"! —ও কি গো জেঁকে বস্ছ যে,—যাও পাঁচ দোর ঘুরে দেখে এস,—

রমাপ্রসাদ পৈঠার উপর পা রাখিয়া রোয়াকে বসিয়া, দিদিমার উদ্দেশে প্রণাম করিয়া কন্যাকে বুকে লইয়া চুমা খাইল, তারপর হাসি মুখটা যথাসাধ্য চেষ্টায় গম্ভীর করিয়া বলিল "এই যে উঠি।—কিন্তু তোমার কি আক্কেল দিদিমা —আমি শা—' যে কত আশা করে পুড়তে পুড়তে ধেয়ে আসছি, বাড়ী ঢুকেই কাটারী নিয়ে বাঁশ বাগানে ছুটব— আর তুমি কি না জলজ্যান্ত স-টাট্‌কা বসে কুট্‌নো গোছাচ্ছ! ছ্যাঃ, ব্রাহ্মণের এ আশাভঙ্গ এ মনস্তাপ,—তোমার মহাপাপ হবে কিন্তু—"

গঙ্গা পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, মুর্খ নিরক্ষর হইলেও হৃদয়টা অত্যন্ত সরল, এবং বুদ্ধিটা যথেষ্ট তীক্ষ্ণ,—গৃহস্থালীর শুভাশুভটা সে খুব বোঝে! সুতরাং তৎক্ষণাৎ দিদিমার মুখপানে চাহিয়া, অস্ফুট স্বরে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া

বলিল, "তা সে পাপই হোক্ আর যাই হোক্,—দিদিমার "কিছু হলে" আমার চল্‌বে কি করে? আমি একলা এই বাড়ীতে থাকতে পারি? আমার দুঃখে যে তখন শিয়াল কুকুরে কাঁদবে!"

বাস্তবিকই জ্ঞাতি-কুটুম্ব-প্রতিবেশীরা, সংখ্যায় যত বেশীই হউন, বাড়ীতে থাকিবার মত 'আপন জন' একমাত্র দিদিমা ছাড়া সে বেচারীর আর কেহ ছিল না।

স্ত্রীর কথাগুলা কাণে ঢুকিতেই, রমাপ্রসাদ মুখখানা বিরাটগম্ভীর করিয়া,—রীতিমত ভৎর্সনার স্বরে বলিল "অনাসৃষ্টি আপত্তি! বাঃ, তোমার শিয়াল কুকুরের কান্না বন্ধ করবার জন্যে আমার দিদিমাকে বারোমাস ত্রিশদিনই বেঁচে থাক্‌তে হবে! একদিনও মরবার সুবিধা নাই? হুঁ, এযে ভয়ানক অন্যায় আব্‌দার! শুন্‌ছ দিদিমা—না, না, ও আপত্তি চলবে না। দোহাই দিদিমা তুমি চট্‌পট মরো!"

দিদিমা প্রীতমুখে বলিলেন "আহা এমন দিন কবে হবে রে? তোর কোলে মাথা রেখে, তোর হাতের আগুণ নিয়ে—"

থিয়েটার দেখা

ভীষণ-শঙ্কাহতভাবে নিদারুণ উত্তেজিত হইয়া রমাপ্রসাদ বলিল "এই মাটী কল্লে! কোলে মাথা নিয়ে মুখ-অগ্নি করতে হলে, আমার শুদ্ধ যে নির্ঘাৎ সহমরণ হয়ে দাঁড়াবে! পুড়ে ছারখার হব যে!—"সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীর দিকে বঙ্কিম কটাক্ষ হানিয়া, এ প্রস্তাবে তাহার মত কি জানিবার চেষ্টায় একটু ইঙ্গিত করিতেও ছাড়িল না।

সকোপে ভ্রুকুটী করিয়া গঙ্গা উঠিয়া, ছেলে লইয়া সটান ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল। স্বামীর এই সব বিদৃশ পরিহাস রঙ্গ সহিয়া সহিয়া, তাহার হাড়-কালী হইয়া গিয়াছে! মাগো, বলিবার মত কথা কি পৃথিবীতে আর কিছুই নাই? কেবল দিদিমাকে মারিবার জন্য সাধাসাধি করা,—আর নিজের সম্বন্ধে যত কিছু তুরুচ্চায্য বাক্য লইয়া কৌতুক! একি বাপু!

গঙ্গা ঘরে উঠিয়া যাইতেই, রমাপ্রসাদ অত্যন্ত প্রফুল্ল-ভাবে, উৎসাহ উত্তেজিত কণ্ঠে মন্তব্য প্রকাশ আরম্ভ করিল "সত্যি দিদিমা, ভোরবেলা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছি, যেন তুমি মরে গেছ,—ঘুম ভেঙে প্রাণটা ভারী ধড়ফড় করতে লাগল, ইচ্ছে হোল, ছুটে এসে মশারী তুলে দেখি, সত্যিই

তুমি মরন্ত হয়ে গেছ, না জীবন্তই আছ,—কিন্তু অত দূরের পথ, তখুনিই ত ছুটে আসা চলে না, কাযেই ভেবে চিন্তে আমাদের অধিকারী মশাইকে বল্লুম,—আমার স্ত্রীর ভয়ঙ্কর ব্যায়রাম'—দিদিমার ব্যায়রাম বল্লে ত আমাকে ছাড়বে না, সে আমার দাদামশাই হলে ছাড়ত, তাঁর সঙ্গে সম্পর্কটা গুরুতর ছিল, কি বল দিদিমা এঁ। ?—"

দিদিমা হাসি-হাসিমুখে নীরব হইয়া, অভিনয়-দক্ষ নাতির ঘাড়-মুখ নাড়ার কৌশল দেখিতেছিলেন, তাহার শেষ প্রশ্ন শুনিয়া ঈষৎ মাথা নাড়িয়া বলিলেন "তোমার সঙ্গেই বা কি কমটা গা? নাৎ-বৌ ঝগড়া করে না, এই যা দুঃখ।"

নাতি বিজ্ঞভাবে মাথা হেলাইয়া সুগম্ভীর মুখে বলিল "সেই জন্যেই ত ওটা মেক্‌আপ্ দূর হোক শর্ট-কাট্ অর্থাৎ ঐ যাকে কেটে যোড়া দেওয়া বলে, তাই করে নিলুম, দিদিমার নামটা কাঁথা চাপা দিয়ে, সাফ্ বলে দিলুম,—স্ত্রীর অসুখ—দেখা হয় কি, না হয় এমন অবস্থা, খবর পেয়ে অবধি আমার চোখ টন্ টন্ করছে, মাথা কন্ কন্ করছে, বুক ধড় ধড় কচ্ছে,—আরো যা যা হওয়া উচিত সবই হচ্ছে'

গেলুম মশাই গেলুম, ধনে প্রাণে সর্ব্বস্বান্ত হলুম—ঘরণী-গিন্নি স্ত্রী—উঃ!" বলিয়াই মেয়েকে সরাইয়া দিয়া সটান লম্বা হইয়া শুইয়া, দুহাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া, জিভ বাহির করিয়া চোখ বুজিল! ভঙ্গীটার অর্থ—উক্ত ঘরণী গিন্নি স্ত্রীর অসুস্থতার শোকে তাহার আভ্যন্তরিক অবস্থাটা এইরূপ শোচনীয়! ঘরের মধ্যে গঙ্গা অত্যন্তই চটিয়াছিল, কিন্তু এবার এ দৃশ্য দেখিয়া, না-হাসিয়া থাকিতে পারিল না, মাগো মুখে মুখে এত মিথ্যা যোগায় কেমন করিয়া?—এ মানুষের উপর কি রাগ চলে?

দিদিমা ব্যতিব্যস্ত হইয়া বলিলেন "আহা ষাট ষাট ছেলে পুলের মা,—কেন অকল্যাণ করিস রে, ওঠ ওঠ, নে, হাত পা ধুয়ে এসে খা দা,—ঠাণ্ডা হ,—তা নয়, ওমা, এ কি কাণ্ড বাপু, বাড়ী ঢুকলি এতদ্দিনের পর—"

বিহ্বল ভাবে উঠিয়া বসিয়া, ভগ্ন-বিকল কণ্ঠে নাতি বলিল "কি আর ঠাণ্ডা হব দিদিমা, হায়, আমাতে কি আর আমি আছি—। উঃ, বিনামেঘে বজ্রাঘাত!"

দিদিমা ধমক দিয়া বলিলেন "ওঠ! খুব হয়েছে।"

চট্ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া, সংযতকণ্ঠে রমাপ্রসাদ

বলিল "এই যে দিদিমা, উঠে পড়েছি। হাত পা ধুয়ে আস্‌ব? এই যে যাই,—রাত্রে কি খাব?"

দিদিমা হাসিলেন। মেয়েটি এতক্ষণ অবাক হইয়া, পিতৃদেবের অসামান্য অদ্ভুত অভিনয় কৃতিত্বগুলা দেখিতেছিল এইবার তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ হইতে দেখিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল "আহা, বাবা তা চেন, চি!" চি—অর্থ কি।"

রাত্রের আহার ও আগামী প্রত্যুষে যাত্রাকালীন যৎ কিঞ্চিৎ জলযোগের সম্বন্ধে দিদিমার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া, রমাপ্রসাদ ঘাটে হাত পা ধুইতে চলিয়া গেল, যাইবার সময় স্ত্রীর উদ্দেশ্যে একটু চায়ের জলের আবেদন জানাইয়া গেল। যাত্রার দলে থাকিয়া, রাত জাগিয়া জাগিয়া চায়ের নেশায় সে খুব পরিপক্ক হইয়া উঠিয়াছিল, তবে ইহার উপর পান বিড়ি ছাড়া অন্য কোন নেশায় সে ভিড়িত না। চরিত্রও নিষ্কলঙ্ক ছিল, কাযেই রাত্রি জাগরণ অনিয়মটা পরিপাক করিয়াও তাহার সুন্দর আকৃতি স্বাস্থ্যপূর্ণ ছিল। অভিনয়ের নেশায় মাতিলেও সাধারণ অভিনেতাদের মত উচ্ছৃঙ্খলতায় মাতে নাই, সে বিষয়ে সংযত ছিল।

তিন

সন্ধ্যার দীপ জ্বালিয়া, রান্নাঘর হইতে চায়ের জলের গরম কেট্‌লি লইয়া শয়নকক্ষে ঢুকিয়া গঙ্গা দেখিল সেখানে ইতিমধ্যে উৎকট ব্যাপার বাধিয়া গিয়াছে! আনলা হইতে তাহার বড় সখের চওড়া কস্তাপেড়ে শাড়ীখানা লইয়া মাথায় প্রকাণ্ড পাগড়ীর মত জড়াইয়া, হাতে একটা মোটা বাঁশের লাঠি লইয়া, দুম্‌দাম শব্দে ঘরে মেঝেময় লাফাইয়া ঝাপাইয়া, বাঁ হাতে লাঠি ও ডান হাতে রুমাল লইয়া হাত দুইটা সজোরে ইতস্ততঃ আস্ফালন করিতে করিতে ভীষণ বিক্রমে স্বামী বক্তৃতা করিতেছে! সামনে খাটের উপর আড়ষ্টভাবে দাঁড়াইয়া মেয়ে আতঙ্ক-বিস্ফারিত

নয়নে পিতার দিকে চাহিয়া আছে, পিতা পা ঠুকিয়া হাত নাড়িয়া হুঙ্কার করিতেছে—"মহারাজ, আপনার কোন চিন্তা নাই, এ দাসের দেহে এক বিন্দু শোণিত থাকৃতে আর এই ভীম পরাক্রম তরবারি—"সঙ্গে সঙ্গে বাঁ হাত হইতে লাঠিটা সড়াৎ করিয়া ডান হাতে টানিয়া লইয়া বিপুল বেগে আস্ফালনের উপক্রম করিতেই—পিছন হইতে গঙ্গা বলিল "আঃ কি জ্বালা গা, হাতে যে গরম জল!—"

মুহূর্ত্তে বীরত্ব বিক্রম-উন্মাদ অভিনেতা-প্রবর, স্থির নিশ্চল!

হাতের কেটলিটা ঠক্ করিয়া নামাইয়া গঙ্গা বলিল "বলি, আমার মুখে আগুন দেবার জন্যে মায়ার টানে ছুটে এসেছ, বেশ করেছ,—তা রোগ হয়ে মর্‌তে পারলুম না বলে কি—"

লাঠি ফেলিয়া মুখের কাছে ঝুকিয়া, পাগড়ীপরা মাথাটা তালে তালে হেলাইয়া দুলাইয়া রমাপ্রসাদ মধুর কণ্ঠে গান ধরিল :—"বহু দূর হতে এসেছি—"

রাগিয়া উঠিয়া গঙ্গা বলিল "কি বিপদ! যোড়হাত করব? পায়ে মাথা খুঁড়ব?—"

থিয়েটার দেখা

মোলায়েম ভাবে মাথা নাড়িয়া, স্ত্রীর দুই দফা প্রস্তাবেই সম্পূর্ণ অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়া,—রমাপ্রসাদ হাসিমুখে ফিরিয়া গিয়া পাগড়ী খুলিয়া কাপড়খানি ও লাঠিটা যথাস্থানে রাখিয়া, ঘরের অন্যদিকে মেঝেয় বিছান শয্যার উপর নিরীহভাবে শুইয়া পড়িল। মেয়ে হাঁফ ছাড়িয়া খাটের উপর হইতে নামিয়া আসিয়া বলিল "বাবা লে বাবা!—আমাল বাবাতা আক্ আক্ ছময় যা কলে,—আমাল যেন চান্না পায়! দাও তো মা, একতু চা কাই—" সে কেটলির কাছে ঘনিষ্ঠ সংলগ্ন হইয়া বসিল। যেন পিতার দুর্ব্ব্যবহারের দুঃখটা চায়ের আস্বাদে ভুলিবে! মা বলিল "পুড়ে মর্‌বি যে, সরে বস; আর তুই রাক্কুসী ওখানে সংয়ের মত দাঁড়াতে গিয়েছিলি কেন বল ত?"

ছল ছল দৃষ্টিতে চাহিয়া মেয়ে বলিল "বা, লে! বাবাই তো দাঁল কলিয়ে দিলে! আমায় মহালাজ বলছিল আর নাপাচ্ছিল—বা,—লে!..." উদ্গত অশ্রু দমনের চেষ্টায় চোখ রগড়াইয়া চোখ লাল করিয়া ঢোক গিলিতে গিলিতে পুনশ্চ বলিল, "বাবাই নাপাচ্ছিল—'

মা চা প্রস্তুত করিতে করিতে অপ্রসন্নমুখে বলিল "ঐ

লাফানই ত পুঁজি! নিজে যাত্রা কর, ভেল্কী কর, যা খুসী কর,—ছেলেমেয়ের মাথা খাচ্ছ কেন? আমার হয়েছে সকল দিকে জ্বালা! আর ঐখানে ছেলেটা ঘুমুচ্ছে তা একটু দৃক্‌পাত নাই, সমানে চ্যাঁচ্যান হচ্ছে! এখনি উঠে কাঁদে ত আমার রান্না বান্না সব ঘুচিয়ে দেবে, একটু হ্যাৎ ক্যাৎ নাই!—"

ফশ করিয়া দেশলাই জ্বালিয়া একটা বিড়ি ধরাইয়া সুখের আবেশে টান দিতে দিতে রমাপ্রসাদ অত্যন্ত মিহি-স্বরে বলিল "তা আমার চা টা দয়া করে এইখানেই দিয়ে যাও—"

ইহাই এ গৃহের সনাতন গার্হস্থ্য পদ্ধতি! বারো বছর বয়সে রাঙা চেলি ও সিঁদুর পরিয়া গঙ্গা যখন স্বামীর সঙ্গে এ বাড়ীতে প্রথম আসে, তখন হইতে—আজ আট বৎসর স্বামীর এই একই ব্যবহার দেখিয়া আসিতেছে! স্বামীর নাচ গান বক্তৃতার তাড়ায়, অষ্টপ্রহর জ্বালাতন হইয়া প্রথম প্রথম সন্তর্পণে স্বামীর সীমা এড়াইয়া চলিত,—কিন্তু সেদিকে চলিবার পথটাও বেচারার পক্ষে অতি সঙ্কীর্ণ ছিল, একমাত্র বুড়ী দিদিমা ছাড়া দ্বিতীয় উপলক্ষ্য বাড়ীতে কেহ ছিল না

যে একটু আড়াল পায়! তার উপর লজ্জা বিব্রতা নাত-বৌয়ের চেয়ে—অশ্রান্ত অভিনয় তৎপর নাতির উপরই দিদিমার পক্ষপাত ছিল বেশী! সুতরাং প্রথম বিবাহিত জীবনটায় গঙ্গা অত্যন্তই বিপন্নতা অনুভব করিয়াছিল, তারপর ক্রমশঃ বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে, সঙ্কোচের বাধা কাটিয়া গেলে—স্বামীর অভিনয় উৎসাহের উগ্র আতিশয্যকে সে এমনই সঙ্কোচ খর্ব্ব করিয়া দিল যে, —স্ত্রীকে রমাপ্রসাদ বেশ একটু সম্মান করিয়া চলিতে শিখিল। এখন নৃত্য কৌশল শিখাইবার জন্য স্ত্রীর হাত ধরিয়া টানিতে মোটেই সাহস নাই' বরং নিজের একান্ত নিজস্ব-স্ফূর্ত্তি উচ্ছ্বসিত—অন্তরাল নৃত্যের মাঝে হঠাৎ স্ত্রী আসিয়া পড়িলে, সে সন্ত্রস্ত ভাবেই সংযত হইয়া যায়. এবং পুত্রকন্যার ভবিষ্যত কুশিক্ষার আশঙ্কায় স্ত্রী তিরস্কার আরম্ভ করিলে সে এমনই শান্ত ধৈর্য্য, নির্লিপ্ত উদাসীন ভাব অবলম্বন করে যে কার সাধ্য সময়ে ঠাহরায়—তিরস্কৃত ব্যক্তি সেই নিজে।—গঙ্গা বকিয়া বকিয়া আপনই ক্লান্ত হইয়া থামে।

আজও থামিল। স্বামীর দয়া প্রার্থনার উত্তরে

মুখখানা প্রাণপণ চেষ্টায় গম্ভীর করিয়া বলিল "তাই দেওয়া হচ্ছে।"

মেয়েকে প্লেটে চা ঢালিয়া দিয়া চামচ আগাইয়া দিল। মেয়ের সেটা পছন্দ হইল না, সে দু'হাতে ভর রাখিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া প্লেটে ঠোঁট ডুবাইয়া চা পান সুরু করিল। "মর্ গে যা" বলিয়া গঙ্গা উঠিয়া ওদিকে স্বামীকে চা দিতে গেল।

হঠাৎ পিছনে একটা ঝটাপটির শব্দ পাইয়া মেয়ে চমকিয়া মুখ ফিরাইয়া পিছন দিকে চাহিল, দেখিল, বাবা তখন সোণার চাঁদ লক্ষ্মী মেয়েটির মত শয্যায় বসিয়া সংসার নির্লিপ্ত সন্ন্যাসীর মত প্রশান্ত—নির্ব্বিকার মুখে, চোখ বুজিয়া বিড়ি টানিতেছে আর মা,—সলজ্জ কুপিত দৃষ্টিতে বাবার দিকে চাহিয়া ব্যস্ত বিব্রত ভাবে সরিয়া যাইতেছে! মার পক্ষে কোন দুর্ঘটনা ঘটাই একান্ত সম্ভব বুঝিয়া, মেয়ে উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিল "চি ওলো মা?"—অর্থাৎ 'কি হোল মা?"

মা কোন উত্তর দিল না। বাবা, দগ্ধাবশিষ্ট বিড়িটা দুয়ারের বাহিরে ছুড়িয়া ফেলিয়া উদাস্ গম্ভীর

কণ্ঠে উত্তর দিল—"তোমার মাকে সাপে ছুপলে দিয়েছে বাবা।"

পল্লীগ্রামের শিশুরা সর্প গোষ্ঠির সহিত পদে পদে পরিচিত! সুতরাং মেয়ে তৎক্ষণাৎ লাফাইয়া উঠিয়া ব্যগ্র অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে ঘরের মেঝেটার চারিদিকে দেখিতে দেখিতে বলিল "চাপ! চৈ, চৈ,—চৈ মা?—"

রমাপ্রসাদ চায়ের পাত্র তুলিয়া চুমুক দিতে দিতে অত্যন্ত নিরীহ দৃষ্টিতে স্ত্রীর মুখভাব পর্য্যবেক্ষণে নিযুক্ত হইল। গঙ্গা হাসি সামলাইবার জন্য দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া তাড়াতাড়ি হেঁট হইয়া চায়ের কেট্‌লি ছাঁকনী প্রভৃতি লইয়া বাহিরে চলিয়া গেল, মেয়ের প্রশ্নের কোন উত্তর দিল না।

মেয়ে পিতাকে লইয়া পড়িল,—সাপটা কোথায় গেল? পিতা কোন সদুত্তর দিতে অক্ষম হইয়া গম্ভীরভাবে বলিল "পড়,—ক আর র,—কর। খ আর ল খল। ঘ আর ট ঘট।"

মেয়ে ক্ষুণ্ণ নিরুৎসাহ হইয়া চায়ের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল "ঘ—আত্ত—ঘত।"

ক্ষণপরে, গঙ্গা পান লইয়া ঘরে ঢুকিল। রমাপ্রসাদ

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া সুকোমল কণ্ঠে বলিল "আমাদের প্রোপ্রাইটার মশায়ের স্ত্রী বিয়োগ ত হয়েইছে, সম্প্রতি ম্যানেজার মহাশয়েরও হয়েছে।"

গঙ্গা অন্যদিকে দৃষ্টি রাখিয়া গম্ভীরভাবে বলিল "এবার তোমার হলেই আমি বাঁচি!"

"ওঃ!" বলিয়া গোঁফ জোড়ায় তা দিয়া একটু কাশিয়া পুনশ্চ বলিল "ম্যানেজার মহাশয়ের বয়স পঞ্চান্ন বচ্ছর, রায় ঘর, কাশ্যপ গোত্তর, বর্ণ চন্দ্র রাজ শ্রীবিষ্ণু—সদ্‌গোপ, তোমায় সন্ধানে তেমন 'কনে' কেউ আছে?"

গঙ্গা অধিকতর গম্ভীর হইয়া বলিল "আমার সন্ধানে এক আমি ছাড়া আর কে থাক্‌বে?"

স্ত্রীর নির্ভীক 'মোরিয়া' উত্তর শুনিয়া রমাপ্রসাদ বিপন্নভাবে মাথা চুল্‌কাইয়া ক্ষণেক ইতস্ততঃ করিয়া বলিল "তাই ত' এ একেবারে রাজ যোটক হয়ে মানাবে, কিন্তু ঘটকের ভাগ্যে, উঃ, একেবারে সাফ 'কর্ম্মণ্যেবধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচনঃ' গোছ ব্যবস্থার বিদায়!"

গঙ্গা বলিল "পানগুলো নেবে, না কি?

পান সুদ্ধ হাতখানা মুঠাইয়া ধরিয়া রমাপ্রসাদ করুণ-

গৌড় সারেঙ্গ সুরে গান জুড়িয়া দিল :—কিন্তু তারপর
কারো ভার্তা গান ভুলে চাপা স্বর,—
যদি থাকে জেগে মরম ভিতর”

মহা বিরক্তির সহিত সজোরে হাতে টান দিয়া গঙ্গা বলিল “মা গো, এ কি জ্বালা! এই সবের জন্যে বাড়ী এসেছে ?”

মুহূর্ত্তে লাফাইয়া উঠিয়া তুমুল বিক্রমে হাত পা ছুড়িয়া রমাপ্রসাদ বক্তৃতা আরম্ভ করিল :—

“শোভন ইন্দিরে, আসি নাই ক্ষুদ্র প্রয়োজনে !—
বিপদ-সঙ্কুল এই দীর্ঘ পথ বাহি—যাত্রাদলে—
মিথ্যা কথা বলে, এই কুটীরের মাঝে !
ঠিক জানি আমি, কোনমতে মিথ্যা কথা হইলে প্রচাব
প্রোপাইটার কাটিবেন বেতন আমার !
কিন্তু কহি শুন, হৃদয়ের সংক্ষেপ সংবাদ”—

রাগে আগুন হইয়া এক ঝটকায় হাত ছাড়াইয়া লইয়া গঙ্গা সক্ষোভে বলিল “আমার মরণটা হয়ত বাঁচি ! ঝকমারি করেছি পান দিতে এসে”—

রমাপ্রসাদের বক্তৃতা—উৎসাহ তখন থামায় কে ?—

শশব্দে নিজের বক্ষে করাঘাত করিয়া সে আবার আরম্ভ করিল—

"পাষাণি, আমি তব ধাইব পশ্চাতে
সাথে লয়ে তপ্ত আঁখি জল,.........
আর তুমি?—যাবে চলি ফিরায়ে বদন
বরষিয়ে বিদ্রূপের হাসি!"—

দাম্পত্য কলহ-ক্রোধের উত্তেজনার মাঝে, নিরপরাধ সন্তানকে দণ্ডের পাত্র স্থির করিয়া বসাই,—অনেকের অভ্যাস!—গঙ্গাও হাতের কাছে কোন-কিছু না পাইয়া, নিষ্ফল ক্ষোভে, শয্যাশায়িতা কন্যার পিঠে এক চপেটাঘাত বসাইয়া বলিল "রাক্ষুসী হাঁ করে চেয়ে দেখ্ছিস কি? ঘুমো বল্ছি শীগ্গীর"—

মেয়ে সভয়ে নাক মুখ শিটকাইয়া কুঁচ্কাইয়া,—দু'হাতে সজোরে চোখ চাপিয়া ধরিল!—উদ্দেশ্য, জোর করিয়া ঘুমাইবে তৎক্ষণাৎ!—রমাপ্রসাদ নিজের তপ্ত-আঁখি-জল সংবাদের পরিণামটা, সত্য সত্যই এবার শোচনীয় দুর্ঘটনায় আসিয়া ঠেকিয়াছে দেখিয়া,—সহসা অতীব শান্ত-সুশীল মূর্ত্তি ধরিয়া এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইল। গঙ্গা অস্ফুটস্বরে বকিতে বকিতে রান্না ঘরে চলিয়া গেল।

চার

পরিহাস-কৌতুক পদার্থ টা খুবই মিষ্ট-মনোরম আরামের বস্তু তার কোনই সন্দেহ নাই, কিন্তু স্থান, কাল, পাত্রভেদে মাত্রাটা ঠিক সংযত রাখিয়া না চলিলে, অনেক সময় যে, মারাত্মক বিভ্রাট ঘটিয়া যায়,—তাহাও সুনিশ্চিত! রমাপ্রসাদের যাত্রাদলের ভূতপূর্ব্ব সঙ্গীত-শিক্ষক, মহেশ্বর দাস মহাশয় প্রহসন রচনায় এবং অভিনয়-দক্ষতায়, একদা "রসিক-চূড়ামণি" আখ্যা লাভ করিয়া, পল্লীগ্রামের রস-বিচার পণ্ডিত বহু বহু সুবিখ্যাত মহাত্মাদের শ্রীচরণে তৈল-মর্দ্দনান্তে গোটা কতক 'মেডাল' পুরস্কার পাইয়া, এক সময় শ্লাঘা-গর্ব্বে অত্যন্তই স্ফীত হইয়া উঠিয়াছিলেন! তারপর

থিয়েটার দেখা

একদা ভদ্রপুরে সিংহ বাবুদের বাড়ীতে অভিনয় শেষে 'বাজে সং' দিবার জন্য আসরে নামিয়া, মদের ঝোঁকে, খোলা প্রাণে অভিনয় করিতে গিয়া তিনি বড়ই বিপদে পড়িয়াছিলেন।—লেখাপড়া শেখাই যে মেয়েদের অধঃপাতে যাইবার একমাত্র হেতু……সেই সত্বটা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইয়া,—অজ্ঞান-নির্ব্বোধ পল্লীবাসী শ্রোতা ও শ্রোত্রীবর্গের জ্ঞান বুদ্ধি উদ্বোধনের চেষ্টায় তিনি, 'তুড়িয়া'…অভিনয় জুড়িয়াছিলেন! উল্লসিত শ্রোতার দল, নিরঙ্কুশ কৌতুকে হাসিয়া ঢলিয়া পড়িতেছিল, শ্রোত্রী ঠাকুরাণীরাও 'বাজ সংয়ের' মার্ফৎ শিক্ষিতা মেয়েদের বীভৎস লাঞ্ছনার সংবাদে পরম পরিতৃপ্ত হইয়া, ফিস্ ফিস্ করিয়া পরস্পরের উদ্দেশে আনন্দ-গুঞ্জনে ব্যক্ত করিতেছিল আসর খুবই গরম হইয়া উঠিয়াছিল!—শ্রোতা ও শ্রোত্রীদের উল্লসিত দেখিয়া, উৎসাহিত অভিনেতা-প্রবরের রসনা ক্রমশঃই উচ্চদরের কৌতুকে অর্থাৎ ভদ্রসন্তানেরা যাহাকে অশ্রাব্য—ইতরামি বলেন, তাহার দিকেই খুলিয়া চলিয়াছিল। অভিনব উন্মাদ বেগে চলিতেছিল!—গ্রাম্য-রুচি-সর্ব্বস্ব দর্শকদের দলে বসিয়া শিক্ষিত ভদ্রলোকও, নিজেদের

শিক্ষা ও ভদ্রত্বের সম্মান ভুলিয়া, বেশ তৃপ্তির সহিত কৌতুক উপভোগ করিতেছিলেন, কাহারও তিলমাত্র দ্বিধা সঙ্কোচ নাই। অকস্মাৎ কাঁধে গামছা লইয়া অনাবৃত দেহে একজন যুবক আসরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া দর্শকের দিকে চাহিয়া যোড়হাতে সবিনয়ে বলিল, "মশাই, আমি গরীব ব্রাহ্মণের ছেলে, ছেঁড়া চটি জুতো পরে যাত্রা শুন্‌তে এসেছি, ...সেটার দ্বারা এই ভদ্র-সজ্জন অভিনেতা মহাশয়ের সৎকার করায় একটু আপত্তি বোধ হচ্ছে, হাজার হোক্ চাম্‌ড়ার জিনিস্! আপনাদের মধ্যে কোন ভদ্রলোকের ছেলের পায়ে যদি রবারের জুতো থাকে তবে দয়া করে একবার দেন!"—

সেই অবধি প্রোপ্রাইটার মহাশয়, মদ খাইয়া অভি-নেতাদের আসরে নামা বন্ধ করিয়াছেন, এবং 'বাজে সংয়ের' কৌতুক পরিহাসের বিষয় নির্ব্বাচনেও যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছেন।—সুখের বিষয় যে দলটি এখন ভদ্রসমাজে আদর পাইতেছেও যথেষ্ট!...

নিজের অভিনয় দক্ষতার দাপটে, নিরপরাধ মেয়ের পিঠে চড় পড়িতেই,—মহেশ্বরদাসের শোচনীয় কাহিনী

মনে পড়িয়া গেল! সঙ্গে সঙ্গে রমাপ্রসাদের রঙ্গ-রসিকতার উৎসাহ জুড়াইয়া জল হইয়া গেল! আহারের সময় ভদ্র-দস্তুর গম্ভীর মূর্ত্তি ধরিয়া আহারে বসিল, এবং একটা মাত্র বাজে কথা না বলিয়া সোজাসুজি সাংসারিক কথা কহিয়া, দিদিমার সহিত হিসাব করিয়া শারদীয়া পূজার কাপড়ের ফর্দ্দ ঠিক করিয়া লইল।

দিদিমাকে জল খাওয়াইয়া নিজে খাইয়া, ছেলের গরম দুধের বাটি লইয়া শয়ন কক্ষে ঢুকিয়া গঙ্গা দেখিল, পিতাপুত্রী তখন এক বালিশে মাথা দিয়া মুখোমুখী শুইয়া চুপি চুপি কি একটা পরামর্শ করিতেছে. গঙ্গা ঘরে পা দিতেই, দুজনেই চোখ বুজিয়া নীরব নিস্পন্দ হইয়া গেল! ঈষৎ হাসিয়া গঙ্গা বলিল "এই তারা, ওঠ—"

মেয়ে একটু বিচলিত হইয়া উঠিল, কিন্তু উত্তর দিল না, গঙ্গা আবার ডাকিতেই,—মেয়ে তাড়াতাড়ি নিজের চোখ চাপিয়া ধরিয়া ভয়ে ভয়ে বলিল "আমি ঘুমিয়ে পলেছি মা, শুন্‌তে পাচ্ছি না!"

গঙ্গা বলিল "সে আমি বুঝতে পেরেছি মা, আর

ভিরকুটি কর্‌তে হবে না ওঠো, দিদিমা ঘুমোবার জন্যে ডাক্‌ছেন।”

হাত সরাইয়া চোখ চাহিয়া, একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া মেয়ে ঘোরতর দুশ্চিন্তা ব্যঞ্জক স্বরে বলিল, “কি জানি মা, কানই যে আজ আমাল ঢুম আস্‌চে না”।

গঙ্গা ব্যঙ্গস্বরে বলিল “কোথেকে আস্‌বে মা? বাচালপণার জন্যে প্রাণ যে ছট্‌ফট্‌ কর্‌ছে! তারপর আজ আবার শিক্ষে গুরু সুদ্ধ জুটেছেন!”

রমাপ্রসাদ চোখ বুজিয়াই সশব্দে ফোঁস করিয়া একটা মস্ত নিশ্বাস ফেলিল! প্রকাশ্যে কিছু বলিল না।

গঙ্গা ঈষৎ হাসিয়া বলিল “হয়েছে, হয়েছে, অতটা জোর না দিলেও চলত, আমি বুঝেছি।”

দিদিমার আহ্বান শুনিয়া মেয়ে ও ঘরে চলিয়া গেল, ঘুমন্ত ছেলেকে তুলিয়া আনিয়া দুধ খাওয়াইতে বসিল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ পড়িয়া থাকিয়া, রমাপ্রসাদ চোখ বুজিয়াই মৃদুস্বরে বলিল “এই সময়, খুব একটা ভয়ঙ্কর করুণ রাগিণীর গান মনে পড়ছে!”

গঙ্গা ব্যস্ত হইয়া বলিল “না না, দোহাই তোমার, থাম,

এই সময় ছেলের ঘুম ভাঙাও যদি, তাহলে আর আমি ঘুম পাড়াতে পারব না।”

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া রমাপ্রসাদ পুনশ্চ যেন আপন মনেই বলিল “কিন্তু, গানের সুরটা গলার ভেতর ভয়ঙ্কর জোরে, তেড়ে ফুঁড়ে ইকড়ি-মিকড়ি খেলতে সুরু করেছে।”

কথার ভঙ্গী শুনিয়া বেশ একটু চটিয়া গিয়াই গঙ্গা বলিল “তা করুক, কিন্তু চ্যাচাতে পাবে না। ভ্যাখো ঠাট্টা নয়, এবার ছেলের যদি ঘুম ভাঙিয়েছ তাহলে মোটেই ভাল হবে না। মা গো মা, এতক্ষণ মেয়েটাকে নিয়ে জ্বালানো পোড়ানো হোল, এবার ছেলেটাকে নিয়ে হুড়াহুড়ি করবার জন্যে মন ধড়্ ফড়্ করছে নয়?—”

এতক্ষণের পর রমাপ্রসাদ চোখ মেলিয়া, উঠিয়া বসিল, সপ্রতিভ ভাবে ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে, বাংলা ছাড়িয়া ইংরেজিতে মন্তব্য প্রকাশ করিল “ইয়েস, ইয়েস অল্‌রাইট্! নির্জ্জলা খাঁটি, অল্‌রাইট্ একেবারে!”

গঙ্গা ক্রুদ্ধ ভ্রুকুটি করিয়া একবার স্বামীর দিকে চাহিল কিছু বলিল না। আধ-ঘুমন্ত ছেলেকে তাড়াতাড়ি অবশিষ্ট

দুধটুকু খাওয়াইয়া, পুরাপূরি ঘুম পাড়াইয়া ফেলিবার জন্য দ্রুত নিজের শয্যায় গিয়া শুইয়া পড়িল।

একটা বিড়ি ধরাইয়া টান দিতে দিতে রমাপ্রসাদ মিহিসুরে বলিল "ঢিমে তেতলার গৎটা কি রকম জানো?"

গঙ্গা চোখ বুজিয়াই উত্তর দিল "জানি, ছেলেটাকে নিয়ে উঠে যেতে হবে এখান থেকে!"

ভুল করলে! ও রকম নয়, এই শোন,—"বলিয়া রমাপ্রসাদ নিজের হাঁটু চাপড়াইয়া গৎ বাজাইতে আরম্ভ করিল। গঙ্গা কোন কিছু না বলিয়া ঘুমাইবার চেষ্টায় মন দিল।

কিছুক্ষণ গৎ বাজাইয়া, বিড়িটা ভস্মসাৎ করিয়া উঠিয়া গিয়া স্ত্রীর শয্যা প্রান্তে বসিল। তারপর একটু কাশিয়া কান চুলকাইয়া, গোঁফ মুচড়াইয়া শেষে—করুণ কোমল কণ্ঠে গান আরম্ভ করিল—

"আমি মরমের কথা বলিতে ব্যাকুল,
শুধাইল না ত কেহ!"

গঙ্গা হাসি সামলাইতে গিয়া কাশিয়া উঠিল! তন্দ্রালস দৃষ্টি মেলিয়া চাহিয়া, স্মিত মুখে বলিল—"তা সে দুঃখটা

এত রাত্রে,—ঐ বিট্‌কেল সুরে চেঁচিয়ে পাড়াসুদ্ধ লোককে না জানালে কি চলত না? দোহাই তোমার, একটু থাম! ছেলেটাকে ঘুমুতে দাও।—”

ঐন্দ্রজালিক

বর্ষার সন্ধ্যা। ক্ষুদ্র বৃদ্ধ চড়ুই কড়িকাঠের কোটরে বসিয়া মাথার টাকে হাত বুলাইতে বুলাইতে, আপন মনে উদাসপ্রাণে অতীত জীবনের আনন্দ-স্মৃতির ধ্যান করিতেছিল; এমন সময় তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের পুত্র আদরের নাতি—শ্রীমান্ তরুণচন্দ্র পাখা ছটপট করিয়া দ্রুত উড়িয়া আসিয়া হাজির! বৃদ্ধ বলিলেন "কি হে, এমন সময় যে?"

স্বভাবসুলভ-চপলতা-সহকারে বৃদ্ধ পিতামহকে বেষ্টন করিয়া তুড়্ তুড়াতুড়্ শব্দে লঘু নৃত্যে একচক্র নাচিয়া তরুণ ঠাকুর-দাদার গা ঘেঁসিয়া বসিল! চকমকে চাহনিতে এদিক্-ওদিক্ চাহিয়া, চুপি চুপি বলিল, "মুস্কিলে পড়েছি

ঠাকুর দা, শূন্য ঘরে মন টিক্‌ল না, তাই তোমার কাছে ছুটে এলুম্।—"

সবিস্ময়ে ঠাকুর-দাদা বলিলেন, 'কেন হে! বাড়ীশুদ্ধ লোক গেল কোথা?"

তরুণ উদাস দৃষ্টিতে বাহিরের দিকে চাহিয়া বলিল—"সবাই আছে ঠাকুর-দা,—কিন্তু—।" একটু থামিয়া বলিল "কেউ নাই, কেউ নাই!—" তাহার এই স্বর ভয়ানক হতাশা-মিশ্রিত!

ঠাকুর-দাদা ভয় পাইয়া বলিলেন, "ব্যাপার কি?"

মস্ত একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া তরুণ বলিল, "আমার শ্বশুরমশাই এসেছেন, বাবা বৈবাহিককে নিয়ে আসর জাকিয়ে বসে গল্প জুড়েছেন!—বাড়ীশুদ্ধ সবাই সেখানে হাজির; কাজেই, শূন্য ঘরে...বুঝ্‌লে ঠাকুরদা, কেমন করে টিকি?"

ঠাকুর-দাদা আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "রক্ষে পাই। এই নিয়ে মারামারি। আমি বলি, বুঝি, আরও কিছু সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটে থাক্‌বে...!" একটু হাসিয়া বৃদ্ধ গোটা-দুই ছোট্ট পরিহাস করিলেন। সে পরিহাস

অত্যন্তই পরিস্কার, সোজাসুজি। তাহাতে মিথ্যার মিষ্টতা এতটুকুও ছিল না ;—ছিল শুধু সুস্পষ্ট সত্যের তীব্র ঝাল!

নাতি অপ্রস্তুতে পড়িয়া বিব্রত হইয়া উঠিল! ঠাকুর-দাদা সেটুকু লক্ষ্য করিয়া, আস্তে আস্তে নিজের পাকা-মাথাটি তরুণের কাঁধের মধ্যে গুঁজিয়া দিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "চপল উচ্ছ্বাস-প্রিয় যুবক,—তোমরা স্বভাবের ওপর এত ভীষণ অস্বাভাবিকতার আতিশয্য এনে ফেলেছ যে; তোমাদের সচেতন প্রাণী বলে ভাবতে আমার সময় সময় দ্বিধাবোধ হয়!—ওহে উচ্ছৃঙ্খলতা-ধর্ম্মী স্নেহাস্পদ—সংযম বলে একটা শব্দ সংসারে আছে, শুনেছ কি?—"

মাটীর দিকে চাহিয়া সলজ্জ মুখে তরুণ বলিল 'বেয়াদবি মাপ কর ঠাকুর-দা, কান মল্‌চি তোমার কাছে!"

নাতির হাত ধরিয়া বৃদ্ধ তাহাকে, নিরস্ত করিলেন! ক্ষুদ্র চক্ষুর অগ্রভাগে সস্নেহে তাহার ললাট চুম্বন করিয়া কানে কানে বলিলেন, "ওটা নাত্‌-বৌয়ের দরবারে করো বন্ধু! এসব অপরাধের জন্য সেইখানে ক্ষমা চাওয়াই প্রশস্ত বিধি।—"

থিয়েটার দেখা

কথাটা চাপা দিবার জন্য তরুণ জোর গলায় তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "ধন্যবাদ, উপদেশের জন্য বহু ধন্যবাদ ঠাকুর্দা !—এখন একটা ভাল গল্প সুরু কর দেখি ! বর্ষার সন্ধ্যাটা মাটী হয়ে যাচ্ছে !—"

বাহিরের বৃষ্টি-সজল বিশ্বপ্রকৃতির পানে চাহিয়া বৃদ্ধ চিন্তিতভাবে বলিলেন, "বর্ষার সন্ধ্যা জমিয়ে তোল্‌বার ভার পড়্‌ল এই বৃদ্ধের উপর ! বড় অবিবেচনা কর্‌লে হে ! তরুণদের মনস্তুষ্টিসাধনের জন্য হাসির গান কি ঠিক তেমন মধুর সুরে এ বৃদ্ধের কণ্ঠে ঝঙ্কৃত হতে পার্‌বে !—"

তরুণ বলিল "পারবে ঠাকুর্দ্দা ! ভড়কাচ্ছ কেন ? চালিয়ে যাও। করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া ঠাকুর্দ্দা বলিলেন, "না বন্ধু, অমন হঠকারিতায় আমি রাজি নই। মনে যখন হাসি নেই, তখন মুখে সেটা ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা কর্‌লে —চোখের জলের তোড় অত্যন্ত বেড়ে উঠ্‌বে এবং ঠোঁটের ফাঁকে দাঁত খামটি-টাও ভয়ানক নিষ্ঠুর দৃশ্য হয়ে দাঁড়াবে। অতএব ক্ষমা কর।"

ক্ষুণ্ণ হইয়া তরুণ বলিল, "আমি যে তোমার কাছে গল্প

শোন্‌বার জন্যই এসেছি ঠাকুর্দ্দা!—নিরাশ হয়ে ফির্‌ব?
—না হয়, কাঁদাও একটু!—"

"তাইত—"বলিয়া বৃদ্ধ টাকে হাত বুলাইতে বুলাইতে খানিকক্ষণ কি ভাবিলেন; তারপর মুখ তুলিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "তোমায় খুসী কর্‌বার জন্য মিথ্যে দিয়ে গল্প বানিয়ে আজ ভাসাতে পারব না। একটা সত্য ঘটনা সোজাসুজি বলে যাচ্ছি,—বরদাস্ত কর্‌তে পার্‌ ত কান পেতে শোন। তারপর হাসি বা কান্না, যা উচিত বিবেচনা হয়, কোরো।"

স্ফূর্ত্তির সহিত পালক ফুলাইয়া, গা-ঝাড়া দিয়া, নখর-কঙ্কতিকায় মাথার চুল আচড়াইয়া, দেহ-প্রসারণ সমাপ্ত করিয়া, শ্রীমান্‌ তরুণ ভব্যযুক্ত হইয়া বসিল। বৃদ্ধ পা-দুইটি গুটাইয়া, বুকে ভর দিয়া বসিয়া শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে গল্প সুরু করিলেন।

"সে অনেক দিনের কথা। তখন তোমারই মত আমার বয়স। আজিকার এই বার্দ্ধক্যের তীব্র জড়তা তখন আমায় আক্রমণ করিতে পারে নাই;—আমি তখন তোমারই মত অমনি অধীর ও চঞ্চল ছিলাম। আজ

প্রবীণত্বের গৌরবে পাকা-পোক্ত হইয়া,—অগাধ আলস্যের মাঝে অটল হইয়া বসিয়া আছি, কিন্তু এখনকার দিনের আলস্য সম্ভোগ আমি অসহ্য ঘৃণার চক্ষে দেখিতাম্।

'খাবার খাইয়া পেট ভর্ত্তি হইবার পর অকারণ ব্যস্ততায় আকাশময় মহা ঔৎসুক্যে ছুটাছুটি জুড়িয়া দিতাম! কখনও বা লম্বালম্বি ছুট কাটাইয়া পৃথিবীর শেষ প্রান্তটা দেখিবার জন্যে মহাস্ফূর্ত্তিতে উধাও হইতাম!—সে নিরুদ্দেশ যাত্রা কি অসীম উল্লাসময়! মনে অশ্রান্ত কৌতূহল, প্রাণে অদম্য সাহস, শরীরে অপর্য্যাপ্ত শক্তি! ঘণ্টার পর ঘণ্টা, ক্রোশের পর ক্রোশ অবহেলায় অতিক্রম করিয়া চলিতাম। তারপর অত্যন্ত ক্লান্ত হইলে হাসিতে হাসিতে বসিয়া পড়িতাম!

"এমনি করিয়া একটানে ছুটিতে ছুটিতে একদিন গ্রীষ্ম-দ্বিপ্রহরের কড়া রৌদ্রে অনেক দূর চলিয়া গিয়াছিলাম; ভারী ক্লান্ত হইয়াছিলাম। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর ফিরিবার পথে সন্ধ্যার সময় একটা লোকালয়েব শেষ প্রান্তে যখন পৌঁছিয়াছি, তখন হঠাৎ একটা ভয়ঙ্কর মেঘ আকাশে আসিয়া বিষম ঝড় তুলিল! সে ঝড়ের গতিবেগ ঠেলিয়া,

পাখা ঝাপটা দিয়া বেশী দূর উড়িয়া যাওয়া সম্ভবপর নহে দেখিয়া আমি প্রমাদ গণিলাম। রাত্রির মত একটা আশ্রয় চাই—প্রাণপণে ছুটিলাম!—নিকটেই একটা মানবগৃহ দেখিয়া আশ্বস্ত হইলাম। বিনা দ্বিধায় সাম্‌নের খোলা বাতায়ন-পথে তাড়াতাড়ি একটা ঘরে ঢুকিয়া পড়িলাম।

"তীক্ষ্ণ সতর্ক দৃষ্টিতে ঘরের চারিদিক্‌টায় চাহিলাম। বৃহৎ ঘরখানা বোঝাই হাজার রকমের নির্জ্জীব আসবাব। ত'ার মধ্যে একটি মাত্র সজীব মানুষ!—আমি সন্দিগ্ধ ভাবে বার বার তাহার দিকে চাহিলাম, কিন্তু দেখিয়া আশ্বস্ত হইলাম,—সে আমায় আদৌ লক্ষ্য কবিল না। আমি নিঃশব্দে সুট্ করিয়া আসিয়া ঘরের কোণে কড়িকাঠের ফাঁকে আশ্রয় লইলাম, সে ইহা জানিতে পারিল না।—জানালার কাছে অপরিষ্কার ক্ষুদ্র বিছানায় শুইয়া, বাহিরের মেঘাড়ম্বরময়ী আকাশের দিকে অসহায় উদাস-দৃষ্টিতে তাকাইয়া সে নিস্পন্দ-দেহে পড়িয়া রহিল। দৃষ্টিও তাহার স্থির নিষ্পলক রহিল!

"বাহিরে ক্রমে মেঘের পরে মেঘ জমিল। কড় কড় করিয়া বজ্র ডাকিল, চক্‌মক্ করিয়া বিদ্যুত হানিল, তারপর

তড় তড় করিয়া বৃষ্টির ফোটা পড়িতে লাগিল! ঘরের মধ্যে জল আসিতে লাগিল। লোকটার নিষ্পলক নয়নে চেতনার আভাস ফুটিয়া উঠিল! সে অতিকষ্টে ধীরে ধীরে একটু নড়িল; পাশ ফিরিয়া উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিল; পারিল না, পড়িয়া গেল। একটা হতাশ যন্ত্রণার ব্যাকুল আর্ত্তনাদ বায়ুস্তরে অলক্ষ্যে মিলাইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে আবার বিকট বিদ্যুচ্চমকের সহিত উৎকট কর্কশ বজ্র-নির্ঘোষ শুনিতে পাওয়া গেল। লোকটা এবার আকুল আতঙ্কে কাঁদিয়া উঠিল।

"বাহির হইতে কেহ আসিয়া তাহাকে এতটুকু সান্ত্বনা দিল না, এতটুকু সাহায্য করিল না! আমার অত্যন্ত আশ্চর্য্য বোধ হইল। কড়িকাঠের ফাঁক হইতে গলা বাড়াইয়া ভাল করিয়া তাহার অবস্থাটা দেখিবার প্রয়াস পাইলাম। ও হরি!—হতভাগাটা যে খঞ্জ, রুগ্ন! শুধু কি তাই! তাহার হাত-দুটা! হায় ভগবান্! ভয়াবহ গলিত কুষ্ঠে তাহার দশটা আঙ্গুলের একটারও যে চিহ্ন অবশিষ্ট নাই।

"আমি অবাক্ হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম!

মরি রে! সেই পরাধীনতার ব্যথাকুণ্ঠিত মলিন নিষ্প্রভ নয়নে কি শোচনীয় দুঃখের রূপ বর্ত্তমান! ললাটের যন্ত্রণাকুঞ্চনরেখায় যেন জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা রহিয়াছে,— 'চির নিরুপায়—দুর্ভাগ্যের ক্রীতদাস'।

"লোকটা প্রাণপণ উদ্যমে অনেক চেষ্টায় উঠিয়া বসিল; তারপর কাঁচের জানালা টানিয়া দাঁতে ঘুরাইয়া ছিটকানি আঁটিয়া দিল। এইটুকু পরিশ্রমেই সে অসহ্য ক্লান্তিতে হাঁপাইতে লাগিল; অনেক কষ্টে হাত ছাড়াইয়া শয্যার শিয়র হইতে একটা ছোট বোতল দুই হাতে ধরিয়া টানিয়া আনিল; দাঁতে করিয়া তাহার ছিপি খুলিয়া তাহার ভিতরের তরল পদার্থটুকু নিঃশেষে গলায় ঢালিয়া দিল।

"ওঃ! ও তবে মদ্যপ। এই ভাবিয়া অসহনীয় ব্যথাব সহিত বিজাতীয় ঘৃণা বোধ হইল। হায়! একেই ত ভগবান্ উহার অদৃষ্টে মহাব্যাধির মৃত্যুর যন্ত্রণা চির-জীবন-ব্যাপী করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার উপর নির্ব্বোধ লক্ষ্মী-ছাড়াটা আবার ঐ আত্মঘাত-পাপতুল্য নিদারুণ বিশ্রী নেশার অধীন! ধিক্! ধিক্! কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া থাকিতেই ধীরে ধীরে তাহার ভাবপরিবর্ত্তন ঘটিতে

লাগিল ক্রমে সে অধীর, উত্তেজিত হইয়া উঠিল। কড়িকাঠের নিরাপদ্ কোটর হইতে চ্যুত হইয়া অসাবধানে ঘরের মেজেয় পড়িলে, আমাদের ভয়কাতর শাবকগুলি ব্যাকুল উৎকণ্ঠায় যেমন থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে থাকে, তাহার ভিতরকার হৃৎপিণ্ডটা তেমনি করিয়া সশব্দ-স্পন্দন দ্রুত কাঁপিতে লাগিল। নিষ্ফল ব্যগ্রতায় উৎক্ষিপ্তভাবে সে শয্যাময় হাত্ড়াইতে লাগিল ;—তারপর অসহ্য আবেগে শয্যার উপর আছড়াইয়া পড়িল ; সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু কি নিদ্রার মাঝে, ঠিক্ বলিতে পারি না—তাহার দেহ স্থির নিস্পন্দ হইয়া গেল।

"আমি ভীরু চড়ুই হইলেও তখন যুবা বয়সের প্রাণী, কাজেই কৌতুহলী। জনশূন্য আলোকহীন গৃহে সেই নিস্পন্দ শায়িত দেহটাকে সন্তর্পণে একবার পরীক্ষা করিতে আমার বড়ই ইচ্ছা হইল ; একটু ভাবিয়া চিন্তিয়া নিঃশব্দে ফুড়ুৎ করিয়া উড়িয়া নামিয়া আসিলাম ; শয্যার শিয়রে বসিলাম। তারপর তুড়ুক তুড়ুক করিয়া লাফাইয়া তাহার নিকটস্থ হইয়া উঁকি ঝুকি দিয়া তার মুখ-চোখের অবস্থাটা দেখিবার চেষ্টা করিলাম,—কিন্তু হঠাৎ

পিছাইলাম ! উঃ কি গরম। তাহার ব্রহ্মতালুর ভিতর হইতে অগ্নিজ্বালাময় ভীষণ উত্তাপ বাহির হইতেছে ! পালকের জামার নীচে গাত্রচর্ম্মে তাহার তাপ আসিয়া ঠেকিল; চক্ষের নিমেষে চম্পট দিলাম ! কড়িকাঠের মাথায় নিরাপদ্ স্থানে বসিয়া ব্যগ্র কৌতুহলী দৃষ্টিতে তাহাকে দেখিতে লাগিলাম।

"সেটা ভীষণ উত্তাপই সত্য; অন্ধকার ঘরখানা সে উষ্ণ ঝাঁজে যেন আশ্চর্য্য আলোকময় হইয়া উঠিল!—ক্রমেই উত্তাপটা তীব্রতর—স্পষ্টীভূত হইতে লাগিল, ক্রমশঃ তাহা অগ্নিশিখা-প্রোজ্জ্বল একটা চমৎকার জ্যোতির্ম্ময় আলোক-তরঙ্গে পরিণত হইল। তরঙ্গ-স্রোত বহিয়া আসিয়া দেহটার শিয়র দেশে পুঞ্জীকৃত হইয়া জমাট বাঁধিল। ক্রমে তাহা একটা অপূর্ব্ব মানবমূর্ত্তিতে পরিণত হইল।

"মূর্ত্তিটি সম্পূর্ণ স্বচ্ছ উজ্জ্বল। মর-জগতের উর্দ্ধে যদি কোন অপার্থিব প্রসন্ন সৌন্দর্য্য মাধুরী থাকে,—সে মূর্ত্তি, বোধ হয়, তাহারই সত্তায় সুগঠিত।

"মূর্ত্তি স্থির-ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। সম্মুখের ব্যাধি-

বিকলাঙ্গ কুৎসিত মানব-মূর্ত্তিটা, বোধ হয়, তাহার চোখে ঠেকিল না।—সে স্তব্ধ নির্ব্বাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল, কাচাবরণ মণ্ডিত জানালার বাহিরে আকাশের দিকে।—আমি কড়িকাঠের গুপ্ত আশ্রয়ে বসিয়া দেখিতে পাইলাম না,—সে বাহিরের দিকে একান্ত আগ্রহে চাহিয়া কি দেখিতেছে ;—কিন্তু দেখিলাম তাহার সুন্দর মুখ গভীর আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, তাহার দৃষ্টি যেমনই মুগ্ধ-মনোরম, তেমনই শান্ত-কোমল !—

"কিছুক্ষণ পরে সে হঠাৎ সজোরে ডানহাত তুলিল। আমি চমকিয়া উঠিলাম ! হরিবোল হরি ! এতক্ষণ দেখি নাই, এই শান্ত সুকুমার প্রিয়দর্শন মানুষটার হাতে—ঠিক্ যেন তীক্ষ্ণ নৃশংসতা-মাখান একটা ভয়ানক চক্‌চকে উজ্জ্বল ছোরা !

"আমি ভয়ে ঘাড় গুজিয়া চক্ষু বুজিলাম, ক্ষণপরে চক্ষু খুলিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে আতঙ্কে প্রাণ উড়িয়া গেল ! দেখিলাম লোকটা, সেই শয্যার উপর পতিত অচেতন দেহটার পাঁজরে ছোরাখানা আমূল বিদ্ধ করিয়া দিয়াছে !

"দেহটা তীব্র যন্ত্রণায় সজোরে ধড়্‌ফড় করিয়া কাঁপিয়া

উঠিল! নির্দ্দয় নিষ্ঠুর হত্যাকারীটা তাহার দিকে দৃক্‌পাত করিল না,—অম্লানবদনে অকম্পিত হস্তে ছোরাটা টানিয়া তুলিল!”—

“রক্তস্রোত ফিন্‌কি দিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সে সকৌতুকে হাসিতে হাসিতে তাড়াতাড়ি একটা মাটীর পাত্র আনিয়া তাহাতেই রক্তটা ধরিল। পরক্ষণে রক্তের পাত্রটা ঘরের মেঝেয় নামাইয়া রাখিয়া সে জানালার কাছে সরিয়া গেল। বাহিরে ঝড় জল তখনও চলিতেছিল কি না জানি না, কিন্তু সামান্য আলোক আসিতেছে, দেখিলাম। সেই ক্ষীণ আলোকে রক্তমাখা ছোরাখানা চোখের সাম্‌নে তুলিয়া ধরিয়া সে গভীর মনোযোগের সহিত পরীক্ষা করিতে লাগিল, স্বর্গের সন্তোষে তাহার মুখ ভরিয়া গেল। সে নত হইয়া যুক্তকরে, মনে হইল যেন কাহার উদ্দেশে নমস্কার করিল, তারপর ছোরাটা মুখে পুরিয়া অবলীলাক্রমে গিলিয়া ফেলিল!

“পরে সরিয়া আসিয়া সে সেই রক্তপাত্রটার কাছে বসিল! সরল শিশুর তরল চপল কৌতুকের হাসিতে আবার তাহার সুন্দর মুখ ঝলমল করিয়া উঠিল! ঘরের কোণ

হইতে একটা ছোট 'খড়ের নল' কুড়াইয়া হাসিতে হাসিতে মুখে লাগাইয়া সেই রক্তের ভিতর ডুবাইয়া সে ফুঁ দিয়া বুদ্বুদ তুলিতে লাগিল!

কি অদ্ভুত ইন্দ্রজাল! দেখিতে দেখিতে সেই বিচিত্র-বর্ণের বুদ্বুদ-রচিত কত কি আশ্চর্য্য-বস্তু হইল! কি বিরাট তাহাদের আকার! কি চমৎকার তাহাদের উজ্জ্বল শোভা!......আমি কিছুই বুঝিলাম না, বিস্ময়স্তম্ভিত-নয়নে তাহাদের পানে চাহিয়া রহিলাম!

"বহুক্ষণ পরে, একাগ্র মনোযোগে ক্রীড়ারত লোকটা হঠাৎ চট্‌কা ভাঙ্গিয়া লাফাইয়া উঠিল। তাহার মুখখানা অস্বাভাবিক বিবর্ণ হইয়া গেল! সে কাঁপিতে লাগিল, তাহার দেহটা ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে লাগিল! হঠাৎ সে অদৃশ্য হইয়া পূর্ব্বের মত একটা আলোক-তরঙ্গে পরিণত হইল! সেই জ্যোতিঃ তরঙ্গরেখা হিল্লোলিত হইয়া আসিয়া, সেই শয্যাশায়ী-র দেহটার ব্রহ্মরন্ধ্রে সংলগ্ন হইল। ক্রমে তাহা সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া গেল!

"মৃতদেহটা নড়িয়া উঠিল! আমি ভয়-বিস্ফারিত

নয়নে চাহিয়া দেখিলাম, তাহার ক্ষতস্থানে ক্ষত চিহ্ন নাই! আছে শুধু অতিক্ষীণ একটু শুষ্ক-শোণিত-রেখা!

"শয্যাশায়িত লোকটা উৎকণ্ঠাকুল নয়নে শুষ্ক মুখে চারিদিকে চাহিল, তারপর প্রাণপণ আকিঞ্চনে উঠিয়া বসিল।—ব্যগ্রব্যাকুল হইয়া, দুই হাতে উদ্বেগ-স্পন্দিত বুকটা চাপিয়া ধরিয়া সেই রক্তের বুদ্বুদ-উদ্ভূত অদ্ভুত ঐন্দ্রজালিক বস্তুগুলার পানে চাহিয়া থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে সে অর্দ্ধ মুচ্ছিতের মত পড়িয়া গেল!

"রাত্রির কুয়াশা কাটিয়া ভোরের আলোক দেখা দিল।—জানালার কাচের ভিতর হইতে বাহিরের মেঘশূন্য নীলাকাশের এক টুক্‌রা মূর্ত্তি দেখিয়া আমার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল; চারিদিকে দ্রুত দৃষ্টি-সঞ্চালন করিয়া ভাবিলাম, কোন ফাঁক দিয়া বাহির হই? চারিদিকই যে বন্ধ!

"হঠাৎ স্বশব্দে গৃহ দ্বার ঠেলিয়া একদল লোক আসিয়া হুড়হুড় করিয়া ঘরে ঢুকিয়া বিচিত্র কণ্ঠে বিকট চীৎকার জুড়িয়া দিল!......সহস্র তর্ক, যুক্তি, প্রশ্ন, তাহারা স্বেচ্ছা-ভাবে আপনা আপনি মীমাংসা করিয়া লইল। তারপর

কেহ দম্ভভরে বিদ্রূপ করিল, কেহ ক্রুদ্ধস্বরে তিরস্কার করিল, কেহ কঠোর ঘৃণায় ধিক্কার দিল ; সেই হতভাগ্য নির্বোধটা অর্থহীন দৃষ্টি তুলিয়া নির্ব্বাকভাবে তাহাদের পানে চাহিয়া "উদ্ধত অবজ্ঞায় তাহার পিঠে লাথি মারিয়া, মুখে থুতু ফেলিয়', দলকে দল ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল ; রহিল শুধু অবশেষের দুই জন।—তাহারা দুইজনেই প্রশংসামুগ্ধ দৃষ্টিতে একাগ্র মনোযোগে এতক্ষণে নিস্তব্ধ হইয়া সেই ঐন্দ্রজালিক কীর্ত্তি দেখিতেছিল। এইবার দুইজনে অগ্রসর হইয়া, প্রসন্ন উল্লাসে সমস্বরে জয়ধ্বনি করিল !

"নির্ব্বোধটা মুকের মত বিমূঢ় দৃষ্টিতে তাহাদের পানে চাহিয়া রহিল ; কিছু বলিল না।

"তাহারা আবার জয়ধ্বনি করিল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে আর একজন সবেগে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। হিংস্র-ব্যাঘ্রের কঠোর উত্তেজনায় সেই নির্ব্বোধটার উপর ঝাপাইয়া পড়িয়া নিষ্ঠুরভাবে সে তাহার বুকে উপর্য্যুপরি বেত্রাঘাত করিল। হতভাগার বুকের চামড়া কাটিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া রক্ত ঝরিল ! কিন্তু মুখে তাহার এতটুকুও

বেদনার চিহ্ন দেখা গেল না! সে শুধু হতভম্ব হইয়া প্রহারকর্ত্তার ক্রুদ্ধ ভীষণ মুখখানার প্রতি চাহিয়া রহিল!

"শুনিলাম, হতভাগ্য নির্ব্বোধ ইহারই অন্নপুষ্ট, আশ্রয়ে পালিত—হতভাগা ক্রীতদাস।

"পদাঘাতে ভূমি কাঁপাইয়া, শাসনের বেত্র আস্ফালন করিয়া প্রভু কর্কশ নিনাদে গর্জ্জন করিলেন······এত সাহস! এত স্পর্দ্ধা অন্নদাতা প্রভুর অনুগ্রহ-ভিক্ষু, জঘন্য জীবন লইয়া নিভৃত বিরাম কুটীরের মাঝে মাথা গুঁজিয়া বিশ্রাম করিবার একটু স্থান পাইয়াছে বলিয়া সে কি না স্বচ্ছন্দে এমন দুঃসহ স্বেচ্ছাচারী স্পর্দ্ধা-প্রকাশ করিবে!—কোন্ সাহসে সে এমন অসমসাহসিকতা প্রকাশ করিল?"

"ভৃত্য কোনই উত্তর দিল না; মাটীর দিকে চোখ নীচু করিয়া নীরব রহিল! প্রভু সদর্পে তাহার মাথায় পদাঘাত করিয়া গেলেন।

"জয়ধ্বনিকারী লোক-দুইজন স্তম্ভিতনেত্রে চাহিয়া ছিল। এইবার তাহারা ব্যথিত ম্লানমুখে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া তাহার হাত ধরিল! তাহার মাথার ধূলা, পিঠের ধূলা ঝাড়িয়া, সস্নেহে তাহার গলা জড়াইয়া

ধরিয়া সান্ত্বনার স্বরে তাহাকে উৎসাহ দিল।—নির্ব্বোধ তবুও কোন কথা কহিতে পারিল না! লাঞ্ছনাহত করুণ-নয়নে নির্ব্বাকভাবে, তাহাদের পানে চাহিয়া রহিল। তাহার দুই চক্ষুর প্রান্ত বহিয়া শুধু দুইটি ফোটা তপ্ত অশ্রু টস্ টস্ করিয়া বুকে খসিয়া পড়িল।

একজন ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "কি অন্যায়! এরা নির্বিচারে তোমার ওপর নিষ্ঠুর অত্যাচার করে গেল?—"

ম্লান হাসি মুখে টানিয়া, ভগ্নকণ্ঠে নির্ব্বোধ উত্তর দিল—"যেতে দাও বন্ধু,—ওঁরা এতেই যদি পরিতৃপ্ত হন, হতে দাও।—

ফুলের মালা হাতে করিয়া অগ্রসর হইয়া দ্বিতীয় ব্যক্তি গম্ভীর স্বরে বলিল, 'কিন্তু আমরা তোমার মহত্ত্বের অপমান করতে পার্‌ব না। আমরা প্রীতিভরে তোমায় এই সম্মানের অর্ঘ্য উপহার দেব।—ধর বন্ধু......"

'সভয়ে পিছাইয়া নির্ব্বোধ কাতরকণ্ঠে আর্ত্তনাদ করিল,—"না না, বন্ধু, ক্ষমা কর—আমি এ সম্মানের অযোগ্য,—আমি যে এর কিছুই জানিনে।—"

তাহারা চমকিল! বিস্ময়-ব্যাকুল-কণ্ঠে বলিল—'এই

অজস্র ব্যয়িত শোণিত, একি তোমারই পঞ্জর-নিঃসৃত নয়?'

সে মাথা নাড়িয়া স্বীকার করিল "হাঁ—।" পুনশ্চ প্রশ্ন হইল, "এই সুন্দর কীর্ত্তি, এ ইন্দ্রজাল তোমারই স্ব-কর-সৃষ্ট নয়?"—

"স্নান বেদনার হাসি হাসিয়া নির্ব্বোধ তাহার সেই কুষ্ঠক্ষত শীর্ণ অকর্ম্মণ্য হাত-দুইখানি তুলিয়া দেখাইল, এ হাত যে অক্ষম! তারপর দৃঢ়ভাবে মস্তক-সঞ্চালনে নিঃশব্দে জানাইল—"না—!

প্রশ্নকর্ত্তা অবাক্ হইয়া গেল! অনেকক্ষণ চুপ করিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "তবে? তবে এ কার কীর্ত্তি? জান, সেই অদ্ভুতকর্ম্মা কে? কোথায় তা'র নিবাস?—"

মুহূর্ত্তের জন্য নির্ব্বোধের বুকটা প্রচণ্ডবেগে স্পন্দিত হইয়া উঠিল, কিন্তু সে কোন উত্তর দিতে পারিল না'— নৈরাশ্যকাতর উদাস দৃষ্টিতে জানালার বাহিরে আকাশের দিকে হতবুদ্ধির মত সে চাহিয়া রহিল।—

প্রশ্নকর্ত্তা তাহার দৃষ্টি লক্ষ্যে বাহিরের দিকে ত্রস্ত চকিত কটাক্ষপাত করিল, তারপর ছুটিয়া আসিয়া, কাচের জানালা খুলিয়া ফেলিয়া, বাহিরের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া,

ব্যস্ত চঞ্চল দৃষ্টিতে চতুর্দ্দিকে নিষ্ফল ঔৎসুক্যে অনুসন্ধান করিতে লাগিল! কিন্তু কোথায় কে!— .

নির্ব্বোধ হতাশ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল! হায়, সে হতভাগ্য নিজেও জানিতে পারিল না—তাহারই বুক-ভরা বেদনার আবেগ, উন্মাদ-আলোড়নে উৎক্ষিপ্ত হইয়া তাহারই সতেজ মস্তিষ্কে যে তীব্র আগুন জ্বালাইয়া তুলিয়াছিল, সেই আগুনেই বিরাট্ চৈতন্যময় এক মহতী মঙ্গলশক্তির আবির্ভাব ঘটিয়াছিল!—তিনিই তাহার মানবীয় দেহের দুর্ব্বল বক্ষে, শাণিত কঠিন লৌহ হানিয়া রোগদুষ্ট শোণিত টানিয়া বাহির করিয়া সেই রক্ত মাটীর পাত্রে ধরিয়াছিলেন। তারপর সবল শিশুর চপল কৌতুক-আনন্দে মাতিয়া ঐন্দ্রজালিক ফুৎকারে সেই রক্তে বুদ্বুদ গড়িয়া এই আশ্চর্য্যজনক ঐন্দ্রজালিক কীর্ত্তি রচনা করিয়া গিয়াছেন! হায়, ইহারা এখন বাহিরে কোথায় তাঁহাকে খুঁজিতে যায়!—"

বৃদ্ধ চুপ করিলেন। তরুণ মাথা তুলিয়া সাগ্রহে বলিল "তারপর?—"

বৃদ্ধ বলিলেন, "তারপর আর কি? খোলা জানালা

পেয়ে সুড়ুৎ করে তা'র মাথার ওপর দিয়ে বেরিয়ে পড়লুম, তারপর মুক্ত আকাশের বায়ুপ্রবাহে পাখা-সঞ্চালন করে সন্ সন্ শব্দে নিজের ডেরায় ছুটলুম।—"

তরুণ হতাশভাবে চীৎকার করিয়া উঠিল,—"নিজের ডেরায়! পুলিশে খবর দিতে গেলে না? এমন ভয়ানক খুন-জখমের চমৎকার গল্পটা ডিটেক্‌টিভের হাতে পড়ল না, গল্পটা মাঠে মারা গেল!—"

ঈষৎ হাসিয়া বৃদ্ধ চড়ুই মাথার টাকে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "যেতে দাও সুহৃদ, জবরদস্তি করে রুদ্ধ গৃহের বদ্ধ বাতাসে আটকে রেখে বিষজীর্ণ করে মেরে ফেলার চেয়ে মুক্ত আকাশের কোলে খোলা মাঠের মেঠো হাওয়া খেয়ে মরা—ঢের স্বাস্থ্যকর! তুমি এখন নিজের ডেরায় যাও, তোমার শূন্যঘর এতক্ষণ নিশ্চয় পূর্ণ হয়েছে,—রাত নটা' বাজে!"

শেষ

শ্রীমতীবনলতা দেবী প্রণীত

Approved as a prize book for girls in School & prize & Library

লক্ষ্মীশ্রী

books for Schools in Bengal, No 3765 G
2 B 31825 14

১৩৪১ সালে ৫ম সংস্করণ সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়া প্রকাশিত হইল কিন্তু মূল্য বাড়িল না। পুস্তকখানি অনিন্দ্য-সুন্দর ঝক্-ঝকে ঝক্ ঝকে। অত্যন্ত কার্য্যকরী উপহার গ্রন্থ। বাজে বই নয়।

এই পুস্তকখানি প্রত্যেক কুল-মহিলার পক্ষে কিরূপ অত্যাবশ্যকীয় তাহা সামান্য বিজ্ঞাপনের দ্বারা বুঝানো অসম্ভব! সামান্য অন্ন-রন্ধন হইতে পোলাও, কালিয়া, মাংস, পিষ্টক, সন্দেশ, মিঠাই প্রভৃতি প্রস্তুত-প্রণালী আধুনিক ধরণে বর্ত্তমান সময়োপযোগী করিয়া লিখিত ও সন্নিবেশিত হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত যত প্রকার দেশী ও বিলাতী রন্ধন প্রচলিত হইয়াছে তাহার প্রয়োজনীয় সমস্তই ইহাতে সহজ ভাষায় বিশদরূপে লিখিত হইয়াছে। তন্মধ্যে কতকগুলির নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল, তাহা হইতেই পাঠক কতকটা বুঝিতে পারিবেন!

সহজ অন্ন-রন্ধন-প্রণালী, ঘৃত অন্ন, হলুদে ভাত, মিষ্ট-অন্ন, খিচুড়ী প্রস্তুতকরণ, ভুনি.খিচুড়ী,ভাজা ভাত, শাকের ঘণ্ট মোচার ঘণ্ট কড়াইসুটীর ঘণ্ট, শুক্তা, মুগের ডাউল প্রস্তুত প্রণালী, ওলের ডালনা, ইচড় বা কাঁটালের ডালনা, কাঁটালের চপ ও কাটলেট, নিমের ঝোল কাঁচা পেঁপের ডালনা বাঁশের কোঁড়ার ডালনা, বাঁধাকপির ডালনা, ছানারডালনা ফুলকপির ডালনা, করোলার দোলমা, পটলের দোলমা, কড়াইসুটীর ডালনা, বাঁধাকপি ও দুধের পায়স ও রাবড়ি, ওলভাজা, নিরামিষ অম্ল, খেজুর রসের অম্ল নলেন গুড় ও বাতাসার পায়েস, মৎস্য ও মাংস রন্ধন-প্রণালী, মাছের বড়া, মুড়ার ঘণ্ট, মাছের ঘণ্ট, বাঁধাকপির সহিত কৈমাছের তরকারি, রুই মাছের প্রলেহ মাছের ঝোল ও মাছের ভর্ত্তা, ওলকপির সহিত চিংড়ি মাছের প্রলেহ বাঁধাকপির সহিত কৈমাছের ব্যঞ্জন, নানাপ্রকারের মাছ পোড়া ও ভাতে

মাছ সিদ্ধ; দৈ মাছ, কুমড়ার নানাবিধ পায়স, কাঁচা (অপক্ক) কলার রুটি, মানের রুটীও পায়স, চিংড়িমাছের কাটলেট চিংড়ীমাছ পোড়া, ইলিশমাছ ভাতে ও সিদ্ধ, মাছের কোপ্তা, মাছের দম নিরামিষ পোলাও, ছানার দধি পলান্ন, পোলাও, আনারসের পোলাও, ফুলকপির পোলাও, মাছের পোলাও, মাংসের পোলাও, চিতলমাছের কোপ্তা, মাছের পুরী, মাছের ঝুরিভাজা, গল্দাচিংড়ির রসবড়া, চিংড়িমাছের সহিত বুটের ডাল, তেল ঝোল, ছেচড়া, ডিমের প্রলেহ, ডিমের মলিদা, ডিমের মোহনভোগ, ডিম্বামৃত, ডিমের কাটলেট, ডিমের বড়া, ডিমের পুরী ও ডিমের মধুরাম্ল, মাংস প্রকরণ, পাঁটার কারি বা ঝোল, মাংসের ভর্ত্তা, মাংসের কোপ্তা ও মাংসের অম্ল, মাংসের কাটলেট ও চপ, মাংসের রোষ্ট, মাংসের গেরেল, আনারসের চাটনি, আলুর চাটনি, পুদিনা শাকের চাটনি, আলুবখরার চাটনি, পায়স, ফুলকো লুচি, খাস্তার লুচি ও কচুরি, বড় কচুরি ও সিঙ্গেড়া প্রস্তুতপ্রণালী, পাঁপর ভাজিবার প্রণালী, ও ঝালবড়া প্রস্তুত, নিম্‌কি, পাটনাই নিম্‌কি গজা ও বালুসাই প্রস্তুতপ্রণালী, বঁদে ও মিঠাই প্রস্তুত, মিহিদানা, জিলাপী, অমৃতি, ছানাবড়া, ছানার মালপোয়া ও রসমাধুরী প্রস্তুত প্রণালী, নিখুঁতি করণ, খাজা প্রস্তুত-প্রণালী, মুগের বরফি, গোলাপী চন্দ্রকলী, মাড়োয়ারী হালুয়া, কমলালেবুর বরফি, ক্ষীরের গুজিয়া, ক্ষীরের বরফি, গোলাপী চম্‌চম্, ক্ষীরের আপেল ক্ষীরের লুচি, চন্দ্রমাছ, চন্দ্রানন, খৈচুর, সরপুরিয়া, রসবড়া, রসগোল্লা ক্ষীরমোহন, লেডিক্যানি, চম্‌চম প্রস্তুতপ্রণালী, ক্ষীরের মনোরঞ্জন, ক্ষীরের ছাঁচ তাল ক্ষীর, বরফি, গোলাপী রসগোল্লা, পাকা আমের বঁদে ও কুমড়ার মেঠাই, সীতাভোগ, ছানার মুড়কি ও ছানার পায়স ছানার মালপোয়া, কিস্‌মিসের মোহন ভোগ, রাবড়ী, খাসা মোণ্ডা, ও কস্তুরো সন্দেশ, নূতন গুড়ের সন্দেশ, তালশাঁস সন্দেশ, আম সন্দেশ, সর চূর্ণ, ক্ষীরের পানতুয়া, পেস্তার বরফি, খেজুর রসের পায়স ও বঁদের পায়স, মানকচুর রুটী ও পায়স, চিড়ার পিঠা, ভাজা মুগের বরফি ও পিঠা, গোকুল পিঠা এবং কলার পিঠা, গোপালভোগ পিঠা, পরিশিষ্ট মোরব্বা, নানাবিধ জেম জেলী, চাটনী, সাগু এরোরোট ও মানমণ্ড, খৈ ও যবের মণ্ড ও সুজির রুটী, মাংসের জুস, কুলের আচার ও বেগুনের আচার, তেঁতুল, কুল, আমড়া, লেবু আদা প্রভৃতির আচার ইত্যাদি ইত্যাদি।

পাক-প্রণালী বহু আছে—
তবে "লক্ষ্মীশ্রী" কিনিবেন কেন ?

কারণ—

—ইহাতে ত সর্ব্বপ্রকার রন্ধন ও জলখাবার তৈয়ারী শিক্ষা আছেই, তদ্ব্যতীত ইহাতে কোন মাসে কি কি আনাজ তরকারী রোপণ করিতে হয়, সর্ব্বপ্রকার ফল ও চারা রোপণ প্রণালী, সার দেওয়া, পরিচর্চ্চা প্রভৃতি চাষের বিস্তারিত বিবরণ, রোগীচর্চ্চা, রোগীর পথ্য তৈয়ারী, গৃহকার্য্য গৃহ-শৃঙ্খলা, পত্র-লিখন-প্রণালী, ধোপার হিসাব, জমা খরচ প্রভৃতি, সাংসারিক খুটিনাটী, সময়ের সদ্ব্যবহার শিক্ষা; পিতামাতা, একান্নবর্ত্তী পরিবার, শ্বশুর-শাশুড়ী, গুরুজন, আত্মীয়-স্বজন দাসদাসী প্রভৃতির সহিত কর্ত্তব্য ও ব্যবহার, ডিপথিরিয়া, হাম, পাঁচড়া, কৃমি, দাঁত উঠা, সর্দ্দি কাসি, আমাসা, শিশুপালন, রোগীর সেবা ইত্যাদি এত অধিক শিক্ষণীয় বিষয় কুললক্ষ্মীদিগের জন্য আর কোনও বাংলা পুস্তকে লিখিত হয় নাই। একখানি লক্ষ্মীশ্রী থাকিলে সংসার লক্ষ্মীশ্রীতে ভরিয়া উঠিবে। প্রত্যেক বধূকে প্রকৃত গৃহিণীতে পরিণত করিবে। যে কোন বইর দোকানে বসিয়া এই শ্রেণীর অন্যান্য পুস্তকের সহিত দেখিয়া সূচীপত্র মিলাইয়া তুলনা ও গুণ বিচার করিয়া কিনিলে অর্থ ব্যয় সার্থক হইবে।

মেয়েদের উপহার দিতে—

৺পূজার বাজারে—বিবাহের উপহারে "লক্ষ্মীশ্রী" অপেক্ষা

শ্রেষ্ঠ পুস্তক আর নাই

ইহার কাছে বাজে উপন্যাস কিছুই নহে

ছাপা—কাগজ—বাঁধা—প্রথম শ্রেণীর

সুবৃহৎ পুস্তক মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

শ্রীযুক্ত শ্রীপতিমোহন ঘোষ প্রণীত

অভিসার

পুস্তকখানির নামেই গুপ্ত কথা ব্যক্ত করিয়া দিতেছে। রাত্রিকালে পা টিপে টিপে অভিসারিকা নারীর গোপন-কাহিনী পাঠ করুন। রুচি বাগীশ-দের অপাঠ্য। মূল্য ১।০ সিকা।

প্রাণনাথ মল্লিক ও ব্রাহ্ম-সমাজ

শ্রীমতী বনলতা দেবী তদীয়া দাদাশ্বশুরের এই জীবনচরিতখানি লিখিয়া দেশের প্রভূত উপকার করিয়াছেন। ইহাতে প্রায় ১০০ বৎসরের পূর্ব্বকার ব্রাহ্ম সমাজের ও ব্রাহ্মদিগের বহু অবশ্য জ্ঞাতব্য ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যাহা ৫০ বছর পূর্ব্বে লিপিবদ্ধ হওয়া দরকার ছিল কিম্বা আর কিছুকাল পরে সংগ্রহ করা সম্পূর্ণই অসম্ভব হয় ত হইয়া পড়িত। "প্রাণনাথ মল্লিকের চেষ্টা যত্ন ও উদ্যোগে ইঁহার জ্ঞাতি ও স্বজন মিলিয়া প্রায় ১০০ ঘর বাগআঁচড়া নিবাসী ব্রাহ্মণ, পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন।" তদ্দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের যে মহান্ উপকার ও পুষ্টিসাধন হইয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পূর্ব্বে ব্রাহ্ম-সমাজে উপনয়ন সংস্কার ও জাতিভেদ প্রথা বর্ত্তমান ছিল। ৺প্রাণনাথ মল্লিকই ব্রাহ্মদিগের উপবীত ত্যাগের ও বেদীতে বসিয়া অব্রাহ্মণের পক্ষে আচার্য্যের কার্য্য করার অধিকার সম্বন্ধে ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলন ও বিপ্লব আনয়ন করেন। স্ত্রীস্বাধীনতা ও ব্রাহ্ম-সমাজের উপাসনায় যোগদান এবং প্রকাশ্যে চলাফেরা তাঁর বাটীর মেয়েরাই সর্ব্বপ্রথম করেন। স্ত্রী-স্বাধীনতার পথপ্রদর্শক তিনিই। প্রবর্ত্তকে এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল অষ্টমবর্ষ ২য় সংখ্যা ১১০ পৃষ্ঠা ও ৪র্থ সংখ্যা ২২৬ পৃষ্ঠায় লিখিতেছেন :—'বাগআঁচড়া হইতেই ব্রাহ্মসমাজে প্রথম স্বাধীনতার সংগ্রামের সূত্রপাত হয়। * * * 'প্রাণনাথ মল্লিক একজন অগ্রণী ব্রাহ্ম ছিলেন। তিনি কহিলেন 'উপবীত রাখা কপটতার চিহ্ন ও মহাপাপ * * * কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজের উপাচার্য্য বেদান্তবাগীশ মহাশয় ও বেচারাম বাবু উপবীত পরিত্যাগ না করিয়া বেদীর কার্য্য করেন কেন?' * * * কথাটা গোস্বামী মহাশয়ের ধর্ম্মবুদ্ধিতে যাইয়া আঘাত করিল। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন যদি ব্রাহ্মসমাজের এত কুরীতি, সংশোধিত না হয়, তাহা হইলে যে সমাজ অসত্যের প্রশ্রয় দেয় তাহার সহিত যোগ দিব না।" ইহার পরই বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় উপবীত ত্যাগ করিলেন। উপবীতধারী আচার্য্যের ব্রাহ্মসমাজের বেদী হইতে ব্রহ্মোপাসনা বা ধর্ম্মোপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য নহে অমনি তিনি ব্রাহ্ম-সমাজের সম্পাদক মহাশয়কে এই কথা লিখিয়া জানাইলেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র তখন কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক ছিলেন। এই প্রতিবাদ পত্রে গোঁসাই কেশবচন্দ্রকে ইহাও জানাইলেন যে, যদি কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজের উপাচার্য্যগণ উপবীতধারী হন, তবে আমি অসত্যের আলয় বলিয়া সমাজকে পরিত্যাগ করিব।" কেশবচন্দ্র গোস্বামী মহাশয়ের প্রতিবাদ পত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে দিলেন। মহর্ষি গোস্বামী মহাশয়ের মতের অনুমোদন করিয়া * * * গোস্বামী মহাশয় এবং অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য মনোনীত হইলে সমাজের আচার্য্যগণের পক্ষে উপবীত ধারণ নিষিদ্ধ হইল।" (বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবনী, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনী, সদ্গুরুসঙ্গ, বিজয় কথামৃত প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)

এই বইতে সেকালের বহু ঘটনার সঙ্গে প্রবীণ লেখক লেখিকাদের লিখিত অনেক লেখা যোগ করা হইয়াছে, যেমন :—প্রাণনাথ মল্লিকের পুত্র রজনীকান্ত মল্লিক সম্বন্ধে

শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় লিখিয়াছেন :—"তিনি সহৃদয় ছিলেন, আমাদের সহিত সরলভাবে মিশিতেন, আমরা তাঁহাকে সম্মান করিতাম।" ইত্যাদি ইত্যাদি প্রাণনাথ মল্লিকের জামাতা সম্বন্ধে ভারতবর্ষ সম্পাদক শ্রীযুক্ত জলধর সেন রায় বাহাদুর লিখিয়াছেন :—আমার পরম পূজনীয় বন্ধু পরলোকগত কৈলাশচন্দ্র বাগচি মহাশয়ের সম্বন্ধে দুই একটি কথা আমার নিকট শুনিতে চাহিয়াছ। আমি আনন্দের সহিত আমার পুরাতন স্মৃতির দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া এই সামান্য দুই চারি পংক্তি লিখিতেছি।" বলিয়া তখনকার পুরাতন ঘটনা সম্বন্ধে একটি সুন্দর প্রবন্ধ লিখিয়া দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত উল্লাসকর দত্ত মহাশয়ের পিতা শ্রীযুক্ত দ্বিজদাস দত্ত এম-এ মহাশয় প্রায় ৬০ বৎসর পূর্ব্বের ঘটনার কথা লিখে লিখিতেছেন স্বর্গীয় কৈলাশচন্দ্র বাগচি মহাশয় আমার সমবয়স্ক ছিলেন। তিনি আমার অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন।......তিনি অতি সরল এবং সত্যনিষ্ঠ ছিলেন। নিয়মিত ব্রহ্মোপাসনাতেও তাঁহার বিশেষ নিষ্ঠা লক্ষ্য করিয়াছিলাম।" ইত্যাদি ইত্যাদি। পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, প্রভৃতির প্রবন্ধ ও বহুলোকের চিঠি ইহাতে আছে।

৺প্রাণনাথ মল্লিক ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যেই সর্ব্বপ্রথম উপবীত ও জাতিভেদ প্রথা রহিত ও স্ত্রীস্বাধীনতা প্রবর্ত্তনের যে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহার প্রভাব ও ফল আজ হিন্দুসমাজও ভোগ করিতেছেন। মূল্য ১॥০ টাকা।